[Reference of questions to Sudder Court under two last preceding Sections.]

XXI. In every case in which a decree or decision is by the two last preceding Sections made final, the Court passing the final decree or decision shall have the same power to draw up a statement of the case for the opinion of the Sudder Court as is hereby vested in a Court of Small Causes, and all the provisions of this Act relative to statements drawn up by Courts of Small Causes shall be applicable to statements drawn up under the provisions of this Section.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

[ইহার পূর্ব্বের দুই ধারাক্রমে সদর আদালতের রায় জানিবার জিজ্ঞাসার কথা।]

২১ ধারা। সদর আদালতের রায় জানিবার জন্যে মোকদ্দমার বেওরা লিখিয়া পাঠাইবার যে ক্ষমতা এই আইনমতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্বের দুই ধারামতে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কি ডিক্রী চূড়ান্ত প্রকাশ করা গেল, সেই সকল মোকদ্দমাতে যে আদালত ঐ চূড়ান্ত ডিক্রী কি নিষ্পত্তি করেন সেই আদালতেরও সেই ক্ষমতা থাকিবেক। ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের যে বেওরা লেখা যায়, তদ্বিষয়ে এই আইনের যে সকল বিধি খাটে এই ধারার বিধানমতের লিখিত বেওরার উপরও সেই সকল বিধি খাটিবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDER OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 8.

From the Secretary to the Board of Revenue, Lower Provinces, to the Commissioner of Revenue, for the Division of

Dated Fort William, the 29th March 1859.

With reference to the concluding words of Act XI. of 1838, it appears to the Board that an alteration is required in the Statement of Butwarrah Establishments (No. 5 of the Periodical Return Series.)

2nd. Two new columns are to be added and numbered 8 and 9 respectively, and the present columns numbered 8, 9 and 10 will become 10, 11, and 12. The new column No. 8 will be headed "Periods at which it is proposed to levy the remuneration of the Ameen." The new column No. 9 will be headed "Proportions in which it is proposed to levy the remuneration of the Ameen."

3rd. With regard to the former it must be borne in mind that Estates can only be sold for arrears of revenue or other demands similarly recoverable upon four fixed dates in the year, and that before an estate or any portion thereof can be sold for the realization of a Butwarrah Ameen's fees notice is requisite under Section V., Act I. of 1845.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

বোর্ড রেবিনউর সরক্যুলর অর্ডর।

৮ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যানর সাহেবের নামে বঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ২৯ মার্চ।

১৮৩৮ সালের ১১ আইনের শেষ ভাগের কথা দৃষ্টে বোর্ডের সাহেবেরা বোধ করেন যে বাঁটওয়ারার আমলারদের কৈফিয়ৎ (অর্থাৎ নিরূপিত সময়ের রিটর্ণের বিবির ৫ নম্বর) কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন।

২। ৮ ও ৯ অঙ্ক দিয়া দুই নূতন ঘর দিতে হইবেক, ও এইক্ষণে ৮ ও ৯ ও ১০ নম্বর বলিয়া যে২ ঘর আছে তাহা ১০ ও ১১ ও ১২ নম্বরের ঘর বলিয়া লিখিতে হইবেক। ৮ নম্বরের নূতন ঘরের শিরোভাগে "আমীনের মেহনতানা যে২ সময়ে আদায় করিবার কথা হয় তাহা।" ও ৯ নম্বরের নূতন ঘরের শিরোভাগে "আমীনের মেহনতানা যে হিসাবে আদায় করিবার কথা হয় তাহা" এই কথা দিতে হইবেক।

৩। ৮ নম্বরের ঘরের কথা সম্পর্কে এই২ বিষয় মনে রাখিতে হইবেক। বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে, কিম্বা তাহার ন্যায় অন্য যে দাওয়া আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্তে মহালের নীলাম হইবার, বৎসরে চারি দিন ধরা আছে। ও বাঁটওয়ারার আমীনের রসুম আদায়ের জন্যে কোন মহাল কি তাহার কোন অংশ নীলাম করিবার আগে, ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৫ ধারামতে ইশ্তিহার প্রকাশ করা আবশ্যক।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ORDER BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

LEAVE OF ABSENCE.

The 3rd May, 1859.

Moulvy Mahomed Alum, Moonsiff of Oolipore, Zillah Rungpore, for one month, on Medical Certificate, in extension of the leave granted to him under the Court's Orders of the 12th March last.

A. W. RUSSELL, *Register.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৩ মে।

জিলা রঙ্গপুরের অলিপুরের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ আলম সদর আদালতের গত মার্চ মাসের ১২ তারিখের হুকুমমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

[Government Gazette, 10th May, 1859.]

SALT. নিমক।

মাসকাবারী হিসাব মৌজুদ নেমক মায় ৪ পরসেন্ট গোলাশুক্তি বাবৎ লাগাদ ৩০ এপ্রেল সন ১৮৫৯ সাল প্রত্যেক এজেন্সীর ও শালিখার গোলাজাতের।

এজেন্সীর নাম	সন ১২৬০ সাল মোতাবক ইংরাজী ১৮৫৩।৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	সন ১২৬১ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৪।৫৫ সাল	সন ১২৬২ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৫।৫৬ সাল	সন ১২৬৩ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬।৫৭ সাল	সন ১২৬৪ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৭।৫৮ সাল	সন ১২৬৫ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৮।৫৯ সাল	মৌজুদ নেমকের একুন।
হিজলী।							
পাঙ্গা নেমক ঘাট রসুলপুর।	০	০	০	০	১,১৮৮/৩৭	৪৯,০০৫/	৫০,১৯৩/৩৭
ঐ কৃষ্ণনগর।	০	০	০	০	৯০,৯১৯/	৫০,২৯৪/	১,৪১,২১৩/
ঐ রামনগর।	০	০	০	১,১৬,৪৪৮৭০	১,৮২,৫৫৩৭৯	৫০,৬০২/	৩,৪৯,৬০৪॥৯
ঐ উত্তর কালীনগর।	০	০	০	০	৯,০৮৯॥৫॥	৮৬,৩২৪/	৫৯,৪১৩॥৫।
ঐ পুরীঘাট।	০	০	০	০	২৩,০১৮/	৩৩,৭০৭/	৫৬,৭২৫/
একুন।	০	০	০	১,১৬,৪৪৮৭০	৩,০৬,৭৬৮॥০।	২,৬৯,৯৬২/	৬,৯৩,১৭৯।৮।
তমলুক।							
পাঙ্গা নেমক ঘাট নারায়ণপুর।	০	০	০	০	৪,৯৬০॥৪ ।/	১,৩৮,৯৭৬/	১,৪৩,৯৩৬॥৪ ।/
একুন।	০	০	০	০	৪,৯৬০॥৪ ।/	১,৩৮,৯৭৬/	১,৪৩,৯৩৬॥৪ ।/

এজেন্সীর নাম।	সন১২৬০ সাল মোতাবেক ইংরাজী ১৮৫৩।৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	সন ১২৬১ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৪।৫৫ সাল	সন ১২৬২ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৫।৫৬ সাল	সন ১২৬৩ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৬।৫৭ সাল	সন ১২৬৪ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৭।৫৮ সাল	সন ১২৬৫ সাল মোতাবেক ইং ১৮৫৮।৫৯ সাল	মৌজুদ নেমকের একুন
চট্টগ্রাম।							
পাঙ্গা নেমক বাগখালী ঘাট।	•	•	•	•	১১,৬৭৯/৯	•	১১,৬৭৯/৯
পাঙ্গা নেমক সদর ঘাট এজেন্সী।	•	•	•	•	৭২,০১২৸৯৸৶	•	৭২,০১২৸৯৸৶
ঐ আরাকিন।	•	•	•	•	•	•	•
করকচ মান্দ্রাজ।	•	•	•	৩১,৪৪৪/	২,৪৮,৪৬৭/৮।৶	•	২,৭৯,৯১১/৮।৶
একুন।	•	•	•	৩১,৪৪৪/	৩,৩২,১৫৯।৭।/	•	৩,৬৩,৬০৩।৭।/
শালিখা।							
পাঙ্গা নেমক কটক।	•	•	•	৮৫/	১,০৮,৪৬৮/	•	১,০৮,৫৫৩/
ঐ বালেশ্বর।	•	•	•	•	•	•	•
ঐ খোরদা।	•	•	•	৪৪২।০	২,২১৪/	•	২,৬৫৬।০
ঐ চিলকা।	•	•	•	•	২,৮২৪/	•	২,৮২৩/
ঐ ২৪ পরগনা।	•	•	৪,৩২০/	১৩,৬৩১/	•	•	১৭,৯৫১/
ঐ ঐ নারায়ণপুর।	২,০০,৫৯৭॥০	•	•	•	•	•	২,০০,৫৯৭॥০
ঐ ঐ বাগুণ্ডী	•	•	১,৮৪৬/	১,৩৮,১৬৮॥০	•	•	১,৪০,০১৪॥০
ঐ ঐ খোলা।	•	•	১,৫৬০/	৭১,০৫৮/	•	•	৭২,৬১৮/
করকচ মান্দ্রাজ পরমিট।	•	২,৫৯,২৩২৸০	৬,৯১,৮৮৬/	•	•	•	৯,৫১,১১৮৸০
ঐ চিলকা।	•	•	৯,০০৯/	৪,৩৩,০৬৯।০	১,৭৪,৭০০/	•	৬,১৬,৭৭৮।০
ঐ সিন্দ।	•	•	•	•	•	৫৬,৪৪৫/	৫৬,৪৪৫/
মিশ্রিত করকচ।	•	•	•	•	•	২,২২৬/	২,২২৬/
পাঙ্গা নেমক পুরী ঘাট।	•	•	•	•	১,২০৪/	•	১,২০৪/
ঐ রামনগর।	•	•	•	১,২০৮/	•	•	১,২০৮/
মিশ্রিত পাঙ্গা।	•	•	•	•	•	৫৬২/	৫৬২/
একুন।	২,০০,৫৯৭॥০	২,৫৯,২৩২৸০	৭,০৮,৬২১/	৬,৫৭,৬৯২/	২,৮৯,৪০৯/	৫৯,২৩৩/	২১,৭৪,৭৮৫।০
আরাক্কিন।							
পাঙ্গা নেমক ঘাট কৈকলু।	•	•	•	•	৯,৫৭৪/	২,২১৩॥০	১১,৭৮৭॥০
একুন।	•	•	•	•	৯,৫৭৪/	২,২১৩॥০	১১,৭৮৭॥০
মোট একুন।	২,০০,৫৯৭॥০	২,৫৯,২৩২৸০	৭,০৮,৬২১/	৮,০৫,৫৮৪৸০	৬,৪২,৮৭১॥৯৸৶	৪,৭০,৩৮৪॥০	৩৩,৮৭,২২২/৯৸৶

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী

নং ২৪৭।

ইশ্তেহার।

১ দফা। উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য এবং দক্ষিণ এজেন্সীহইতে মোং শালিখার সরকারী গোলায় লবণ ঢোলাই করিবার জন্যে টেণ্ডরের দরখাস্ত আগামি ১৭ মে তারিখের বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টাপর্য্যন্ত এই বোর্ডের দপ্তরখানায় লওয়া যাইবেক।

২ দফা। এই টেণ্ডরের দরখাস্ত সকল নিয়মিত ফারম মত দাখিল করিতে হইবেক তাহার ফারম এই দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবেক।

৩ দফা। নীচের লিখিত প্রত্যেক২ প্রদেশহইতে লবণ রওনা করিবার নিমিত্ত পৃথক্২ কানট্রাক্ট করিতে হইবেক ঐ প্রদেশ সকলের নাম এই কটক প্রদেশের মধ্যে স্থল হাসুয়ার গোলা এবং দক্ষিণ অর্থাৎ পুরী এজেন্সী মধ্যে আস্রাঙ্গ আড়ঙ্গ এবং চিলকার সমুদ্রীয় হ্রদ।

৪ দফা। যে সকল ব্যক্তি দরখাস্ত করিবেক তাহারদিগকে সাহেবান রিবিনিউ বোর্ডের এবং কটক দেশের কমিস্যনর সাহেবের খাতিরজমা করিয়া দিতে হইবেক যে যত নেমকের জন্য কানট্রাক্টের প্রার্থনা রাখে তাহা সমুদয় নেমক ঢোলাইয়ের সমস্থান আছে এ প্রযুক্ত প্রত্যেক দরখাস্তকরনিয়াকে আপন দরখাস্তের সম্বলিত যে সকল সুলুপ ঢোলাইয়ের জন্য নিযুক্ত করিতে চাহে তাহার ইসমওয়ারি ফর্দ্দ দাখিল করিতে হইবেক।

৫ দফা। প্রত্যেক বৎসর হাসুয়ার গোলাহইতে ১০০০০০/ মোন নেমকের অধিক ঢোলাই হইবার সম্ভাবনা নাই আস্রাঙ্গ আড়ঙ্গহইতে আন্দাজ ৮০০০০/ মোন নেমক আগামি বৎসর ঢোলাই হইতে পারে এবং চিলকিয়ার আড়ঙ্গহইতে আন্দাজ ৩২০০০০/ মোন। প্রত্যেক প্রদেশহইতে যত মোন নেমক ঢোলাই করিবার জন্য সুলুপ আবশ্যক হইবেক তাহা সমুদয় নেমকের জন্য কিম্বা ঐ নেমকের সিকি ভাগের ন্যূন না হয় এমত অংশের জন্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেক।

৬ দফা। কানট্রাক্টদারান যে পরিমাণ নেমকের নিমিত্তে কানট্রাক্ট নির্দ্দিষ্ট হইবেক সেই পরিমাণ নেমক ইস্তক অক্টোবর মাসের আখেরি কটাল লাগাদ ফেব্রুআরি মাসের শেষ এই মেয়াদের মধ্যে ঢোলাই করিতে কবুলতি দিবেক।

৭ দফা। যে২ ব্যক্তির দরদাস্ত মঞ্জুর হইবেক তাহারদিগকে আপন আপন কানট্রাক্টের তর্ম্ম সুচারু রূপে আঞ্জামের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রমীষরী নোট অথবা অন্য অপরিহার্য্য মাতবর জামিনী দাখিল করিতে হইবেক।

৮ দফা। বোর্ডের এমত এক্তিয়ার থাকিল যে কোন কারণ না দর্শাইয়া কোন ব্যক্তির টেণ্ডরের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিতে পারেন।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ।

ফৌর্ট উলিয়ম। সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৫ মার্চ।

ই টি ট্রুবর। সেক্রেটারী।

নং ৩৭৪।

ইশ্তেহার।

এতদ্দ্বারা ইশ্তেহার দেওয়া যাইতেছে যে ইস্তক সন ১৮৫৯ সালের ১ মে লাগাদ সন ১৮৬০ সালের ৩০ আপ্রিল এই এক বৎসরের জন্যে সুবে বাঙ্গালার অন্তঃপাতি সরকারী নেমকের রওয়ানা বিক্রীর গোলায় প্রত্যেক রকম নেমকের নিম্নিখ দর নীচের লিখিতমতে নির্দ্ধারিত হইবেক আর সাধ্যমত তিন বৎসরের পোক্তানের খরচার গড় হিসাব করিয়া যে পড়তা হইল তাহার উপর ফি ১০০/ মোনে ২৫০৲ টাকা মাসুল চড়াইয়া এই দর নির্দ্দিষ্ট করা গেল।

		নিম্নিখ দর ফি ১০০ মোনে টাকা
উৎপন্নের স্থান।	এজেন্সী ঘাট মোকামে পাঙ্গা নেমক	
	হিজলী	২৯৯৲
	তমলুক	৩০০৲
	চট্টগ্রাম	৩১২৲
	আরাকিন চট্টগ্রাম মোকামে	৩০১৲
	পাঙ্গা নেমক যাহা শালিখা মোকামে মৌজুদ আছে।	
	কটক	৩২৫৲
	বালেশ্বর	৩১১৲
	পুরী	৩২০৲
	২৪ পরগনার পুরাতন নেমক	৩৪৫৲
	ঐ নূতন নেমক	৩৩৬৲
	সূর্য্যপক্ক নেমক মোকাম শালিখায়।	
	মান্দ্রাজ করকচ	৩১৩৲
	চিলকা করকচ	২৯৮৲

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলীশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম। সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৯ আপ্রেল।

ই টি ট্রুবর। সেক্রেটারী।

এস্তাহারনামা কাছারি নিমক চৌকীয়াত মোতালকে শহর কলিকাতা।

যেহেতু মং ৫৪ সের পাক্কা নেমক একটা ধামা ও একটা ছেঁড়া থৈলা ভারবহনসমেত হাটখোলার মোহন্তনীর ঘাটের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ খোলা জায়গায় অত্রাধীন চৌকী সুতানুটির স্ফটিকচন্দ্র ঘোষ মোহরের ও রামচন্দ্র পাত্র চাপরাশীর দ্বারায় বর্ত্তমান বর্ষের গত ২১ জানুআরি তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছে অতএব সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে অধুনা এই ঘোষণা প্রকাশ করা যাইতেছে পুলীসের বিচারকর্ত্তা যাঁহার সরহদ্দ মধ্যে ঐ নেমকইত্যাদি গ্রেপ্তার হয় তিনি সন ১৮১৯ সালের ১৩ আইনের ২১ ধারার মর্ম্মানুযায়ি আগত মে মাহার ১৬ তারিখে পুলীস আপীসে তদ্বিষয় বিচার করিবেন যদি কেহ ঐ নেমকের দাবী রাখে তবে রীতিমত তথায় হুজুরে হাজির হইতে পারে ইতি সন ১৮৫৯ সাল ২৮ এপ্রেল।

এফ ক্রাম্প। কলিকাতার নিমক চৌকীর এক্‌টিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

এস্তাহারনামা কাছারি নেমক চৌকীয়াত মোতালকে শহর কলিকাতা।

যেহেতু মং ২/ সোন পাক্কা নেমক একটা পুরাতন ধামা ও একখানা পুরাতন চাদর ভারবহনসমেত হাটখোলার মোহন্তনীর ঘাটের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণ খোলা জায়গায় অত্রাধীন চৌকী সুতানুটির স্ফটিকচন্দ্র ঘোষ মোহরের ও রামচন্দ্র পাত্র চাপরাশীর দ্বারা বর্ত্তমান বর্ষের গত ২১ জানুআরি তারিখে গ্রেপ্তার হইয়াছে অতএব সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে অধুনা এই ঘোষণা প্রকাশ করা যাইতেছে পুলীসের বিচারকর্ত্তা যাঁহার সরহদ্দে ঐ নেমকইত্যাদি গ্রেপ্তার হয় তিনি সন ১৮১৯ সালের ১৩ আইনের ২১ ধারার বিধিমতে আগত মে মাহার ১৬ তারিখে পুলীস আপীসে তদ্বিষয় বিচার করিবেন যদি কেহ ঐ নেমকাদির দাবী রাখে তবে রীতিমত তথায় হুজুরে হাজির হইতে পারে ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২৮ এপ্রেল।

এফ ক্রাম্প। কলিকাতার নেমক চৌকীর এক্‌টিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইশ্‌তিহার।

জিলা কটক।

এস্তেহারনামা কাছারী কালেক্‌টরী মধ্যম প্রদেশ জেলা কটক সমস্ত লোকদিগের জ্ঞাতকারণ সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী সন ১৮৪৫ সাল প্রথম আইনের ৬ ধারানুসারে কটক জেলার নীচের লিখিত মহাল সকল লাগায়ত কিস্তী মাহ জানুআরি সন ১৮৫৯ সাল মোতাবেক সন ১২৬৬ সাল আটপণী বাকী সরকারের পাওয়া আদায়ের কারণ সন ১৮৫৯ সাল মাহ মাহার ২৮ তারিখ মোতাবেক সন ১২৬৬ সাল জ্যৈষ্ঠ মাহার ১৭ তারিখ শনিবার দিবসে এ জেলার কালেক্‌টরী কাছারীতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনা বাধাতে বিক্রয় হইবেক ২৯ তারিখ মাহ আপ্রিল সন ১৮৫৯ সাল।

দ্বিতীয় শ্রেণী মিয়াদি বন্দোবস্ত জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

নং ১৮৯। তৌজি হজুরী মহাল পং সুলতানাবাদ কিসমত তালুকে কম্পগড় লিখিত মালিক পুরুষোত্তম রথ ও পূর্ণানন্দ মহাপাত্র ও রাহাম পাইকাত সিংহ পিতা ও মাহাফেজ জানকীবল্লভ ধল নাবালগ ও গঙ্গাধর ধল বাকীদার কিসমত ৸৶১৫।০৸/ বিশ্বার সরিকদার সকল সমুদয় বাকী জের দাঁড়ওয়ারানুসারে দাখিল করাতে তাহারদিগের হিস্যা বাদে কানুনগোই রঘুনাথ দাস বাকীদার আপন হিস্যা বাকী দাখিল না করাতে তাহার হিস্যা কিসমত /৪॥২॥৶ বিশ্বা নীলাম হইবেক কিন্তু দরোবস্ত মাহালের সদর জমা মং ২৫৮ ৷৶১১৸ কোম্পানি মাত্র।

নং ৯২৩। তৌজি ঐ পং আটখন্ডা তালুকে ওরতো লিখিত মালিক বিদ্যাধর হরিচন্দন সাউন্ত সিংহের নাবালগ মাহাফেজ বলরাম চৌধুরী সদর জমা মং ৯৯৪৸/৮ পাই কোম্পানি মাত্র।

নং ১১৭৫। তৌজি ঐ পং হরিহরপুর কিসমত তালুকে হরিহরপুর লিখিত মালিক জয়রাম দাস সদর জমা মং ১৯২৶১৸ কোম্পানি মাত্র।

নং ১১৯৪। তৌজি ঐ পং হরিহরপুর খরিদগি মৌজে বারতিরা লিখিত মালিক কপিলদাস ও অহমদ দয়াল সদর জমা মং ১৯২ ।৯১ পাই কোম্পানি মাত্র।

তারিখ সন সদর।

R. N. SHORE, *Collector.*

জিলা বালেশ্বর।

ইহার দ্বারায় সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে আক্ট ১ সন ১৮৪৫ সাল ৬ দফা মোং বালেশ্বরের নীচের লিখিত মাহালাতের আমীন খরচা চলিত সন আপ্রেল মাহার ২৮ তারিখপর্য্যন্ত বাকী বাং ইং সন ১৮৫৯ সালের ২৩ মে মোং উড়িয়া সন ১২৬৬ সাল ১১ জ্যৈষ্ঠ রোজ সোমবার এই জিলার কালেক্‌টরী কাছারীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল ৩ মে।

বন্দোবস্ত মাহাল ষষ্ঠ শ্রেণীর বাকীর জন্যে নীলাম হইবেক।

নং ৩১৫ কিঃ ॥৶১২॥ দশ আনা বারগণ্ডা দুইকড়া মৌঃ গোকুলপুর প্রঃ অহিরাম হকিয়ৎ মান পাতর ও সাধু পাতর ও রাঘব পাতর ও শিব পাতর ও মানগোবিন্দ ভুঞা ও ভবানী পাতর ও মধু পাতর ও ভাগবত পাতর নীলাম হইবেক কিন্তু দরোবস্ত মাহালের সদর জমা ৬৮ ।/৬ মাত্র

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১০ মে।]

নং ৮১০ কিঃ নয় আনা ছয়গণ্ডা দুইকড়া দুই ক্রান্ত ॥/৬৸৲ প্রঃ তলসবঙ্গ তালুকে হীরাপুর হকিয়ৎ গঙ্গাধর কানুনগোই ও বলভদ্র কানুনগোই ও রঘুনাথ মাহাপাতর ও জয়কৃষ্ণ মাহাপাত্র ও জগন্নাথ মাহাপাত্র ও ব্রজকিশোর মাহাপাত্র নীলাম হইবেক কিন্তু দরোবস্ত মাহালের সদর জমা ৯১৬॥৪ পাই মাত্র

COLLECTOR OF BALASORE.

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্তিহার

৺কাশীনাথ কুণ্ডু ও শ্রীদ্বারকানাথ কুণ্ডু ও শ্রীমাধবচন্দ্র কুণ্ডু ঐ শ্রী মধুসূদন কুণ্ডু ফরাসডাঙ্গার বোড় সাকিনের ৺কাশীনাথ কুণ্ডুদিগরের ১২ বার কেত্তা জায়দাদ এই শহরের সদর আদালতে সন ১২৬৬ সাল ২৯ বৈশাখে ইং ১৮৫৯ সাল ১১ মে বেলা দুই প্রহরের সময়ে নীলামে বিক্রী হইবেক যাহার প্রয়োজন হইবেক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে সকলে জানিতে পারিবেন যদি বাটী দেখিবার বাঞ্ছা হয় পদ্ম পুষ্করিণী সায়েরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে দেখিতে পারেন।

১ দফা। পদ্ম পুষ্করিণী সায়েরের পূর্ব্ব এক দোতালা বাটী চকমিলন সদর মফঃসল চুণকামকরা পাকা গাঁথনি দালান পাঁচ ফুকুরে দুই বগলে চকের ঘর উত্তরে বৈঠকখানা দুই বগলে তোষাখানা পশ্চিমে উপরে বৈঠকখানা তোষাখানা দক্ষিণে বারেন্দা।

অন্দর মহল।

দক্ষিণ নীচে ৩ কুটারি উপরে ১ কুটারি বগলে সিঁড়ি।

উত্তরে নীচে নীচে ৩ কুটারি উপরে ৪ কুটারি বগলে সিঁড়ি।

পশ্চিমে নীচে ৩ তিন কুটারি উপরে ৩ কুটারি বগলে সিঁড়ি।

পূর্ব্ব দিগের নীচে বড় রকম ১ টা উপরে ১ টা বড় রকম গুদাম ঘর।

দক্ষিণে পায়খানা তিনটা খিড়কীর রাস্তা দালানের পূর্ব্ব নারিকেল গাছ আম্র কাটাল ফুলবাগান খিড়কিতে পুষ্করিণীর ঘাট বান্দা পশ্চিমে গোয়াইল ঘর ভিয়ানশালা ঢেক্‌শেল চাকরদিগের রসুই ঘর চারি কুটারি আছে সদর বাটী যাতায়াতের নীচে উপরে দেউড়ি।

বহিস্থ লোকের বাসস্থান উত্তম এবং গাড়ি ঘোড়া চলিবেক।

২ দফা। বোড় সাকিনে এক বাটী ও বাগান গঙ্গাধর কুণ্ডুর বাটীর উত্তর।

৩ দফা। এক পুষ্করিণী সায় সানবান্দা ঘাট ও বাগিচা।

৪ দফা। গঙ্গাধর কুণ্ডুর বাটীর পূর্ব্ব এক বাগান।

৫ দফা। বিবির হাটের রাস্তার পশ্চিম এক উত্তম বাগান পুষ্করিণী সানবান্দা ঘাট নানা রকম বৃক্ষ জমি দশ বারো বিঘা এক শত সওয়া শও টাকা উৎপন্ন আছে।

৬ দফা। বিবিরহাটের রাস্তার পশ্চিম কুটারি পোনের ষোলটা ভাড়া আছে এবং পশ্চিম দিগে রায়তি ঘর ঐ পুষ্করিণী সানবান্ধা ঘাট।

৭ দফা। বিবির হাটের রাস্তার পশ্চিম এক ছোট পুষ্করিণী ও প্রজা আছে জমিদার চৌদ্দ কাটা।

৮ দফা। বিবির হাটের রাস্তার পশ্চিম রামচাঁদ পালের বাগানের দক্ষিণ এক বাগান ও পুষ্করিণী জমি ৩।০ সাড়ে তিন বিঘা নারিকেল বৃক্ষ আছে।

৯ দফা। পদ্মপুষ্করিণী সাএরের পশ্চিম দুই কুটারি জমি পাঁচকাটা।

১০ দফা। লক্ষ্মীগঞ্জের এক পাকা গুদাম।

১১ দফা। হাট খোলায় এক গুদাম।

১২ দফা। পদ্ম পুষ্করিণী সায়েরের পূর্ব্ব এক বাটী।

৺ কাশীনাথ কুণ্ডুদিগরের বাটীর পশ্চিম ৺ কালাচাঁদ দত্তর বাটীর উত্তর রাস্তার দক্ষিণ অন্দর মহল সদর মহল চক মিলান।

বিজ্ঞাপন।

প্রকাশ থাকে যে ইতিপূর্ব্বে নূতন আইন তৎকাল জারীহওয়া সত্ত্বে তাহা বঙ্গভাষায় মুদ্রিত করণে উদ্যত হইয়া তৎসংবাদ ১৮৫৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখের গেজেটের দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ লোকের সুগোচরার্থে দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত সংবাদ পত্রে প্রত্যেক পুস্তকের মুল্য ৪।৫ টাকা লিখিত হইয়াছে কিন্তু সম্প্রতি উক্ত আইন ১৮৫৯ সালের ৮ আইন নাম করণে জারী হইবায় আমি তাহা বঙ্গভাষায় এবং পারস্য ভাষায় মুদ্রিত করিয়াছি যদিচ পুস্তকের অবস্থা দৃষ্টে উক্ত পরিমাণ মুল্য অসম্ভব নহে তথাচ ক্রয়কারি মহাশয়দিগের তুষ্টিজন্য প্রত্যেক ভাষায় প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য ডাকমাসুলসমেত ৩, টাকা অবধারিত করিয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে ক্রয়েচ্ছু মহাশয়গণ উক্ত পরিমাণ মুল্য পাঠাইলেই পাইবেন। যদি প্রত্যেক খণ্ডের মুল্য অল্পা বিধায় পৃথক পাঠাইতে সুবিধা না হয় তবে ২।৪ ব্যক্তি একত্রে হুণ্ডীদ্বারা পাঠাইতে পারেন ইতি।

শ্রী মহম্মদ এস্মাইল। উকীল সদর দেওয়ানী। কলিকাতা।

[*Government Gazette*, 10th May, 1859.]

ইং ১৮৫৯ সালের ৮ আইন অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সিবিল প্রোসিডিয়র নামক যে নূতন আইন হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় প্রস্তুত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সোমের নিকট পত্র পাঠাইলে পুস্তক পাওয়া যাইবেক।

স্বাক্ষরকারির প্রতি মূল্য ... ... ৩৲ তিন টাকা।
বিনা স্বাক্ষরকারির প্রতি ... ... ৪৲ চারি টাকা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১০ মে।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত কে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

CALCUTTA PUBLIC LIBRARY

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 5, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ৫ জুলাই।

ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 21ST MAY 1859.

THE following Act, passed by the Legislative Council received the assent of the Right Honorable the Governor General on the 17th May 1859, and is hereby promulgated for general information :—

ACT No. XV. OF 1859.

An Act for granting exclusive privileges to Inventors.

[Preamble.]

WHEREAS Act VI. of 1856, entitled "An Act for granting exclusive privileges to Inventors," was passed by the Legislative Council of India without the sanction of Her Majesty to the passing thereof having been previously obtained and signified in pursuance of the Statute passed in the seventeenth year of the reign of Her Majesty, entitled "An Act to provide for the Government of India :" and whereas Her Majesty's Law Officers having given it as their opinion that the Legislative Council of India was not competent to pass Act VI. of 1856 without previously obtaining the sanction of the Crown, and the Court of Directors of the East India Company having in pursuance of the power vested in them by law disallowed Act VI. of 1856 and having signified to the Governor General of India in Council their disallowance thereof, the said Act was repealed by Act IX. of 1857 ; and whereas it is expedient, for the encouragement of Inventors of new manufactures, that certain exclusive privileges in their inventions should be granted to them in India, and that exclusive privileges obtained under the said Act should be protected : It is enacted as follows (The sanction of Her Majesty to the pass-

আইন।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ২১ মে।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা এই আইনেতে শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবরুনর জেনরল বাহাদুর ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১৭ মে তারিখে সম্মতি প্রকাশ করেন, এইক্ষণে সেই আইন সকল লোককে জানাইবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১৫ আইন।

যাঁহারা নবকল্পিত কারিগরী প্রকাশ করেন তাঁহারদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

"ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্বের বিধান করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজত্বের সতের বৎসরে যে আইন জারী হইয়াছিল সেই আইনমতে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুমতি না পাইয়া ও তাঁহার সেই অনুমতি প্রকাশ না হইলেও ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের সাহেবেরা ইঙ্গরেজী ১৮৫৬ সালের ৬ আইন অর্থাৎ "যাঁহারা নবকল্পিত কারিগরী প্রকাশ করেন তাঁহারদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দান করিবার আইন" জারী করিয়াছিলেন। আরো শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর অনুমতি না পাইয়া ১৮৫৬ সালের ৬ আইন জারী করিতে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ক্ষমতা ছিল না, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে ব্যবস্থাদায়ক সাহেবেরা আপনারদের এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ও কোম্পানি বাহাদুরের শ্রীযুত কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের প্রতি আইনমতে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা ১৮৫৬ সালের ৬ আইন অগ্রাহ্য করিলেন ও সেই আইন অগ্রাহ্য করিবার কথা তাঁহারা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর জেনরল বাহাদুরকে জানাইলেন। এই২ কারণে ১৮৫৭ সালের ৯ আইন জারী হইয়া সেই আইন রদ হইয়াছিল। আরো নূতন শিল্প দ্রব্যের কারিগরদিগকে উৎসাহ দিবার জন্যে, তাঁহারদের নূতন কল্পনার কারিগরীসম্পর্কে অন্য কেহ যাহা না পাইতে পারেন এমত ক্ষমতা, তাঁহারদিগকে ভারতবর্ষে প্রদান করা, ও সেই আইনমতে তাঁহারা যে

ing of this Act having been previously obtained and signified in pursuance of the said Statute) :—

[Inventor may petition for leave to file specification. Form &c. of petition.]

I. The inventor of any new manufacture may petition the Governor General of India in Council for leave to file a specification thereof. Every such petition shall be in writing in the form or to the effect mentioned in the Schedule hereunto annexed, and shall be signed by the petitioner, or, in case the petitioner shall be absent from India, by an authorized agent, and shall state the name, addition, and place of residence of the petitioner, and the nature of the invention.

[Order to file specification.]

II. Upon such petition, the Governor General of India in Council may make an order authorizing the petitioner to file a specification of the invention.

[Power to refer petition for enquiry and report.]

III. Before making such order, the Governor General of India in Council may refer the petition to any person or persons for enquiry and report, and such person or persons shall be entitled to a reasonable fee for such enquiry and report to be paid by the petitioner : the amount of such fee, in case of dispute, to be settled by a Judge of one of Her Majesty's Courts of Judicature in a summary manner.

[Petitioner entitled to exclusive privilege for 14 years from the time of filing specification. Extension of term of exclusive privilege.]

IV. If, within the space of six calendar months from the date of such order, the petitioner cause a specification of his invention to be filed in manner hereinafter mentioned, the petitioner, his executors, administrators, or assigns, shall be entitled to the sole and exclusive privilege of making, selling, and using the said invention in India, and of authorizing others so to do, for the term of fourteen years from the time of filing such specification, and for such further term (if any), not exceeding fourteen years from the expiration of the first fourteen years, as the Governor General of India in Council may think fit to direct, upon petition to be presented by such inventor, at any period not more than one year, and not less than six calendar months, before the expiration of the exclusive privilege hereby granted.

বিশেষ ক্ষমতা পান তাহা রক্ষা করা বিহিত হয়। এই২ কারণে নীচের লিখিত বিধান হইল ও শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর উক্ত আইনানুসারে, এই আইন জারী করিতে শ্রীশ্রীমতীর অনুমতি পাওয়া গিয়াছে ও তাহা জাত করা গিয়াছে।

[নূতন কল্পনামতের বিশেষ বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার কথা। ও দরখাস্তের পাঠ-প্রভৃতির কথা।]

১ ধারা। যে জন নূতন কল্পনামতে কোন কারিগরী প্রকাশ করেন তিনি তাহার বিশেষ বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতি পাইবার জন্যে, হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক দরখাস্ত এই আইনের শেষের লিখিত তফসীলের পাঠে কি তাহার মর্ম্মানুসারে লিখিয়া দেওয়া যাইবেক, ও তাহাতে দরখাস্তকারির স্বাক্ষর থাকিবেক, কিম্বা যদি দরখাস্তকারী ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকেন তবে তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক জন মোক্তারের স্বাক্ষর থাকিবেক। ও তাহাতে দরখাস্তকারির নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান ও সেই নূতন কারিগরীর প্রকার নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক ইতি।

[বিশেষ বর্ণনা দাখিল করিবার হুকুমের কথা।]

২ ধারা। এমত দরখাস্ত দেওয়া গেলে, হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর দরখাস্তকারিকে ঐ কারিগরীর বিশেষ বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতির হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[ঐ দরখাস্ত অনুসন্ধানের ও রিপোর্টের নিমিত্তে অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।]

৩ ধারা। ঐ প্রকার হুকুম করিবার পূর্ব্বে, হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর অনুসন্ধান হইবার ও রিপোর্ট করিবার জন্যে ঐ দরখাস্ত কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন, ও সেই ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা সেইরূপ অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্যে উপযুক্ত রসুম পাইবার যোগ্য হইবেন। ঐ রসুম দরখাস্তকারির দিতে হইবেক। ঐ রসুমের কথা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তবে তাহা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন কোর্টের এক জন জজ সাহেব সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।

[বর্ণনা দাখিল করিবার সময়াবধি ১৪ বৎসরপর্য্যন্ত দরখাস্তকারির বিশেষ ক্ষমতার, ও ঐ বিশেষ ক্ষমতার মিয়াদ বৃদ্ধি হইতে পারিবার কথা।]

৪ ধারা। সেই হুকুমের তারিখঅবধি ছয় মাসের মধ্যে দরখাস্তকারী এই আইনেতে যেমন বিধি করা যাইতেছে তেমনি যদি আপনার নূতন কল্পনার কারিগরীর বিশেষ বর্ণনা দাখিল করান, তবে ঐ বর্ণনা দাখিল করিবার সময়াবধি ১৪ বৎসরপর্য্যন্ত, কেবল দরখাস্তকারী কি তাঁহার অছিরা কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরা কি আসাইনেরাভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে সেইরূপ কারিগরীর দ্রব্য তৈয়ার করিতে ও বিক্রয় করিতে ও ব্যবহার করিতে এবং অন্যেরদিগকে তদ্রূপ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন না। আর এতদ্দ্বারা যে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহার উক্ত মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বে, এক বৎসরের অধিক না হয় ও ছয় মাসের কম না হয় এমত কোন সময়ের মধ্যে, যদি উক্ত কারিগর দরখাস্ত করেন, তবে [illegible] চৌদ্দ বৎসর অতীত হইলে পর আর চৌদ্দ বৎসরের অধিক না হয়, এমত যে কোন মিয়াদ হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন সেই অধিক মিয়াদপর্য্যন্ত, তাঁহার ঐ ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

[Order to file specification may be made subject to conditions.]

V. An order authorizing the filing of a specification, or for extending the term of such exclusive privilege as aforesaid, may be made subject to any such conditions and restrictions as the Governor General of India in Council may think expedient.

[Specification to be in writing and to describe the invention.]

VI. Every specification of an invention filed under this Act shall be in writing, and shall be signed by the petitioner, and shall particularly describe and ascertain the nature of the said invention and in what manner the same is to be performed.

[Petition and specification to be left with Secretary to Government. Petition &c. to be accompanied by declaration. Date of delivery to be endorsed on petition.]

VII. Every petition for leave to file a specification and every specification filed under this Act shall be left with the Secretary to the Government of India in the Home Department, and every petition and specification shall be accompanied by a declaration in writing signed by the petitioner in the forms or to the effect mentioned in the Schedule hereunto annexed, and if the inventor be absent from India, the petition and specification shall also be accompanied by a declaration signed by the agent who shall present or file the same, to the effect that he verily believes that the declaration purporting to be the declaration of the inventor was signed by him, and that the contents thereof are true, which declaration shall be in the form or to the effect mentioned in the said Schedule. The date of the delivery of every such petition and specification shall be endorsed on the same respectively, and shall also be recorded at the Office of the said Secretary.

[False statement in declaration punishable as perjury.]

VIII. If any person, who shall make a declaration under this Act, shall wilfully and corruptly make any false statement therein, he shall be deemed guilty of perjury, and shall be proceeded against, and upon conviction punished accordingly.

[Specification not to be filed before payment of fees.]

IX. No specification shall be filed until the petitioner shall have paid all fees payable under this Act, including the fees (if any) of the person or persons to whom the petition shall have been referred for enquiry and report.

[Copies of specification to be delivered and distributed. To be open to inspection.]

X. At the time of delivering the specification for the purpose of being filed, the petitioner shall cause to be delivered to the said Secretary five copies thereof [illegible]h

One shall be [illegible] to and filed by one of the Secretaries to the Government of Bengal;

[বিশেষ বর্ণনা দাখিল করিবার কোন২ নিয়ম করা যাইবার কথা।]

৫ ধারা। বিশেষ বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতি দেওনের, কিম্বা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ বিশেষ ক্ষমতার মিয়াদ বৃদ্ধি করণের কোন হুকুম, যে কোন নিয়ম ও নিষেধ হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর বিহিত বোধ করেন, তদনুসারে করা যাইতে পারিবেক ইতি।

[ঐ বর্ণনা লিখিয়া দাখিল করিবার ও তাহাতে সেই নূতন কারিগরীর ভাব নির্দ্দিষ্ট থাকিবার কথা।]

৬ ধারা। এই আইনানুসারে কারিগরীর যে বর্ণনা দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া দিতে হইবেক। ও তাহাতে দরখাস্তকারির স্বাক্ষর থাকিবেক। আর উক্ত কারিগরীর প্রকার ও তাহাতে যেরূপে কার্য্য হয় এই কথা, বিশেষ করিয়া নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত করা যাইবেক ইতি।

[দরখাস্ত ও বিশেষ বর্ণনা গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে রাখিবার কথা। ও দরখাস্তপ্রভৃতির সঙ্গে জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা। ও দরখাস্ত দিবার তারিখ তাহার পৃষ্ঠে লেখা থাকিবার কথা।]

৭ ধারা। বিশেষ বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতির প্রত্যেক দরখাস্ত, ও এই আইনমতে দাখিলকরা প্রত্যেক বর্ণনাপত্র হূম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে রাখিতে হইবেক। আর প্রত্যেক দরখাস্ত ও বর্ণনাপত্রের সঙ্গে ঐ দরখাস্তকারির স্বাক্ষরকরা এক লিখিত জ্ঞাপনপত্র থাকিবেক। তাহা এই আইনের তফসীলের পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক। আর যদি ঐ কারিগর ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকেন, তবে তাঁহার যে মোক্তার ঐ দরখাস্ত ও বর্ণনাপত্র উপস্থিত কি দাখিল করেন, তাঁহার দস্তখৎকরা অন্য এক জ্ঞাপনপত্র ঐ দরখাস্তের ও বর্ণনাপত্রের সঙ্গে থাকিবেক, তাহা এই আইনের তফসীলের পাঠের কি তাহার মর্ম্মমতে হইবেক। মর্ম্ম এই যে, ঐ কারিগরের জ্ঞাপনপত্র বলিয়া এই জ্ঞাপনপত্রেতে তাঁহারই স্বাক্ষর আছে, ও তাহাতে যে কথা লেখা হইয়াছে তাহা সত্য, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়। সেই প্রকারের প্রত্যেক দরখাস্ত ও বর্ণনাপত্র দিবার তারিখ ঐ দুয়ের পৃষ্ঠে লেখা থাকিবেক, ও উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরখানাতেও রিকার্ড করা যাইবেক ইতি।

[জ্ঞাপনপত্রেতে অসত্য কথা থাকিলে তাহার মিথ্যা শপথের তুল্য দণ্ড হইবার কথা।]

৮ ধারা। যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে জ্ঞাপনপত্র লেখেন, তিনি যদি জানিয়াশুনিয়া ও দুষ্টভাবে তাহার মধ্যে কিছু অসত্য কথা লেখেন, তবে তাঁহাকে মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক, ও তাঁহার নামে নালিশ হইয়া দোষ সাব্যস্ত হইলে তদনুসারে দণ্ড হইবেক ইতি।

[রসুম না দেওয়া গেলে বর্ণনাপত্র না দিবার কথা।]

৯ ধারা। দরখাস্ত অনুসন্ধান ও রিপোর্ট হইবার জন্যে যে ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদের প্রতি সমর্পিত হয়, তাঁহারদের কিছু রসুম দিতে হইলে তাহা সমেত এই আইনমতে যত রসুম দিতে হয়, তাহা দরখাস্তকারী না দিলে, ঐ বর্ণনাপত্র অর্পণ করা যাইতে পারিবেক না ইতি।

বর্ণনাপত্রের কএক কেতা নকল দিবার ও বিলি করিবার কথা ও তাহা দেখিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা। নথীতে রাখিবার জন্যে বর্ণনাপত্র দেওনের সময়ে, দরখাস্তকারী উক্ত সেক্রেটারী সাহেবকে তাহার পাঁচ কেতা নকল দেওয়াইবেন।

এক কেতা বাঙ্গলা দেশের গবর্নমেণ্টের এক জন সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক, ও তিনি তাহা নথী করিয়া রাখিবেন।

One shall be sent to and filed by one of the Secretaries to the Government of Fort St. George;

One shall be sent to and filed by one of the Secretaries to the Government of Bombay; and

One shall be sent to and filed by one of the Secretaries to the Government of the North Western Provinces.

A copy of such specification shall be open at all reasonable times at the Office of each of the said Secretaries to public inspection upon payment of a fee of one Rupee.

[Book for the registry of petitions, specifications, &c.]

XI. A book shall be kept in the Office of the said Secretary to the Government of India wherein shall be entered and recorded every such petition and specification and every order made upon such petition or relating to the invention therein mentioned. Every specification shall be numbered according to the order in which it is entered in such book; and a reference shall be made in such book, in the margin of the entry of each specification, to every order relating to the invention, and to every petition, memorandum, or amended specification which shall be filed under the provisions of Section XIV.

[Inspection of registry book. Certified copy of entry to be given.]

XII. Such book, or a copy thereof, shall be open at all convenient times for the inspection of any person upon payment of a fee of one Rupee; and the said Secretary shall cause a copy of any entry therein, certified under his hand, to be given to any person requiring the same, on payment of the expense of copying.

[Certified copy to be *primâ facie* evidence.]

XIII. Every such certified copy shall be *primâ facie* evidence of the document of which it purports to be a copy.

[In what cases petitioner may apply for leave to file amended specification. Effect of amended specification.]

XIV. If, after the filing of the specification, the petitioner shall have reason to believe that through mistake or inadvertence he has erroneously made any mis-statement in his petition or specification, or included therein something which at the date of his petition was not new or whereof he was not the inventor, or that such specification is in any particular defective or insufficient, he may petition the Governor General in Council for leave to file a memorandum pointing out such error, defect, or insufficiency, and disclaiming any part of the alleged invention, or, in case of any defect or insufficiency of the specification, for leave to file an amended specification. The petition shall state

আর এক কেতা মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক, ও তিনি তাহা নথী করিয়া রাখিবেন।

আর এক কেতা বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক, ও তিনি তাহা নথী করিয়া রাখিবেন।

আর এক কেতা উত্তরপশ্চিম দেশের গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ও তিনি তাহা নথী করিয়া রাখিবেন।

উক্ত বর্ণনাপত্রের এক২ কেতা নকল উক্ত সেক্রেটারী সাহেবেরদের দপ্তরখানায় সকল লোকের দেখিবার জন্যে উপযুক্ত সময়ে খোলা থাকিবেক। যে কেহ দেখিতে চাহেন তিনি ১৲ টাকা রসুম দিলে তাহা দেখিতে পারিবেন ইতি।

[দরখাস্ত ও বর্ণনাপত্রপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করিবার বহীর কথা।]

১১ ধারা। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরখানায় একখান বহী থাকিবেক, ও সেইরূপ প্রত্যেক দরখাস্ত ও বর্ণনাপত্র, আর ঐ দরখাস্তের কিম্বা তাহার লিখিত কারিগরীর বিষয়ে যে২ হুকুম করা যায় তাহা, ঐ বহীতে লেখা ও রিকার্ড করা যাইবেক। এক২ বর্ণনাপত্র যে ক্রমে ঐ বহীতে লেখা যায় সেই ক্রমানুসারে তাহাতে নম্বর দেওয়া যাইবেক। আর ঐ বহীর যে পৃষ্ঠায় বর্ণনাপত্র লেখা থাকে তাহার হাঁশিয়াতে ঐ নূতন কারিগরীর সম্পর্কীয় ও ১৪ ধারার বিধানমতে যে সকল দরখাস্ত কি কৈফিয়ৎ কি সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায় তাহার সম্পর্কীয় প্রত্যেক হুকুমের কথার উল্লেখ থাকিবেক ইতি।

[রেজিষ্টরী বহী দেখিয়া লইবার ও লিখিত কথার দস্তখতী নকল দিবার কথা।]

১২ ধারা। ঐ বহী কি তাহার এক কেতা নকল কোন ব্যক্তি এক টাকা রসুম দিলে দেখিতে পারেন এই নিমিত্তে তাহা উপযুক্ত সকল সময়ে খোলা থাকিবেক। যদি কোন ব্যক্তি ঐ পুস্তকের লিখিত কোন কথার নকল চাহেন, তবে তিনি নকল করিবার খরচ দিলে উক্ত সেক্রেটারী সাহেব আপনার দস্তখৎকরা ঐ কথার নকল তাঁহাকে দেওয়াইবেন ইতি।

[দস্তখতী নকল আদিদুষ্টে প্রমাণ হইবার কথা।]

১৩ ধারা। উক্ত প্রকারের দস্তখতী প্রত্যেক নকল, যে লিপির নকল বলিয়া কহা যায় সেই লিপির আদিদুষ্টে প্রমাণ হইবেক ইতি।

[দরখাস্তকারী যে২ স্থলে সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারেন তাহার কথা ও সংশোধিত বর্ণনাপত্রের ফল।]

১৪ ধারা। দরখাস্তকারী ভুলক্রমে কি অমনোযোগেতে আপন দরখাস্তের কি বর্ণনাপত্রের মধ্যে কিছু অন্যথা কথা লিখিয়াছেন, কিম্বা আপনার দরখাস্ত করিবার তারিখে যাহা নূতন ছিল না কিম্বা তিনি যাহার নবপ্রকাশক ছিলেন না এমত কথা তাহার মধ্যে লিখিয়াছেন, কিম্বা সেই বর্ণনাপত্রের কোন বিশেষ কথার কিছু বাকী আছে, কিম্বা কোন কথা প্রচুর নহে, ইহা যদি সেই দরখাস্তকারী কোন বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার পরে বুঝিতে পান, তবে তিনি ঐ ভুল কি দোষ কি অপ্রচুর কথা দেখাইবার ও কথিত নবপ্রকাশিত কারিগরীর কোন অংশ অস্বীকার করিবার এক খোলাসা দাখিল করিবার, কিম্বা বর্ণনাপত্রের কিছু কথা বাকী থাকিলে কি প্রচুর না হইলে সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতি পাইবার জন্যে হজুরকৌন্সলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল

how the error, defect, or insufficiency occurred and that it was not fraudulently intended, and shall be accompanied by a declaration in writing signed by the petitioner and if he be absent from India by his agent stating that the contents of such petition are true to the best of his knowledge and belief. Upon such petition the Governor General in Council may make an order allowing such memorandum or amended specification to be filed. All the provisions of Sections X., XI., XII, and XIII., applicable to specifications, shall be applicable to the petitions, orders, and memoranda or amended specifications referred to in this Section. An amended specification filed under the provisions of this Act shall, except as to suits or proceedings relating to the exclusive privilege which shall be pending at the time of the filing of such amended specification, have the same effect as if it had been the specification first filed, provided that nothing contained in an amended specification shall extend or enlarge any exclusive privilege before acquired.

[No person entitled to exclusive privilege in any of the following cases —

XV. No person shall be entitled to any exclusive privilege under the provisions of this Act—

[If invention of no utility, or]

If the invention is of no utility, or

[If invention not new, or]

If the invention, at the time of presenting the petition for leave to file the specification, was not a new invention within the meaning of this Act, or

[If petitioner is not inventor, or]

If the petitioner is not the inventor thereof, or

[If specification dose not describe the invention.]

If the specification filed or the amended specification (if any) does not particularly describe and ascertain the nature of the invention and in what manner the same is to be performed, or

[If petition or specification contain wilful or fraudulent mis-statement.]

If the original or any subsequent petition relating to the invention, or the original or any amended specification contain a wilful or fraudulent mis-statement.

[Exclusive privilege to cease if Government declare it mischievous &c. to public. Or if Government, upon breach of condition proved, declare that it shall cease.]

XVI. Every exclusive privilege under this Act shall cease if the Governor General of India in Council shall declare that the same, or the mode in which it is exercised, is mischievous to the State, or generally prejudicial to the public; or if a breach of any special condition on which the petitioner shall be authorized to file a specification, or upon which the

[*Government Gazette, 5th July*, 1859.]

বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারিবেন। সেই ভুল কি চুক কি দোষ যে প্রকারে হইয়াছিল ও তাহা প্রতারণাক্রমে হয় নাই, এইং কথা ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক। ও সেই দরখাস্তের লিখিত কথা তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এই মর্ম্মের এক লিপি ঐ দরখাস্তকারী কিম্বা তিনি ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকিলে তাঁহার মোখ্তার দস্তখৎ করিয়া ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিবেন।—তদ্রূপ দরখাস্ত হইলে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হুকুম করিয়া ঐ খোলাসা কি সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতি করিতে পারিবেন। ১০ ও ১১ ও ১২ ও ১৩ ধারার যে সকল বিধান বর্ণনাপত্রের উপর খাটে তাহা এই ধারার উল্লেখকরা দরখাস্তের ও হুকুমের ও খোলাসার ও সংশোধিত বর্ণনাপত্রের উপর খাটিবেক। এই আইনের বিধানমতে যে সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল করা যায় তাহা প্রথম দাখিলকরা বর্ণনাপত্রের তুল্য ফলবৎ হইবেক, কেবল সেই সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার সময়ে বিশেষ ক্ষমতাসম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা ও কার্য্য উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে তাহা প্রথম দাখিলকরা বর্ণনাপত্রের তুল্য ফলবৎ হইবেক না। কিন্তু বিশেষ যে কোন ক্ষমতা পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে তাহা সংশোধিত বর্ণনাপত্রের লিখিত কোন কথাতে বিস্তারিত কি বৃদ্ধি করা যাইবেক না ইতি।

[নীচের লিখিত কোন গতিকে কোন ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতা না পাইবার কথা।]

১৫ ধারা। নীচের লিখিত কোন গতিকে কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধানমতে বিশেষ কোন ক্ষমতা পাইতে পারিবেন না অর্থাৎ।

[যদি ঐ কারিগরী কোন কার্য্যের নয়।]

যদি ঐ কারিগরী কোন কার্য্যের না হয়। অথবা

[যদি কারিগরী নূতন না হয়।]

যদি বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবার অনুমতির দরখাস্ত দিবার সময়ে, ঐ কারিগরী এই আইনের অর্থের মতে নূতন কল্পনার না হয়।

[যদি দরখাস্তকারী কারিগর নহেন।]

যদি দরখাস্তকারী ঐ নূতন কল্পনার কারিগরীর কারিগর না হন।

[যদি বর্ণনাপত্রে ঐ কারিগরীর বর্ণনা না থাকে।]

যে বর্ণনাপত্র দেওয়া যায় তাহাতে কিম্বা কোন সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল হইলে তাহাতে যদি নবকল্পিত কারিগরীর প্রকার ও তাহাতে যেরূপে কার্য্য হয় তাহার বিশেষ ও নিশ্চিত বর্ণনা না থাকে।

[যদি দরখাস্তে কি বর্ণনাপত্রে জানিয়াশুনিয়া কি প্রতারণাক্রমে কোন অশুদ্ধ কথা লেখা থাকে।]

যদি নবপ্রকাশিত কারিগরীসম্পর্কীয় আসল দরখাস্তে কি তাহার পরে দেওয়া কোন দরখাস্তে কিম্বা আসল বর্ণনাপত্রে কি সংশোধিত কোন বর্ণনাপত্রে জানিয়াশুনিয়া কি প্রতারণাক্রমে কোন অশুদ্ধ কথা লেখা থাকে ইতি।

[যদি গবর্ণমেণ্ট ঐ বিশেষ ক্ষমতা সাধারণ লোকেরদের ক্ষতিকর প্রকাশ করেন, কিম্বা যদি নিয়মের লঙ্ঘনের প্রমাণ হইলে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করেন যে তাহা রহিত হয় তবে রহিত হইবার কথা।]

১৬ ধারা। যদি হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর প্রকাশ করেন যে, ঐ বিশেষ ক্ষমতামতে কিম্বা তাহা লইয়া যে প্রকারে কর্ম্ম করা যায় তাহাতে রাজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, কিম্বা লোকেরদের সাধারণমতে হানি হইতে পারে, অথবা দরখাস্তকারির যে বিশেষ নিয়মমতে বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবার অনুমতি হইয়াছে কিম্বা বিশেষ ক্ষমতার মিয়াদ বৃদ্ধি হইয়াছে,

term of the exclusive privilege shall be extended, shall be proved to the satisfaction of any of Her Majesty's Courts of Judicature, and if the Governor General of India in Council shall thereupon declare that such exclusive privilege shall cease.

এমত কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইবার প্রমাণ যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন কোর্টের সন্তোষমতে করা যায়, আর তাহাতে যদি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এমত আজ্ঞা করেন যে ঐ বিশেষ ক্ষমতা রহিত হয়, তবে এই আইনমতের ঐ বিশেষ ক্ষমতা রহিত হইবেক ইতি।

[Importer of invention, if not the actual inventor, not to be deemed inventor.]

[যে ব্যক্তি নবকল্পিত কারিগরী বিদেশহইতে আনেন তিনি যদি প্রকৃত কারিগর না হন তবে তাঁহাকে কারিগর বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।]

XVII. The importer into India of a new invention shall not be deemed an inventor within the meaning of this Act, unless he be the actual inventor.

১৭ ধারা। যে ব্যক্তি নবকল্পিত কারিগরী ভারতবর্ষের মধ্যে আনেন তিনি যদি নিতান্ত তাহার প্রথম কারিগর না হন তবে তাঁহাকে এই আইনের অর্থমতে কারিগর জ্ঞান হইবেক না ইতি।

[Foreign inventor.]

[ভিন্নদেশীয় নূতন দ্রব্যের কারিগরের কথা।]

XVIII. A foreigner, whether resident abroad or not, may petition for leave to file a specification under this Act.

১৮ ধারা। বিদেশীয় ব্যক্তি বিদেশনিবাসী হইলে কি না হইলেও, এই আইনমতে বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিতে পারিবেন ইতি।

[An invention not publicly used or known in the United Kingdom or in India before the application for leave to file his specification, to be deemed a new invention within this Act. Knowledge of invention fraudulently acquired. Proviso. Public use by inventor.]

[বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে যে কারিগরী সংযুক্ত রাজ্যেতে কি ভারতবর্ষে সাধারণমতে ব্যবহার না হইয়াছিল কি জানা ছিল না তাহা এই আইনমতের নবকল্পিত কারিগরী জ্ঞান হইবার কথা। ও তাহা করিবার জ্ঞান চাতুরীতে পাওয়া গেলে যাহা হইবেক তাহার কথা ও বর্জিত বিধি ও প্রথম কারিগরের দ্বারা তাহার প্রকাশমতে ব্যবহারের কথা।]

XIX. An invention shall be deemed a new invention within the meaning of this Act, if it shall not, before the time of applying for leave to file the specification, have been publicly used in India or in any part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, or been made publicly known in any part of India or of the United Kingdom by means of a publication, either printed or written or partly printed and partly written. The public use or knowledge of an invention, prior to the application for leave to file a specification, shall not be deemed a public use or knowledge within the meaning of this Section, if the knowledge shall have been obtained surreptitiously or in fraud of the inventor, or shall have been communicated to the public in fraud of the inventor or in breach of confidence: provided the inventor shall, within six calendar months after the commencement of such public use, apply for leave to file his specification, and shall not previously have acquiesced in such public use; provided also that the use of an invention in public by the inventor thereof, or by his servants or agents, or by any other person by his license in writing, for a period not exceeding one year prior to the date of his petition, shall not be deemed a public use thereof within the meaning of this Act.

১৯ ধারা। যদি বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে, কোন কারিগরীর ব্যবহার ভারতবর্ষে কিম্বা গ্রেট ব্রিটন ও এরলাণ্ড নামে সংযুক্ত রাজ্যেতে সাধারণমতে না হইয়াছিল, কিম্বা যদি তাহা ছাপা করা কি লেখা পুস্তকাদির কি কিছু ছাপাকরা ও কিছু লেখা পুস্তকাদির দ্বারা ভারতবর্ষের কিম্বা ঐ সংযুক্ত রাজ্যের কোন স্থানে প্রকাশরূপে প্রচারিত হয় নাই, তবে তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে নবকল্পিত কারিগরী জ্ঞান হইবেক। যদি ঐ কারিগরীর জ্ঞান চৌর্য্যভাবে কিম্বা কারিগরকে চাতুরী করিয়া পাওয়া যায়, কিম্বা কারিগরকে চাতুরী করিয়া কি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাধারণ লোকেরদের নিকটে জ্ঞাত করা যায়, তবে বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ নূতন কারিগরীর সাধারণ ব্যবহার কি জ্ঞান এই ধারার অর্থের মধ্যে সাধারণ ব্যবহার কি জ্ঞান বোধ হইবেক না। পরন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ প্রকৃত কারিগর সেই সাধারণমতের ব্যবহার আরম্ভ হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে, আপনার বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত করেন, ও পূর্ব্বে সেই সাধারণমতের ব্যবহারে সম্মত না হন। আর নবকল্পিত দ্রব্যের কারিগর আপনি কি তাঁহার চাকরেরা কি কর্ম্মকারকেরা কিম্বা তাঁহার লিখিত অনুমতিক্রমে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার দরখাস্তের তারিখের পূর্ব্বে এক বৎসরাবধি প্রকাশরূপে তাহার ব্যবহার করিলেও তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে তাহার সাধারণ ব্যবহার জ্ঞান হইবেক না ইতি।

[Inventor having obtained English Letters Patent, to petition within 12 months from the passing of this Act or from the date of the Letters Patent. Invention if not publicly known or used in India at the time of applying for such Letters Patent, to be deemed new. What to be stated in such petition. Duration of exclusive privilege.

[কারিগর ইঙ্গলণ্ডীয় পাটেণ্টপত্র পাইলে এই আইন জারী হইবার পর কিম্বা পাটেণ্টপত্রের তারিখঅবধি বারো মাসের মধ্যে, দরখাস্ত করিবার কথা। ও তৎসময়ে যদি ঐ নবকল্পিত কারিগরী ভারতবর্ষে জানা ছিল না কি তাহার ব্যবহার হইত না, তবে তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে নূতন জ্ঞান হইবার কথা। সেই দরখাস্তে যে কথা লিখিতে হইবেক তাহার ও সেই বিশেষ ক্ষমতা যত দিন থাকিবেক তাহার কথা।]

XX. If an inventor who prior to the time of applying for leave to file a specification of an invention under this Act, shall have obtained Her Majesty's

২০ ধারা। কারিগর এই আইনমতে নবকল্পিত কারিগরীর বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত করণের পূর্ব্বে, যদি সংযুক্ত রাজ্যের অর্থাৎ গ্রেট

Letters Patent for the exclusive use of such invention in the United Kingdom or any part thereof shall, within twelve calendar months from the passing of this Act, or within twelve calendar months from the date of such Letters Patent, petition the Governor General of India in Council for leave to file a specification of such invention (which petition shall be in writing in the form or to the effect mentioned in the Schedule), the invention shall be deemed a new invention within the meaning of this Act, if it was not publicly known or used in India at or before the date of the petition for such Letters Patent, notwithstanding it may have been publicly known or used in some part of the United Kingdom or in India before the time of his petitioning, under this Act, for leave to file the specification; Provided the petition for leave to file the specification shall state that such Letters Patent have been granted, and shall also state the date thereof and the term during which the same are to continue in force. Provided also that an exclusive privilege, obtained under the provisions of this Act by an inventor who has obtained Her Majesty's Letters Patent for the exclusive use of such invention, shall cease to have effect, if such Letters Patent be revoked or cancelled; and that no such exclusive privilege shall extend beyond the term granted by such Letters Patent unless the same shall be renewed, in which case the exclusive privilege may be renewed under this Act for the extended term or any part thereof.

[Saving of rights of persons who used invention before 7th of July 1855.]

XXI. No exclusive privilege obtained under this Act shall entitle the owner of such privilege to exclude any person from using the invention, who, prior to the 7th day of July 1855, used the same in India.

[Action for infringement.]

XXII. An action may be maintained by an inventor against any person who, during the continuance of any exclusive privilege granted by this Act, shall, without the license of the said Inventor, make, use, sell, or put in practice the said invention, or who shall counterfeit or imitate the same. Provided that no such action shall be maintained in any Court other than the principal Court of original jurisdiction in Civil cases within the local limits of whose jurisdiction the cause of action shall accrue or the defendant shall reside as a fixed inhabitant

[Defect in specification or petition, or want of novelty in invention &c., no defence to action for infringement. The actual use of an invention in India or the United Kingdom before date of petition, a defence to such action.]

XXIII. No such action shall be defended upon the ground of any defect or insufficiency of the specification of the invention, nor upon the ground that the original or any subsequent petition relating to

ব্রিটনে ও ঐরলাণ্ডে কিম্বা তাহার কোন ভাগে একা সেই কারিগরীর ব্যবহারের জন্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পাটেণ্টপত্র পাইয়া থাকেন, ও এই আইন জারী হইবার পরে বারো মাসের মধ্যে, অথবা সেই পাটেণ্টপত্রের তারিখঅবধি বারো মাসের মধ্যে, হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের নিকটে ঐ কারিগরীর বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত করেন, তবে এই আইনমতে বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বে যদিও সেই কারিগরী ঐ সংযুক্ত রাজ্যের কিম্বা ভারতবর্ষের কোন২ স্থানে সাধারণমতে জানা ছিল কি তাহার ব্যবহার হইয়াছিল, তথাপি ঐ পাটেণ্টপত্র পাইবার দরখাস্ত করণের তারিখে কি তাহার পূর্ব্বে যদি ভারতবর্ষের মধ্যে তাহা সাধারণমতে জানা ছিল না ও তাহার ব্যবহার না হইয়াছিল, তবে তাহা এই আইনের অর্থের মধ্যে নবকল্পিত কারিগরী জ্ঞান হইবেক। ঐ দরখাস্ত তফসীলের লিখিত পাঠে কি তাহার মর্ম্মমতে লিখিতে হইবেক। পরন্তু সেই পাটেণ্টপত্র দেওয়া গিয়াছে- এই কথা ও সেই পত্রের তারিখ ও তাহা যত দিন বহাল থাকিবেক এই২ কথা বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির ঐ দরখাস্তে লিখিতে হইবেক। আর যদি কারিগর এই আইনের বিধানমতে আপন কারিগরীর একলা ব্যবহার করিবার জন্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পাটেণ্টপত্র পাইয়া থাকেন, তবে সেই পাটেণ্টপত্র অন্যথা কি রহিত হইলে তাঁহার সেই বিশেষ ক্ষমতাও রহিত হইবেক। আর সেই পাটেণ্টপত্রে যে মিয়াদ নির্ণয় হইয়াছে ঐ বিশেষ ক্ষমতা তাহার অধিক কাল বলবৎ থাকিবেক না। কিন্তু যদি সেই পাটেণ্টপত্রের পুনরায় অন্য মিয়াদ করিয়া দেওয়া যায় তবে সেই বিশেষ ক্ষমতাও এই আইনমতে সেই অধিক কালের নিমিত্তে কিম্বা তাহার কোন ভাগের নিমিত্তে, নূতন করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক ইতি।

[যাঁহারা ১৮৫৫ সালের ৭ জুলাইয়ের পূর্ব্বে ঐ কারিগরীর ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারদের স্বত্ত্ব রক্ষার কথা।]

২১ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি ১৮৫৫ সালের জুলাইমাসের ৭ তারিখের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উক্ত কারিগরীর ব্যবহার করিয়াছেন তবে এই আইনমতে যে কোন বিশেষ ক্ষমতা পাওয়া যায় তৎপ্রযুক্ত ঐ ক্ষমতার স্বামী সেই ব্যক্তির ঐ ব্যবহার রহিত করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হোন না ইতি।

[ঐ ক্ষমতার লঙ্ঘনের জন্যে নালিশের কথা।]

২১ ধারা। সেই প্রকারের কোন বিশেষ ক্ষমতার মিয়াদ চলনকালে, যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত কারিগরের অনুমতি না পাইয়া উক্ত কারিগরী তৈয়ার করেন, কি ব্যবহার করেন, কি বিক্রয় করেন, কি তাহা লইয়া কর্ম্ম চালান, কিম্বা তাহা জাল করেন, কি তাহার অনুরূপ করেন, তবে তাঁহার নামে সেই কারিগর নালিশ করিতে পারিবেন। পরন্তু যে এলাকার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু উদয় হইয়াছিল, কিম্বা আসামী চিরকালের নিবাসিস্বরূপ বাস করেন সেই এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার যে প্রধান আদালতের ক্ষমতা থাকে, তদ্ভিন্ন কোন আদালতে সেই প্রকারের কোন নালিশ গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

[লঙ্ঘনের নালিশ হইলে, বর্ণনাপত্রের কি দরখাস্তের মধ্যে চুক হইয়াছে কিম্বা কারিগরী নূতন নহে বলিয়া জওয়াব না হইবার কথা। দরখাস্ত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কি সংযুক্ত রাজ্যের মধ্যে ঐ কারিগরীর ব্যবহার হইত এই কথা জওয়াবে গ্রাহ্য হইবার কথা।]

২৩ ধারা। সেই প্রকারের কোন নালিশ হইলে, ঐ কারিগরীর বর্ণনাপত্রের কোন কথার ত্রুটি হইয়াছে, কি সেই কথা প্রচুর নহে বলিয়া, কিম্বা ঐ কারিগরী সম্পর্কীয় আসল দরখাস্তে কি তাহার পরে যে কোন

the invention, or the original or any amended specification contains a wilful or fraudulent mis-statement, nor upon the ground that the invention is not useful; nor shall any such action be defended upon the ground that the plaintiff was not the inventor, unless the defendant shall show that he is the actual inventor or has obtained a right from him to use the invention either wholly or in part. Any such action may be defended upon the ground that the invention was not new, if the person making the defence, or some person through whom he claims, shall, before the date of the petition for leave to file the specification, have publicly or actually used in India or in some part of the United Kingdom the invention, or that part of it of which the infringement shall be proved; but not otherwise.

[Application to Supreme Courts to declare exclusive privilege not to have been acquired on following grounds—]

XXIV. It shall be lawful for any person to apply by motion to any of Her Majesty's Courts of Judicature for a rule to show cause why the Court should not declare that an exclusive privilege in respect of an invention has not been acquired under the provisions of this Act by reason of all or any of the objections following (to be specified in the rule), that is to say—

[Invention of no utility.]

That the said invention is of no utility, or

[Invention not new.]

That the said invention was not, at the time of presenting the petition for leave to file the specification a new invention within the meaning of this Act, or

[Petitioner not the inventor.]

That the petitioner was not the inventor thereof, or

[Invention not described in specification.]

That the specification filed or the amended specification (if any) does not particularly describe and ascertain the nature of the invention or in what manner the same is to be performed, or

[Fraud in petition or specification.]

That the petitioner has knowingly or fraudulently included in the petition or specification or amended specification, as part of his invention, something which was not new or whereof he was not the inventor, or

[Fraudulent mis-statement in petition or specification.]

That the original or any subsequent petition relating to the invention or the original or any amended specification contains a wilful or fraudulent mis-statement, or

[Insufficient description of part of invention in specification.]

That some part of the invention, or the manner in which that part is to be performed as described

দরখাস্ত করা যায় তাহাতে কিম্বা আসল বর্ণনাপত্রে কিম্বা সংশোধিত কোন বর্ণনাপত্রে জানিয়াশুনিয়া কি প্রতারণাক্রমে কোন অশুদ্ধ কথা লেখা হইয়াছে বলিয়া, কিম্বা ঐ কারিগরীতে সাধারণের কর্ম্ম দর্শে না বলিয়া এ নালিশের জওয়াব হইবেক না। আরও আসামী প্রকৃত কারিগর কিম্বা প্রকৃত কারিগরহইতে সেই কারিগরী সম্পূর্ণরূপে কি একাংশে ব্যবহার করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন এই কথা যদি সেই আসামী দর্শাইতে না পারেন, তবে ফরিয়াদী প্রকৃত কারিগর নহেন এই কথাও নালিশের জওয়াবে গ্রাহ্য হইবেক না। যে ব্যক্তি জওয়াব করেন তিনি, কিম্বা যাঁহার দ্বারা তিনি দাওয়া করেন এমত অন্য ব্যক্তি, যদি বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত হইবার তারিখের পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের মধ্যে অথবা সংযুক্তরাজ্যের কোন দেশে এ কারিগরীর ব্যবহার, কিম্বা তাহার যে অংশের বিষয়ে ক্ষমতা লঙ্ঘনের প্রমাণ হইয়াছে তাহার ব্যবহার প্রকাশরূপে কিম্বা নিতান্ত করিয়া থাকেন, তবে ঐ কারিগরী নূতন নহে নালিশের এই জওয়াব হইতে পারিবেক, নতুবা নহে ইতি।

[বিশেষ ক্ষমতা উপযুক্তমতে পাওয়া যায় নাই, ইহা প্রকাশ করিবার জন্যে নীচের লিখিত হেতুতে সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত হইবার কথা।]

২৪ ধারা। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন কোর্টে দরখাস্ত করিয়া এইমত প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, কারিগরীর বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা নীচের লিখিত সকল কি কোন আপত্তিপ্রযুক্ত এই আইনের বিধানানুসারে উপযুক্তমতে পাওয়া যায় নাই, এইরূপ আজ্ঞা প্রকাশ না করণের কারণ দর্শাইতে আদালতের হুকুম হয়। ঐ হুকুমনামার মধ্যে ঐ আপত্তি বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। অর্থাৎ।

[কারিগরী কোন কার্য্যের নয়।]

ঐ কারিগরী কোন কার্য্যের নহে। অথবা

[কারিগরী নূতন নহে।]

বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত উপস্থিত করিবার সময়ে উক্ত কারিগরী এই আইনের অর্থের মতে নূতন ছিল না। অথবা

[দরখাস্তকারী কারিগর নহেন।]

ঐ দরখাস্তকারী তাহার কারিগর ছিলেন না। অথবা

[বর্ণনাপত্রে ঐ কারিগরীর বর্ণনা হয় নাই।]

যে বর্ণনাপত্র দাখিল করা গিয়াছে তাহাতে কি সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল হইলে তাহাতে ঐ কারিগরীর প্রকার ও তাহাতে যে প্রকারে কার্য্য হইবেক তাহার বর্ণনা বিশেষমতে ও নিশ্চিতরূপে লেখা যায় নাই। অথবা

[দরখাস্ত কি বর্ণনাপত্রের মধ্যে চাতুরী।]

দরখাস্তকারী যাহা নূতন নহে কিম্বা যাহার প্রথম কারিগর নহেন তাহা আপনার কারিগরীর এক অংশ বলিয়া জানিয়াশুনিয়া কি চাতুরীক্রমে দরখাস্তের কি বর্ণনাপত্রের মধ্যে কিম্বা সংশোধিত বর্ণনাপত্রের মধ্যে লিখিয়াছেন। অথবা

[দরখাস্তে কি বর্ণনাপত্রে প্রতারণাক্রমে অশুদ্ধ কথা।]

ঐ কারিগরীসম্পর্কীয় আসল দরখাস্তে কি তাহার পর যে কোন দরখাস্ত করা যায় তাহাতে, কিম্বা আসল কি সংশোধিত কোন বর্ণনাপত্রে জানিয়াশুনিয়া কি প্রতারণাক্রমে অশুদ্ধ কথা লেখা হইয়াছে। অথবা

[বর্ণনাপত্রের মধ্যে কারিগরীর এক অংশের বর্ণনাপত্রের কথা প্রচুর নহে।]

ঐ কারিগরীর কোন অংশ, কিম্বা সেই অংশেতে যে প্রকারে কার্য্য হইবেক ইহার যে কথা, উক্ত দাখিল

in the specification filed or the amended specification, is not thereby sufficiently described and ascertained, and that such defect or insufficiency was fraudulent and is injurious to the public.

[Like application as to part of an invention.]

XXV. Any person may, in like manner, apply to any of Her Majesty's Courts of Judicature for a rule to show cause why the Court should not declare that an exclusive privilege has not been acquired under the provisions of this Act in respect of any part of the invention to be specified in the rule by reason of all or any of the objections following (to be specified in the rule) that is to say —

That such part of the invention is wholly distinct from the other part thereof and is of no utility, or

That such part of the invention was not, at the date of the petition for leave to file the specification, a new invention within the meaning of this Act, or

That the petitioner was not the inventor of that part of the invention, or

That that part of the invention, and the manner in which it is to be performed, is not sufficiently described and ascertained in the specification filed or the amended specification, and that such defect or insufficiency is injurious to the public.

[Application by Advocate General on breach of special condition.]

XXVI. It shall be lawful for the Advocate General at any of the Presidencies of Fort William in Bengal, Fort St. George, and Bombay, or any other person, by order of the Governor General in Council, to apply to any of the said Courts of Judicature for a rule calling upon the petitioner, his executors, administrators, or assigns, to show cause why the question of the breach of any special condition upon which the leave to file a specification has been granted, or any other question of fact on which the revocation of the exclusive privilege by the Governor General in Council under the power hereinbefore reserved may, in the judgment of the said Governor General in Council, depend, should not be tried in the form of an issue directed by the said Court; and if the rule be made absolute, the Court, unless the breach or other matter of fact be admitted, may thereupon direct such issue to be tried, and certify the result of such trial to the Governor General in Council. The costs of such trial, and also the costs of any proceedings in any of the said Courts of Judicature under the provisions of this Act, shall be in the discretion of the Court.

[Service of proceedings on all persons interested.]

XXVII. Notice of any rule obtained or proceeding taken under either of the last three preceding Sections shall be served on all persons appearing to be proprietors or to have shares or interests

করা কি সংশোধিত বর্ণনাপত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ঐ কথাতে প্রচুরমতে নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত হয় নাই, ও সেই দোষ কি অপ্রচুর কথা চাতুরীক্রমে হইয়াছে ও সাধারণ লোকদের ক্ষতিকর হয় ইতি।

[কারিগরীর এক অংশের বিষয়েও সেইরূপ দরখাস্ত হইবার কথা।]

২৫ ধারা। সেই প্রকারেও কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন বিচারাদালতে এমত হুকুম প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, হুকুমনামাতে যে কারিগরী নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহার কোন অংশের উপর নীচের লিখিত সকল কি কোন আপত্তিহেতুক এই আইনমতের বিশেষ ক্ষমতা উপযুক্তরূপে পাওয়া যায় নাই আদালতের ইহা প্রকাশ না করিবার কারণ দর্শান যায়। ঐ আপত্তি হুকুমনামাতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক অর্থাৎ

ঐ কারিগরীর সেই অংশ তাহার অন্য অংশহইতে পৃথক্ ও তাহা কোন কার্য্যের নহে। অথবা

বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিবার তারিখে কারিগরীর ঐ অংশ এই আইনের অর্থের মতে নূতন ছিল না। অথবা

দরখাস্তকারী কারিগরীর ঐ অংশের কারিগর ছিলেন না। অথবা

কারিগরীর ঐ অংশ ও তাহাতে যে প্রকারে কার্য্য হইবেক এই২ কথা ঐ দাখিলকরা কি সংশোধিত বর্ণনাপত্রে প্রচুরমতে নির্দ্দিষ্ট ও নিশ্চিত হয় নাই, ও সেই দোষ কি অপ্রচুর কথা সাধারণ লোকেরদের ক্ষতিকর হয় ইতি।

[বিশেষ নিয়মের লঙ্ঘন হইলে আডবোকেট জেনরল সাহেবের দরখাস্ত করিবার কথা।]

২৬ ধারা। হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞা পাইলে, বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম কি ফোর্ট সেণ্ট জর্জ কি বোম্বাই রাজধানীতে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেব, কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত কোন কোর্টে এমত প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতি যে নিয়মানুসারে দেওয়া গিয়াছে এইমত কোন বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন হইবার কথা অথবা হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনায় বৃত্তান্তঘটিত অন্য যে কথার প্রতি, এই আইনমতে পূর্ব্বের অর্পিত শক্তিক্রমে হুজুর কৌন্সেলে উক্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকর্ত্তৃক ঐ বিশেষ ক্ষমতারহিত হওয়ার কি না হওয়ার নির্ভর থাকে এমত কোন কথার উক্ত আদালতের আজ্ঞাকরা ইস্যুর মতে বিচার না হইবার কারণ দর্শাইতে দরখাস্তকারিকে কি তাঁহার অছিরদিগকে কি আডমিনিষ্ট্রেটরদিগকে কি আসৈনদিগকে হুকুম করা যায়। আর যদি ঐ হুকুম স্থির করা যায় তবে ঐ নিয়মের লঙ্ঘন কিম্বা বৃত্তান্তঘটিত অন্য বিষয় স্বীকার না হইলে আদালত ঐ ইস্যুর বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন, ও সেই বিচারের ফল হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরকে জানাইবেন। সেইরূপ বিচারের খরচা আর উক্ত কোন আদালতে এই আইনের বিধানানুসারে কোন মোকদ্দমার খরচা আদালতের বিবেচনামতে নিরূপণ হইবেক ইতি।

[সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যক্তির উপর এত্তেলা জারী হইবার কথা।]

২৭ ধারা। ইহার পূর্ব্বের তিন ধারার কোন ধারামতে কোন হুকুম হইলে কি মোকদ্দমার কার্য্য হইলে তাহার এত্তেলা যে সকল ব্যক্তি ঐ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক হন কি ঐ ক্ষমতার অংশ কি সম্পর্কযুক্ত দৃষ্ট হন তাঁহারদের

in the exclusive privilege under the provisions of Section XXXV. of this Act, and it shall not be necessary to serve such notice on any other persons.

[Supreme Court may direct issue for trial to other Courts. New trial.]

XXVIII. Any of the said Courts of Judicature, if it think fit, may direct an issue for the trial, before the same Court or any other Court of Judicature or any principal Court of original jurisdiction in Civil cases, of any question of fact arising upon an application under Sections XXIV., XXV., or XXVI. of this Act, and such issue shall be tried accordingly in a summary manner, and, if the issue be directed to another Court, the finding shall be certified by the Court before which the same was tried, to the Court directing the issue. If the issue be directed to any Court of Judicature, the Court by which the issue is tried may, before the finding is certified, direct a new trial of such issue according to the usual course and practice of such Court. If the issue be directed to any Court other than a Court of Judicature, the finding shall not be subject to appeal, but the evidence taken upon the trial shall be recorded, and a copy thereof, certified by the Judge, shall be transmitted, together with any remarks he may think fit to make thereon, to the Court by which the issue was directed; and such Court may either act upon the decision of the Court which tried the issue, or direct a new trial if it shall appear necessary.

[Judgment. Costs.]

XXIX. If it shall appear to any of the said Courts of Judicature at the hearing of any application under the provisions of Sections XXIV. or XXV. of this Act that, by reason of any of the objections therein mentioned, the said exclusive privilege in the invention or in any part thereof has not been acquired, the Court shall give judgment accordingly, and shall make such order as to the costs of and consequent upon the application as it may think just; and thereupon the petitioner, his executors, administrators, and assigns shall, so long as the judgment continues in force, cease to be entitled to such exclusive privilege.

[Amendment of specification by Court. Proviso.]

XXX. If the Court, at the hearing of any such application as last aforesaid, shall think that the petitioner has, in the description of his invention in the petition or specification or amended specification (if any), included something which at the date of the petition was not new or whereof he was not the inventor, or that the specification is in any particular defective or insufficient, but that the error, defect, or insufficiency was not fraudulently intended, the Court may adjudge the said exclusive privilege to have been acquired and to be valid, save as to the part thereof affected by such error, defect,

উপর এই আইনের ৩৫ ধারার বিধানমতে জারী হইবেক, আর অন্য কোন ব্যক্তির উপর এরূপ এত্তেলা জারী করিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

[সুপ্রিম কোর্টের কোন ইসু বিচারার্থে অন্য আদালতে অর্পণ করিবার ও পুনর্ব্বিচারের কথা।]

২৮ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন কোর্ট উপযুক্ত বোধ করিলে এই আইনের ২৪ কি ২৫ কি ২৬ ধারামতের প্রার্থনাক্রমে বৃত্তান্তঘটিত যে কোন বিষয় উদয় হয় তাহার বিচারার্থে এক ইসু সেই কোর্টের, কিম্বা অন্য কোন কোর্টের, কিম্বা প্রধান যে কোন আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইতে পারে সেই আদালতের সম্মুখে অর্পণ করিতে পারিবেন। আর তদনুসারে সেই ইসুর সরাসরীমতে বিচার হইবেক। আর যদি সেই ইসু অন্য আদালতে অর্পিত হয়, তবে যে আদালতের সম্মুখে তাহার বিচার হইয়াছে, সেই আদালত তাহার নিষ্পত্তি ঐ ইসু অর্পণকরণিয়া আদালতে জ্ঞাপন করিবেন। যদি সেই ইসু কোন কোর্টে অর্পিত হয়, তবে যে কোর্টে ইসুর বিচার হয় সেই কোর্ট, ঐ নিষ্পত্তি জ্ঞাপন করিবার পূর্ব্বে, ঐ কোর্টের দাঁড়া ও ব্যবহারমতে ঐ ইসুর পুনর্ব্বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। যদি সেই ইসু বিচারআদালতভিন্ন অন্য কোন আদালতে অর্পিত হয়, তবে তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু বিচারকালে যে প্রমাণ লওয়া যায় তাহা রিকার্ড করা যাইবেক, ও জজ সাহেবের দস্তখৎযুক্ত তাহার এক নকল, ও তদ্বিষয়ে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লিখিতে উচিত বোধ করেন তাহা, ঐ ইসু অর্পণকরণিয়া কোর্টে পাঠান যাইবেক। আর সেই কোর্ট ঐ ইসু বিচারকরণিয়া আদালতের নিষ্পত্তিমতে কার্য্য করিতে পারিবেন, অথবা আবশ্যক বোধ করিলে পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[নিষ্পত্তির ও খরচার কথা।]

২৯ ধারা। এই আইনের ২৪ কি ২৫ ধারার বিধানমতে কোন প্রার্থনা শুনিবার সময়ে, যদি উক্ত কোন কোর্ট বোধ করেন যে তাহার মধ্যের লিখিত কোন আপত্তিপ্রযুক্ত নবকল্পিত কারিগরীর কি তাহার কোন অংশের বিষয়ে উক্ত বিশেষ ক্ষমতা উপযুক্তমতে পাওয়া যায় নাই, তবে ঐ কোর্ট তদনুসারে হুকুম করিবেন। এবং ঐ প্রার্থনার ও তৎপ্রযুক্ত যে কার্য্য হইয়াছে তাহার খরচার যে হুকুম যথার্থ জ্ঞান করেন তাহা করিবেন। তাহা হইলে, ঐ হুকুম যত কাল বলবৎ থাকে তত কাল দরখাস্তকারির ও তাঁহার অছিরদের ও আডমিনিষ্ট্রেটরেরদের ও আসৈনেরদের ঐ বিশেষ ক্ষমতার স্বত্ব রহিত থাকিবেক ইতি।

[বর্ণনাপত্রের সংশোধনের কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৩০ ধারা। শেষোক্ত প্রকারের কোন প্রার্থনা শুনিবার সময়ে, যদি কোর্ট বোধ করেন যে দরখাস্তকারী দরখাস্তের কি বর্ণনাপত্রের মধ্যে কিম্বা সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল হইলে তাহাতে আপনার কারিগরীর বর্ণনায়, দরখাস্ত করিবার তারিখে যাহা নূতন ছিল না, কি যাহার কারিগর তিনি নহেন এমত কোন বিষয় লিখিয়াছেন, অথবা ঐ বর্ণনাপত্র কোন বিষয়ে দোষযুক্ত কি অপ্রচুর আছে, কিন্তু সেই ভ্রম কি দোষ কি অপ্রচুর কথা চাতুরীর অভিপ্রায়ে কথা যায় নাই, তবে ঐ কোর্ট এইমত হুকুম করিতে পারিবেন যে, ঐ ভ্রম কি দোষ কি অপ্রচুর কথার দ্বারা উক্ত বিশেষ ক্ষমতার যে অংশের ক্ষতিবৃদ্ধি হয়, তাহাছাড়া, ঐ বিশেষ ক্ষমতা

or insufficiency, or if the Court shall think that the error, defect, or insufficiency can be amended without injury to the public, they may adjudge the exclusive privilege in the whole invention to be valid, and may, upon such terms as shall appear reasonable, order the specification to be amended in any of the said particulars; and thereupon the petitioner, his executors, administrators, or assigns shall, within the time limited by the said Court for the purpose, file a specification amended according to such order. Provided that no such amended specification shall have the effect of extending or enlarging the exclusive privilege before acquired.

[Mis-statement in the petition, if not fraudulent, not to defeat the privilege.]

XXXI. An exclusive privilege shall not be defeated upon the ground that the petition contains a mis-statement, unless such mis-statement was wilful or fraudulent.

[Entry in registry book of judgment &c. declaring privilege not to have been acquired.]

XXXII. Whenever it shall be adjudged by any of the said Courts of Judicature that an exclusive privilege as to the whole or any part of an invention has not been acquired, the said Secretary to the Government of India shall, upon the production of the judgment or order, cause an entry thereof to be made in the said book hereinbefore directed to be kept, and shall cause a reference to such entry to be made in the margin of the entry of the specification contained in such book.

[In what case actual inventor entitled to assignment of an exclusive privilege fraudulently obtained.]

XXXIII. If, upon proceedings instituted within two years from the date of a petition to file a specification, the actual inventor shall prove to the satisfaction of the principal Court having jurisdiction in Civil cases within the local limits of whose jurisdiction the defendant shall reside as a fixed inhabitant, that the petitioner was not the actual inventor, and that at the time of the petition he knew or had good reason to believe that the knowledge of the invention was obtained by himself or by some other person surreptitiously or in fraud of the actual inventor, or by means of a communication made in confidence by the actual inventor to him or to any person through whom he derived such knowledge, the Court may compel the petitioner to assign to the actual inventor any exclusive privilege obtained under this Act and to account for and pay over the profits thereof.

[Particulars to be delivered.]

XXXIV. In any action for the infringement of such exclusive privilege, the plaintiff shall deliver with his plaint particulars of the breaches complained of in the said action; and the defendant shall deliver a written statement of the particulars of the grounds (if any) upon which he means to con-

উপযুক্তমতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ও সিদ্ধ আছে। অথবা যদি ঐ কোর্ট বোধ করেন যে সাধারণ লোকের দের ক্ষতি না হইয়া সেই ভ্রমের কি দোষের কি অপ্রচুর কথার সংশোধন হইতে পারে, তবে তাঁহারা ঐ নবকল্পিত কারিগরীর সমস্ত অংশে ঐ বিশেষ ক্ষমতা সিদ্ধ আছে এমত হুকুম করিতে পারিবেন ও যে নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে উক্ত কোন কথার সম্পর্কে ঐ বর্ণনাপত্র সংশোধন করিতে হুকুম করিতে পারিবেন। তাহা করিলে উক্ত কোর্ট ঐ কার্য্যের নিমিত্তে যে মিয়াদ নিরূপণ করেন, তাহার মধ্যে দরখাস্তকারী কি তাঁহার অছিরা কিম্বা আডমিনিষ্ট্রেটরেরা কি আসিনেরা ঐ হুকুমঅনুসারে সংশোধিত বর্ণনাপত্র দাখিল করিবেন। পরন্তু যে বিশেষ ক্ষমতা পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বর্ণনাপত্র শুধরাণ গেলেও বিস্তারিত কি বৃদ্ধি হইবেক না ইতি।

[দরখাস্তের মধ্যে বর্ণনার অশুদ্ধতা যদি চাতুরীতে না হইয়াছে তবে ক্ষমতার ব্যাঘাত না হইবার কথা।]

৩১ ধারা। দরখাস্তের মধ্যে নবকল্পিত কারিগরীর বর্ণনার কোন অশুদ্ধ কথা যদি জানিয়াশুনিয়া কি প্রতারণাক্রমে না হইয়াছিল তবে তৎপ্রযুক্ত বিশেষ ক্ষমতার ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।

[ক্ষমতা উপযুক্তমতে পাওয়া যায় নাই এইরূপ হুকুমপ্রভৃতি রেজিষ্টরী বহীতে লিখিবার কথা।]

৩২ ধারা। যখন উক্ত কোন কোর্টের এই হুকুম হয় যে, নবকল্পিত কারিগরীর সমুদয়ের কি কোন অংশের বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা উপযুক্তমতে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তখন ঐ ডিক্রী কি হুকুম উপস্থিত করা গেলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের উক্ত সেক্রেটারী সাহেব, পূর্ব্বে যে বহী রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছিল, সেই বহীতে তাহা লেখাইবেন, আর বর্ণনাপত্র ঐ বহীর যে পৃষ্ঠায় লেখা গিয়াছে তাহার হাঁশিয়াতে ঐ ডিক্রীর কথার উল্লেখ করাইবেন ইতি।

[যে স্থলে অন্য লোকের চাতুরীক্রমে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতা প্রকৃত কারিগর পাইতে পারিবেন তাহার কথা।]

৩৩ ধারা। দরখাস্তকারী প্রকৃত কারিগর নহেন আর তিনি ঐ নবকল্পিত কারিগরীর জ্ঞান আপনি কি অন্যের দ্বারা চৌর্য্যভাবে পাইয়াছিলেন কিম্বা প্রকৃত কারিগরকে চাতুরী করিয়া পাইয়াছিলেন, কিম্বা প্রকৃত কারিগর তাঁহাকে, কিম্বা যাঁহার স্থানে তিনি ঐ জ্ঞান পাইয়াছেন তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া যে কথা কহিয়াছিলেন তদ্দ্বারা পাইয়াছেন, ইহা দরখাস্তের সময়ে দরখাস্তকারী জানিলেন কিম্বা তাঁহার জানিবার ভাল কারণ ছিল, এই কথা যদি প্রকৃত কারিগর ঐ বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার দরখাস্তের তারিখঅবধি দুই বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া প্রধান যে আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমার এলাকা থাকে এমত যে কোন আদালতের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে আসামী নিশ্চিত বাশেন্দারূপে বাস করেন সেই আদালতের হুদ্বোধমতে প্রমাণ করেন, তবে আদালত ঐ দরখাস্তকারির এই আইনমতে প্রাপ্ত কোন বিশেষ ক্ষমতা প্রকৃত কারিগরকে অর্পণ করাইতে পারিবেন ও তদ্দ্বারা যে লভ্য হইয়াছে তাহার হিসাব ও সেই লভ্য তাঁহাকে দেওয়াইবেন ইতি।

[যে বিশেষ কথা প্রকাশ করিতে হইবেক তাহার কথা।]

৩৪ ধারা। উক্ত প্রকারের বিশেষ ক্ষমতা লঙ্ঘনের কোন নালিশ হইলে, ফরিয়াদী উক্ত মোকদ্দমায় যে লঙ্ঘনের বিষয়ের নালিশ করেন তাহার বিশেষ কথা আপন আরজীর সঙ্গে দাখিল করিবেন। আর ফরিয়াদী ঐ নবকল্পিত কারিগরীর সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতার যোগ্য নহেন এই কথা আসামীর কোন হেতুতে

tend that the plaintiff is not entitled to an exclusive privilege in the invention. In like manner, upon any application to any of the said Courts of Judicature under Sections XXIV., XXV., or XXVI. of this Act, the applicant shall deliver particulars of the objections on which he means to rely. At the trial of any such action or issue, no evidence shall be allowed to be given in support of any alleged infringement or of any objection impeaching the validity of such exclusive privilege which shall not be contained in the particulars delivered as aforesaid. If it be alleged that the invention was publicly known or used prior to the date of the petition for leave to file such specification, the places where and the manner in which the invention was so publicly known or used shall be stated in such particulars. Provided always that it shall be lawful for any Court in which the action or proceeding is pending, or in which the issue is tried, to allow the plaintiff or defendant respectively to amend the particulars delivered as aforesaid upon such terms as shall seem fit.

[Service of proceedings.]

XXXV. A book shall be kept in the Office of the Secretary to the Government of India in the Home Department (such book to be open to inspection without fee) wherein every person filing a specification under this Act, or any person to whom the exclusive privilege may be assigned, shall cause to be stated some place in India where service of any rule or proceedings for the purpose of cancelling or revoking his exclusive privilege may be made, and shall cause a reference to such entry to be made in the margin of the entry of the specification, and may from time to time cause any other place in India to be substituted by a similar entry and reference. All such rules and proceedings as aforesaid shall be deemed sufficiently served if a copy thereof be left at the place entered in such book or (if any other place be substituted for the same by entry in the said book) at the place last substituted, by delivering the same to any person resident at, or in charge of, such place : or, if there be no person resident at, or in charge of such place, or if such place be not within the local limits of the jurisdiction of the Court, by causing such rule or proceeding to be sent by Post by a registeredletter directed to such person at such place ; and if any such person shall neglect to make or cause to be made such entry, then service of such rule or proceeding may be effected by affixing a copy thereof to some conspicuous part of the Court-house or in such other manner as the Court may direct.

[Act VI. of 1856 to have effect in respect of certain specifications filed and acts done.]

XXXVI. Act VI. of 1856 shall be of the same

সাব্যস্ত করিতে চাহিলে, যে২ হেতুতে সাব্যস্ত করিতে মানস করেন তাহার বিশেষ কথা লিখিয়া দাখিল করিবেন। সেই প্রকারেতেও যখন এই আইনের ২৪ কি ২৫ কি ২৬ ধারানুসারে উক্ত কোন কোর্টে কোন প্রার্থনা হয়, তখন প্রার্থনাকারী যে২ আপত্তির উপর নির্ভর করিতে মানস রাখেন সেই২ আপত্তির বিশেষ কথাও দাখিল করিবেন। সেইপ্রকার কোন নালিশের কি ইস্যুর বিচার হইলে, উক্তমতে দাখিলকরা বিশেষ কথার মধ্যে যাহা না থাকে এমত কোন কথিত লঙ্ঘনের কিম্বা সেইরূপ বিশেষ ক্ষমতার সিদ্ধতানিবারক কোন আপত্তির পোষকতার নিমিত্তে কোন প্রমাণ দিবার অনুমতি হইবেক না। ঐপ্রকার বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্ত যে তারিখে দেওয়া গিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে ঐ কারিগরী সাধারণমতে জানা ছিল ও তাহার ব্যবহার হইতেছিল, এই কথা যদি লেখা যায়, তবে ঐ কারিগরী যে২ স্থানে তদ্রূপে সাধারণমতে জানা ছিল ও যে২ প্রকারে তাহার ব্যবহার হইত তাহা ঐ বিশেষ কথার মধ্যে লিখিতে হইবেক। পরন্তু সর্ব্বদাই জানা কর্ত্তব্য যে, নালিশ কি মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত থাকে, কিম্বা ইস্যুর বিচার যে আদালতে হয়, সেই আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে, আপনি যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মানুসারে ঐ ফরিয়াদীকে কি আসামীকে আপন২ উক্তমতে দাখিলকরা বিশেষ কথা সংশোধন করিতে অনুমতি দেন ইতি।

[মোকদ্দমার এত্তেলা জারী করিবার কথা।]

৩৫ ধারা। ছুম ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দফ্তরখানায় একখান বহী থাকিবেক, আর এই আইনানুসারে যে কেহ বর্ণনাপত্র দাখিল করেন কিম্বা যাঁহাকে ঐ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা যায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা বাতিল কি অন্যথা করিবার অভিপ্রায়ে কোন মোকদ্দমা কি হুকুম হইলে তাহার এত্তেলা যে স্থানে জারী হইতে পারে ভারতবর্ষের মধ্যে এমত কোন স্থানের নাম, তিনি সেই বহীতে লেখাইবেন। ও বর্ণনাপত্র বহীর যে পৃষ্ঠায় লেখা যায় তাহার হাশিয়াতে ঐ বহীর লিখিত কথার উল্লেখ করাইবেন, ও তদ্রূপ কথা কি উল্লিখিত কথা লেখাইয়া সময়ে২ সেই স্থানের নামের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানের নাম লেখাইতে পারিবেন। যে কেহ চাহেন তিনি রসুম না দিয়া ঐ বহী দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মোকদ্দমার ও হুকুমের এত্তেলার নকল যদি ঐ বহীর লিখিত স্থানে, অথবা ঐ স্থানের পরিবর্ত্তে অন্য স্থানের নাম ঐ বহীতে লেখা গেলে পেষ লিখিত ঐ অন্য স্থানে তথাকার নিবাসি কোন ব্যক্তিকে, কি ঐ স্থানের রক্ষক কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, তবে তাহা উক্ত প্রকার কোন ব্যক্তির উপর প্রচুরমতে জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক। কিম্বা যদি সেই স্থাননিবাসী কি সেই স্থানের রক্ষক কেহ না থাকেন, কিম্বা সেই স্থান আদালতের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে না থাকে তবে ঐ স্থানে ঐ ব্যক্তির নামে শিরনামা লিখিয়া রেজিষ্টরীকরা পত্রদ্বারা ডাকযোগে সেই হুকুমের কি মোকদ্দমার এত্তেলা পাঠাইয়া জারী হইতে পারিবেক। আর যদি উক্ত কোন ব্যক্তি সেইরূপ কথা ঐ বহীতে না লেখেন কি না লেখান, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কোন হুকুমের কি মোকদ্দমার এত্তেলার এক নকল কোর্টের কোন প্রকাশ স্থানে লটকাইলে, কিম্বা কোর্ট অন্য যে প্রকারে আজ্ঞা করেন সেই প্রকারে, তাহা জারী হইতে পারিবেক ইতি।

[দাখিলকরা কোন২ বর্ণনাপত্রের ও কোন কার্য্যের সম্পর্কে ১৮৫৬ সালের ৬ আইন বলবৎ২ হইবার কথা।]

৩৬ ধারা। "ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্বের বিধান করি-

force and effect in respect to every petition and specification filed under the provisions thereof before the Act was repealed, and in regard to all proceedings consequent thereon or in relation thereto, and for the purpose of every thing done under that Act while it continued in force, as if previously to the passing of the said Act the sanction of Her Majesty to the passing thereof had been obtained and signified in pursuance of the Statute passed in the seventeenth year of the reign of Her Majesty, entitled "An Act to provide for the Government of India," and as if the said Act had not been repealed; and the term of every exclusive privilege obtained under the said Act is hereby extended and shall continue until the expiration of fourteen years from the time of the passing of this Act. No exclusive privilege obtained under the said Act by an importer not being the actual inventor shall cease to have effect by virtue of the provisions of Section XVI. of the said Act if the invention be put in practice in India within the period of two years from the time of the passing of this Act.

[Stamp on petition.]

XXXVII. Every petition for leave to file a specification under the provisions of this Act, or for the extension of the term of an exclusive privilege, shall be written or printed on stamped paper of the value of one hundred Rupees.

[Interpretation.]

XXXVIII. In the construction of this Act, the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them, unless there be something in the subject or context repugnant to such construction.

[Number.]

Words importing the singular number shall include the plural number, and words importing the plural number shall include the singular number.

[Gender.]

Words importing the masculine gender shall include females.

["Invention."]

The word "invention" shall include an improvement.

["Manufacture."]

The word "manufacture" shall be deemed to include any art, process, or manner of producing, preparing or making an article, and also any article prepared or produced by manufacture.

["Printed."]

The word "printed" shall include "lithographed."

["Inventor" and "actual Inventor."]

The words "inventor" and "actual inventor" shall include the executors, administrators, or assigns of an inventor or actual inventor as the case may be.

["Assigns."]

The word "assigns" shall include grantees of the sole use or benefit in India of an invention, or of

বার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে যে আইন জারী হইয়াছিল সেই আইনানুসারে, ১৮৫৬ সালের ৬ আইন জারী হইবার অনুমতি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্থানে প্রথমে পাওয়া গেলে ও তাহা জ্ঞাতও করা গেলে ও সেই আইন রদ না হইলে ঐ আইনমতের সমস্ত কার্য্য যেমন প্রবল থাকিত, তেমনি সেই আইন রদ হইবার আগে তাহার বিধানমতে যে সকল দরখাস্ত ও বর্ণনাপত্র দাখিল হইয়াছিল তাহার বিষয়ে, ও তৎপ্রযুক্ত কি তৎসম্পর্কে যে সকল কার্য্য হয় তাহার বিষয়ে, ও সেই আইন প্রবল থাকিতে তাহার অনুসারে যে সকল কার্য্য করা গেল তাহার কারণে, ঐ আইন ফলবৎ ও প্রবল থাকিবেক। ও উক্ত আইনমতে বিশেষ যে সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার মিয়াদ ইহাতে বৃদ্ধি করা গেল, ও এই আইন জারী হইবার সময়অবধি চৌদ্দ বৎসরপর্য্যন্ত চলিবেক। আর এই আইন জারী হইবার সময়অবধি যদি দুই বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ঐ নূতন কারিগরীমতে দ্রব্য নির্ম্মাণ হয়, তবে প্রকৃত কারিগর না হইয়া যে জন তাহা এই দেশে আনিয়াছেন তিনি উক্ত আইনমতে যে কোন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা ঐ আইনের ১৬ ধারার বিধানের শক্তিতে রহিত হইবেক না ইতি।

[দরখাস্তের উপর ইষ্টাম্পের কথা।]

৩৭ ধারা। এই আইনের বিধানমতে বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবার অনুমতির, অথবা বিশেষ ক্ষমতার মিয়াদ বৃদ্ধির, প্রত্যেক দরখাস্ত ১০০৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা কি ছাপা করা যাইবেক ইতি।

[অর্থকরণের ধারা।]

৩৮ ধারা। এই আইনের অর্থ করিলে নীচের লিখিত শব্দের ও কথার যে২ অর্থ এই ধারাতে করা গিয়াছে তাহার সেই২ অর্থ হইবেক। কিন্তু যদি বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথার বিবেচনায় ঐ অর্থ অসঙ্গত হয়, তবে তাহার ঐ অর্থ হইবেক না।

[বচন।]

এক বচনের শব্দেতে বহুবচনের শব্দও বুঝাইবেক ও বহুবচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দও বুঝাইবেক।

[লিঙ্গ।]

পুংলিঙ্গবোধক শব্দের মধ্যে স্ত্রীরা গণ্য হইবেক।

[নবকল্পিত কারিগরী।]

"নবকল্পিত কারিগরী" এই শব্দেতে কোন দ্রব্যের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিবার কল্পও গণ্য হইবেক।

[শিল্প দ্রব্য।]

"শিল্প দ্রব্য" এই শব্দেতে কোন দ্রব্য উৎপন্ন কি প্রস্তুত করিবার কি বানাইবার হিকমৎ কি নিয়ম কি কারিগরী বুঝাইবেক, আর শিল্পকর্ম্মজাত কি প্রস্তুত কোন দ্রব্যও বুঝাইবেক।

["ছাপাকরা।"]

"ছাপা" এই শব্দেতে "পাতরে ছাপা করাও" বুঝায়।

[কারিগর ও প্রকৃত কারিগর।]

"কারিগর" ও "প্রকৃত কারিগর" এই২ শব্দেতে কারিগরের কি প্রকৃত কারিগরের অছি কি আডমিনিষ্ট্রেটর কি আসৈনদিগকেও বুঝায়।

[আসৈন।]

"আসৈন" এই শব্দেতে যে লোকেরদিগকে ভারতবর্ষের মধ্যে কোন নবকল্পিত কারিগরীর একলা ব্যবহার

the sole use of an exclusive privilege for a limited time.

["India."]

The word "India" shall mean the territories which are or may become vested in Her Majesty by the Statute 21 and 22 Vic. c. 106, entitled "an Act for the better Government of India."

["Governor General in Council."]

The words "Governor General in Council" shall include the "President in Council."

["Secretary to the Government of India."]

The words "Secretary to the Government of India" shall include any Under Secretary to the said Government.

["Her Majesty's Courts of Judicature." "Courts of Judicature."]

The expressions "Her Majesty's Courts of Judicature" and "Courts of Judicature" shall mean the Courts established by Royal Charter.

SCHEDULE OF FORMS.

FORM OF PETITION (*see Section* I.)

TO THE GOVERNOR GENERAL OF INDIA IN COUNCIL.

The petition of (*here insert name, addition, and place of residence*) for leave to file a specification under Act No. XV. of 1859.

SHEWETH,

That your petitioner is in possession of an invention for (*state the title of the invention,*) which invention he believes will be of public utility; that he is the inventor thereof (*or, as the case may be, the assignee or the executor or administrator of the inventor*); and that the same is not publicly known or used in India or in any part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland to the best of his knowledge and belief.

The following is a description of the invention (*here describe it.*)

Your petitioner therefore prays for leave to file a specification of the said invention pursuant to the provisions of Act No. XV. of 1859,

And your petitioner, &c.,

(Signed)

The day of

FORM OF DECLARATION TO ACCOMPANY PETITION.

(*see Section* VII.)

I (*here insert name, addition, and place of residence*) do solemnly and sincerely declare that I am in possession of an invention for (*state the title of the invention as in the petition*); that I believe the said invention will be of public utility; that I am the inventor thereof (*or, as the case may be, the assignee or executor or administrator of the inventor*); and

করিবার কি তাহাতে লভ্য পাইবার ক্ষমতা দেওয়া যায় কিম্বা নিরূপিত কালের নিমিত্তে বিশেষ ক্ষমতার একা ব্যবহার করিবার শক্তি দেওয়া যায় তাঁহারদিগকে বুঝায়।

[ভারতবর্ষ।]

"ভারতবর্ষ" এই শব্দেতে "ভারতবর্ষের আরো উত্তমরূপে কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন" নামে শ্রীশ্রীমতী বিক্টোরিয়া মহারাণীর ২১ ও ২২ বৎসরের ১০৬ অধ্যায়মতে যে২ দেশ শ্রীশ্রীমতীপ্রাপ্ত হইয়াছেন কি হন সেই২ দেশ বুঝায়।

[হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর।]

"হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর" এই শব্দেতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত প্রসীডেণ্ট সাহেবকেও বুঝাইবেক।

[ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।]

"ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব" এই শব্দেতে উক্ত গবর্ণমেণ্টের কোন ছোট সেক্রেটারী সাহেবকেও বুঝাইবেক।

"শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিচারআদালত" ও "বিচার আদালত।"

"শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিচারআদালত" ও "বিচারআদালত" এই২ শব্দেতে রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত আদালতকে বুঝায়।

পাঠের তফসীল।

দরখাস্তের পাঠ। ১ ধারা দেখ।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বরাবরেষু।

১৮৫৯ সালের ১৫ আইনানুসারে বর্ণনাপত্র দাখিল করিবার অনুমতির জন্যে অমুকের (এই স্থলে দরখাস্তকারির নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি ও বাসস্থান লিখিতে হইবেক) দরখাস্ত।

ইহাতে দর্শায় যে।

দরখাস্তকারী অমুক দ্রব্য নির্ম্মাণের নবকল্পিত উপায় করিয়াছেন, (এই স্থানে দ্রব্যের নাম লিখিতে হইবেক) আর দরখাস্তকারী বোধ করেন যে তাহাতে সাধারণ লোকেরদের উপকার হইবেক। দরখাস্তকারী তাহার কারিগর আছেন (অথবা বিষয়বিশেষে কারিগরের আসৈনি কি অছি কি আডমিনিষ্ট্রেটর আছেন) ও তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সেই বিষয় ভারতবর্ষে কিম্বা গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলাণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কোন দেশে সাধারণমতে জানা নহে কি তাহার ব্যবহার হয় নাই।

ঐ দ্রব্য নির্ম্মাণের নবকল্পিত উপায়ের বর্ণনা এই (এই স্থানে বর্ণনা লিখিতে হইবেক।)

অতএব দরখাস্তকারী প্রার্থনা করিতেছেন যে ১৮৫৯ সালের ১৫ আইনের বিধানানুসারে তিনি আপনার উক্ত নবকল্পিত কারিগরীর বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতি পান।

আর আপনকার নিমিত্তে দরখাস্তকারিপ্রভৃতি।

সাল তারিখ। স্বাক্ষর।

দরখাস্তের সঙ্গে যে জ্ঞাপনপত্র দিতে হইবেক তাহার পাঠ। (৭ ধারা দেখ)

অমুক স্থাননিবাসি অমুক (নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি) আমি ধর্ম্মতঃ ও সরল ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি যে আমার নিকট অমুক দ্রব্যের নির্ম্মাণের নবকল্পিত উপায় আছে, (এই স্থলে দরখাস্তমতে নবকল্পিত কারিগরীর নাম লিখিতে হইবেক) আর আমার এই বিশ্বাস হইতেছে যে উক্ত কারিগরীতে সাধারণ লোকদিগের উপকার হইবেক, আর আমি তাহার প্রথম কারিগর (অথবা

that the same is not publicly known or used in India or in any part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland to the best of my knowledge and belief; and that, to the best of my knowledge and belief, my said invention is truly described in my petition for leave to file a specification thereof.

The day of

(Signed)

FORM OF DECLARATION TO ACCOMPANY SPECIFICATION.

(see Section VII.*)*

I (here insert name, addition, and place of residence) do solemnly and sincerely declare that I am in possession of an invention for *(state the nature of the invention,)* which invention I believe will be of public utility; that I am the inventor thereof *(or, as the case may be, the assignee or executor or administrator of the inventor)* or, and that the same is not publicly known or used in India or in any part of the United Kingdom of Great Britain and Ireland to the best of my knowledge and belief; and that, to the best of my belief, the instrument in writing under my hand hereunto annexed particularly describes and ascertains the nature of the said invention and in what manner the same is to be performed.

The day of

(Signed)

FORM OF DECLARATION BY AGENT WHEN AN INVENTOR IS ABSENT FROM INDIA.

(see Section VII.*)*

I of

do solemnly and sincerely declare that I have been appointed by the said his Agent for the purpose of ; and I verily believe that the declaration purporting to be the declaration of the said marked ( ) was signed by him, and that the contents thereof are true.

The day of

(Signed) ———.

FORM OF PETITION—*(see Section* XX.*)*

That your petitioner *(or, as the case may be, that A. B. of whom your petitioner is the assignee or executor or administrator)* has obtained Her Majesty's Letters Patent dated the day of for *(state the title of the invention,)* and that such Letters Patent are to continue in force for years. That your petitioner believes that the said invention is not now and has not hitherto been publicly known or used in India.

The following is a description of the invention *(here describe it.)*

Your petitioner therefore prays for leave to file

বিষয়বিশেষে কারিগরের আসৈনি কি অছি কি আডমিনিষ্ট্রেটর আছি) আর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে তাহা ভারতবর্ষে কিম্বা গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলাণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কোন দেশে সাধারণমতে জানা নহে কি তাহার ব্যবহার হয় নাই, আর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে উক্ত কারিগরীর বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতির দরখাস্তেতে আমার উক্ত কারিগরীর সত্য বর্ণনা হইয়াছে ইতি।

সাল তারিখ। স্বাক্ষর।

বর্ণনাপত্রের সঙ্গে যে জ্ঞাপনপত্র দিতে হইবেক তাহার পাঠ। (৭ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসি অমুক (নাম ও খ্যাতিপ্রভৃতি) আমি ধর্ম্মতঃ ও সরলতাপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে আমার নিকট অমুক দ্রব্য নির্ম্মাণের নবকল্পিত উপায় আছে (এই স্থলে নবকল্পিত কারিগরীর প্রকার লিখিতে হইবেক) আর আমার এই বিশ্বাস যে সেই কারিগরীতে সাধারণ লোকেরদের উপকার হইবেক, আর আমি তাহার প্রথম কারিগর (অথবা বিষয়বিশেষে কারিগরের আসৈনি কি অছি, কি আডমিনিষ্ট্রেটর আছি) আর আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে তাহা ভারতবর্ষে কিম্বা গ্রেট ব্রিটন ও ঐরলাণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের কোন দেশে সাধারণমতে জানা নহে কি তাহার ব্যবহার হয় নাই। আর আমার দস্তখৎকরা যে পত্র ইহার সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে তাহাতে ঐ নবকল্পিত কারিগরীর বর্ণনা বিশেষমতে লেখা হইয়াছে ও তাহার প্রকার ও তাহাতে যেমতে কার্য্য হইবেক সেই কথা নিশ্চিতরূপে লেখা হইয়াছে।

সাল তারিখ।

স্বাক্ষর।

কারিগর ভারতবর্ষে না থাকিলে তাঁহার মোখ্তারের জ্ঞাপনপত্রের পাঠ।

(৭ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসি অমুক আমি ধর্ম্মতঃ ও সরলতাপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত অমুক, অমুক অভিপ্রায়ে আমাকে আপনার মোখ্তাররূপে নিযুক্ত করিয়াছেন আর উক্ত অমুকের জ্ঞাপনপত্র বলিয়া অমুক চিহ্নেতে চিহ্নিত জ্ঞাপনপত্রে তাঁহার স্বাক্ষর আছে ও তাহার লিখিত কথা সত্য, আমার এইমত দৃঢ় বিশ্বাস হয়।

সাল তারিখ।

স্বাক্ষর।

দরখাস্তের পাঠ। (২০ ধারা দেখ।)

দরখাস্তকারী (কিম্বা বিষয়বিশেষে দরখাস্তকারী যাঁহার আসৈনি কি অছি কি আডমিনিষ্ট্রেটর হন ক খ নামক সেই লোক) অমুক (নবকল্পিত দ্রব্যের নাম লেখ) দ্রব্যের নিমিত্তে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পাটেণ্টপত্রপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও সেই পাটেণ্টপত্র এত বৎসরপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক। দরখাস্তকারী বোধ করেন যে ঐ নবকল্পিত দ্রব্য ভারতবর্ষে এইক্ষণে প্রকাশরূপে ব্যক্ত নহে ও কখন ব্যক্ত হয় নাই কি ব্যবহার হয় নাই।

ঐ নবকল্পিত দ্রব্যের বর্ণনা এই। (তাহার বর্ণনা লেখ।)

অতএব দরখাস্তকারির প্রার্থনা এই যে তিনি ১৮৫৯

a specification of the said invention pursuant to the provisions of Act No. XV. of 1859.

And your petitioner, &c.

(Signed)

The day of

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

সালের ১৫ আইনের বিধানমতে উক্ত নবকল্পিত দ্রব্যের বর্ণনা দাখিল করিবার অনুমতি পান।

ও দরখাস্তকারিপ্রভৃতি।

স্বাক্ষর।

সাং তাং।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

ORDER BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

LEAVE OF ABSENCE.

The 25th June, 1859.

Baboo Chundeechurn Banerjee, Moonsiff of Begumgunge, for 15 days, on Medical Certificate, from the 6th instant, in lieu of the six months' leave on private affairs, sanctioned on the 31st ultimo.

A. W. RUSSELL, *Register.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ২৫ জুন।

বেগমগঞ্জের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণ বাঁড়ুয্যা গত মাসের ৩১ তারিখের অনুমতিক্রমে আপন কর্ম্মের নিমিত্তে যে ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখঅবধি চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে পনের দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তিদের ইশতিহার।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাহিদা দিতে হইবেক ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন মূল্য	৫৷৷০ টাকা।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন ঐ	২৷৷৭
১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ	১৲
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ	৷৷০
একত্রালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মূল্য	৯৲

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণের অবগতার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন এবং ৯। ১০। ১১। ১৪ আইন সার সংগ্রহ সম্বলিত একত্রিত সংগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকাকারে বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রাঙ্কন হইতেছে, অর্থাৎ উক্ত ৮ আইন প্রথম খণ্ডে এই প্রকারে সংগ্রহ করা গিয়াছে যে তাহার প্রথম ভাগে ঐ আইনের চুম্বক, অপর ভাগে অবিকল আইন লিপি হইয়াছে গ্রাহক মহাশয়েরা ঐ চুম্বক পাঠ করিয়া অল্পায়াসেই সমুদয় আইনের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন। আর দ্বিতীয় খণ্ডে উক্ত ৯। ১০। ১১। ১৪ আইন প্রকটিত করা গিয়াছে অচিরে মুদ্রাঙ্ক সমাপন হইবেক, গ্রাহক মহাশয়েরা নিম্ন লিখিত মূল্যসহ জিলা কলিকাতার সদর আমীনী আদালতে আমার নিকট পত্র পাঠাইলেই কথিত আইনের প্রত্যেক খণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পরন্তু ১৭৯৩ সালহইতে ১৮৫৯ সালের জুন মাসপর্য্যন্ত দেওয়ানী ও কালেক্টরী কার্য্যসংক্রান্ত যে সমস্ত আইন প্রকাশ হইয়াছে তন্মধ্যে নূতন আইনদ্বারা যে সমস্ত আইন রহিত হইয়াছে তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া এবং যে কএকটী নূতন আইন উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকটিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদয় আইন তৃতীয় খণ্ডে, ও যে সমস্ত সরকুলর অর্ডর ও আইনের অর্থ এপর্য্যন্ত বহাল আছে তাহা অপর এক খণ্ডে বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তকাকারে সংগ্রহ হইতেছে সমাপনানন্তর মূল্য নির্দ্ধারিত করা যাইবেক, অতএব যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি, আমার নিকট অগ্রে পত্র পাঠাইলে উপযুক্ত মূল্যাপেক্ষায় কম মূল্যে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবেন এবং মুদ্রাঙ্ক শেষের পর পত্র পাঠাইলে সম্পূর্ণ মূল্য দিতে হইবেক।

(আইন)	(স্বাক্ষরকারী)	বিনা স্বাক্ষরকারী।
১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রথম খণ্ড	২৲	৩৲
ঐ সালের ৯। ১০। ১১। ১৪ আইন দ্বিতীয় খণ্ডে	২৲	২৲

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা জোমিক উকীল সদর আমীন ঢাকা।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ৫ জুলাই।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

Numb. 1038 ১০৩৮) (৪৮১)

গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 12, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১২ জুলাই।

DRAFT OF ACTS.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 14TH MAY 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council on the 30th April 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 18th of August next :—

A Bill to provide for the due execution of Warrants of Attorney to confess judgment and Cognovits.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient that provision should be made for giving every person executing a warrant of attorney to confess judgment or a cognovit actionem due information of the nature and effect thereof; It is enacted as follows :—

[Warrants of attorney &c. to be executed in the presence of an attorney on behalf of the person.]

I. From and after the time appointed for the commencement of this Act, no warrant of attorney to confess judgment in any personal action or cognovit actionem given by any person, shall be of any force unless there shall be present some attorney of one of Her Majesty's Supreme Courts of Judicature on behalf of such person, expressly named by him and attending at his request to inform him of the nature and effect of such warrant or cognovit before the same is executed, which attorney shall subscribe his name as a witness to the due execution thereof, and thereby declare himself to be attorney for the person executing the same and state that he subscribes as such attorney.

[Warrant &c. not formally executed invalid.]

II. A warrant of attorney to confess judgment or cognovit actionem not executed in manner afore-

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী১৮৫৯ সাল ১৪ মে।

আইনের এই মুসাবিদা ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে ১৮৫৯ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি আগষ্ট মাসের ১৮ তারিখের পরে তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

নিষ্পত্তি স্বীকার করিবার ও দাওয়া কবুল করিবার জন্যে টর্নির ক্ষমতাপত্র উচিতমতে করিবার বিধান করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

যে কোন লোক নিষ্পত্তি স্বীকার করিবার কি দাওয়া কবুল করিবার জন্যে টর্নিকে ক্ষমতাপত্র লিখিয়া দেন তাঁহাকে ঐ ক্ষমতাপত্রের মর্ম্ম ও ফল জ্ঞাত করিবার উপযুক্ত বিধান করা বিহিত। এই কারণে এই২ বিধি হইল।

[টর্নির ক্ষমতাপত্র ঐ টর্নির সাক্ষাতে করিবার কথা।]

১ ধারা। এই আইন আমলে আসিবার সময়াবধি ও তৎপরে কর্জপ্রভৃতির বাবৎ কোন নালিশ হইলে নিষ্পত্তি স্বীকার করিতে কিম্বা দাওয়া কবুল করিতে কোন টর্নির ক্ষমতাপত্র কোন লোক করিলেও, তাহাতে দস্তখৎ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে সেই ক্ষমতাপত্রের কি কবুল করণের ভাব ও ফল জ্ঞাত করিবার জন্যে তাঁহার নিজের বিশেষমতে নিযুক্ত করা ও তাঁহার প্রার্থনামতে উপস্থিত থাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন সুপ্রিম কোর্টের কোন এক জন টর্নি বর্ত্তমান না থাকিলে তাহা বলবৎ হইবেক না। সেই ক্ষমতাপত্রে উপযুক্তমতে দস্তখৎ হওয়ার সাক্ষিস্বরূপে ঐ টর্নির আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে হইবেক। ও তাহাতে আপনাকে সেই দস্তখৎকরণিয়া লোকের টর্নি জানাইবেন ও টর্নিস্বরূপে দস্তখৎ করেন এই কথা লিখিবেন ইতি।

[ক্ষমতাপত্রে দাঁড়ামতে দস্তখৎ না হইলে অসিদ্ধ হইবার কথা।]

২ ধারা। যে লোক ঐ ক্ষমতাপত্র করিয়া দেন তিনি প্রকৃতার্থে তাহার ভাব ও ফল সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন কি

said, shall not be rendered valid by proof that the person executing the same did in fact understand the nature and effect thereof, or was fully informed of the same.

[Construction of Act.]

III. This Act shall extend to women, and shall entitle them to all the benefits given thereby; and words used in this Act importing the singular number or masculine gender only shall be understood to include several persons as well as one person, and females as well as males.

[Commencement of Act.]

IV. This Act shall commence and come into operation on the day of 1859.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

THE 18TH JUNE 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 18th June 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 22nd of August next :—

A Bill to empower Sessions Judges to pass sentence in certain cases without reference to the Sudder Court.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to empower Sessions Judges in the Presidency of Fort William in Bengal to pass sentence in certain trials without reference to the Nizamut Adawlut; and whereas it is likewise expedient to remove the restriction now imposed by law upon Sessions Judges in regard to the minimum of punishment which they are competent to inflict in cases of perjury and certain cases of forgery described in Clause 2 Section IX. Regulation XVII. 1817: It is enacted as follows :—

[Laws repealed and modified.]

I. Clause 3 Section VI. and Clause 3 Section IX. Regulation XVII. 1817 of the Bengal Code are hereby repealed; and Section IX. of the same Regulation, and Section IV. Regulation VI. 1832 of the same Code are hereby modified.

[Sentence by Sessions Judge in case of conviction of rape.]

II. When a person is convicted of the crime of rape, if the circumstances of the case shall not appear to call for a more severe punishment than imprisonment for seven years with labor in irons, the Sessions Judge before whom the trial is held shall himself pass sentence.

[Sentence by Sessions Judge in case of conviction of a crime declared by the Sudder Court to be a penal offence.]

III. When a person is convicted in a trial held under the provisions of Regulation VI. 1832, of a crime declared by a precedent of the Nizamut Adawlut to be a penal offence, if the circumstances of the case shall not appear to call for a more severe punish-

তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন ইহার প্রমাণ হইলেও উনির সেই নিষ্পত্তি স্বীকার করিবার কি দাওয়া কবুল করিবার ক্ষমতাপত্র যদি পূর্ব্বোক্তমতে দস্তখৎ না হয় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

[আইনের অর্থ করিবার ধারা।]

৩ ধারা। এই আইন স্ত্রীলোকেরদের উপরও খাটিবেক, ও তাহাতে যে সকল উপকার প্রদান হয় তাহা তাহারাও পাইতে পারিবেক। ও এই আইনের মধ্যে এক বচনের কি পুংলিঙ্গবোধক যে সকল শব্দ থাকে তাহাতে যেমন এক লোককে বুঝায় তেমনি বহু লোককেও বুঝায় ও যেমন পুরুষদিগকে তেমনি স্ত্রীদিগকেও বুঝায় এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

[এই আইন আমলে আসিবার কথা।]

৪ ধারা। এই আইন অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি আমলে আসিবেক ও চলিত হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১৮ জুন।

আইনের এই মুসাবিদা ১৮৫৯ সালের ১৮ জুন তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি আগষ্ট মাসের ২২ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

কোন২ মোকদ্দমায় সেশন জজ সাহেবেরা সদর আদালতে জিজ্ঞাসা না করিয়া দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন এমত ক্ষমতা দেওনের আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে কোন২ মোকদ্দমায় সেশন জজ সাহেবেরা নিজামৎ আদালতে জিজ্ঞাসা না করিয়া দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন এমত ক্ষমতা দেওয়া বিহিত। ও মিথ্যা শপথের মোকদ্দমায় ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণে জাল করিবার যে মোকদ্দমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোন২ মোকদ্দমায় সেশন জজ সাহেবেরা যাহার অধিক দণ্ড করিতে না পারেন তদ্বিষয়ের যে নিষেধ তাঁহারদের প্রতি এখন আইনমতে আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া বিহিত, এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[যে২ আইন রদ ও মতান্তর হইল তাহার কথা।]

১ ধারা। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৯ ধারার ৩ প্রকরণ ইহাতে রদ হইল, ও ঐ দেশের চলিত সেই আইনের ৯ ধারা ও ১৮৩২ সালের ৬ আইনের ৪ ধারা ইহাতে মতান্তর করা যাইতেছে ইতি।

[বলাৎকারের দোষ সাব্দ হইলে সেশন জজ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞার কথা।]

২ ধারা। যদি কোন লোকের বলাৎকার করিবার দোষ সাব্যস্ত হয়, ও মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া যদি বেড়ী ও পরিশ্রমসহিত সাত বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদ খাটিবার দণ্ডহইতে ভারি দণ্ড করা উচিত বোধ না হয়, তবে যে সেশন জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি আপনি দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[সদর আদালত যাহা দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন এমত অপরাধ সাব্যস্ত হইলে সেশন জজ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞার কথা।]

৩ ধারা। নিজামৎ আদালতের কোন নজিরমতে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া যে দোষ প্রকাশ হইয়াছে, ১৮৩২ সালের ৬ আইনের বিধানমতে মোকদ্দমার বিচার করিয়া যদি কোন লোকের সেই দোষ সাব্যস্ত হয়, ও মোকদ্দমার ভাবগতিক বুঝিয়া যদি বেড়ী ও পরিশ্রম-

ment than seven years' imprisonment with labor in irons, the Sessions Judge before whom the trial is held shall himself pass sentence. If, however, the crime of which the person has been convicted has not been declared to be a penal offence by a precedent of the Nizamut Adawlut, the Sessions Judge shall not proceed to pass sentence, but shall refer the case for the consideration of the Nizamut Adawlut, stating at length in the proceedings the opinion of the punchayet, assessors, or jury, and his own opinion, as to the crime proved, and the nature and extent of the punishment which should be awarded.

[Sentence by Sessions Judge in case of conviction of perjury or forgery.]

IV. When a person is convicted of the crime of perjury or subornation of perjury or of forgery or of procuring forgery, as defined and made punishable by Regulations II. 1807 and XVII. 1817 of the Bengal Code, the Sessions Judge shall pass such sentence on the offender as he may consider adequate to the offence in reference to the particular circumstances of the case; provided that he shall in no case exceed the limit of the powers vested in him by Clause 2 Section IX. of the Regulation last mentioned.

[Sessions Judge may refer a case to the Sudder Court.]

V. If in any case coming under the provisions of this Act, the Sessions Judge shall consider the sentence which he is empowered to pass inadequate to the guilt of the prisoner, he shall refer the case, with his sentiments, for the sentence of the Nizamut Adawlut in conformity to Section VI. Act XXXI. of 1841, which is hereby declared applicable to such cases.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

The 18th June 1859.

The following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 18th June 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 22nd of September next :—

A Bill to amend Act XXII. of 1855 (for the regulation of Ports and Port-dues.)

[Preamble.]

Whereas it is expedient that Port-dues, fees, and charges, leviable under Section XLIX. of Act XXII. of 1855, shall be recoverable by the Collector of Customs or other Officer authorized to collect such Port-dues, fees, and charges, in any Port, other than the Port in which any such dues, fees, or charges may, under the said Act, have become due: It is enacted as follows :—

[Port-dues &c. payable in one Port, recoverable by Collector at any other Port.]

I. If the Master of any Vessel in respect of which any Port-dues, fees, or charges shall be payable under the said Act, shall cause such Vessel to

সহিত সাত বৎসরপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবার দণ্ডহইতে ভারি দণ্ড করা উচিত বোধ না হয়, তবে যে সেশন জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি আপনি দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ঐ লোকের যে দোষ সাব্যস্ত হয় তাহা যদি নিজামৎ আদালতের কোন নজিরমতে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া প্রকাশ না হইয়াছে, তবে সেশন জজ সাহেব দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না, কিন্তু যে দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে ও তাহার যে প্রকারের ও যত দণ্ড করিতে হয় এই বিষয়ে পঞ্চায়তের কি আসেসরেরদের কি জুরির যে মত ও আপনার যে মত হয় তাহা বিস্তারিতরূপে কাগজপত্রের সঙ্গে লিখিয়া নিজামৎ আদালতের বিবেচনার নিমিত্তে মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন ইতি।

[মিথ্যা শপথ কি জাল করার দোষ সাব্যস্ত হইলে সেশন জজ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা করণের কথা।]

৪ ধারা। মিথ্যা শপথের কি মিথ্যা শপথ করিবার প্রবৃত্তি দেওনের কি জাল করিবার কি করাইবার দোষের যেং অর্থ ও দণ্ড বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনেতে ও ১৮১৭ সালের ১৭ আইনেতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এমত দোষ যদি কোন লোকের সাব্যস্ত হয়, তবে সেশন জজ সাহেব মোকদ্দমার বিশেষ ভাবগতিক বুঝিয়া অপরাধের যে দণ্ড উপযুক্ত বোধ করেন ঐ অপরাধির সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণমতে তাঁহার যেপর্য্যন্ত দণ্ড করিবার ক্ষমতা আছে তাহার অধিক কখন না করেন ইতি।

[সদর আদালতে সেশন জজ সাহেবের মোকদ্দমা অর্পণ করিবার কথা।]

৫ ধারা। এই আইনের বিধান যেং মোকদ্দমায় খাটে এমত কোন মোকদ্দমায় সেশন জজ সাহেবের যত দণ্ড করিবার ক্ষমতা থাকে, সেই দণ্ড যদি অপরাধ বিবেচনায় অত্যল্প জ্ঞান করেন, তবে তিনি আপনার মত লিখিয়া নিজামৎ আদালতের দণ্ডাজ্ঞা করিবার জন্যে ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের ৬ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা সেই আদালতে সোপর্দ্দ করিবেন। তদ্রূপ স্থলে ঐ আইন খাটিবেক এই হুকুম ইহাতে করা গেল ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১৮ জুন।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১৮ জুন তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

বন্দরের ও বন্দরের মাসুলের বিধি করিবার ১৮৫৫ সালের ২২ আইন সংশোধন করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

১৮৫৫ সালের ২২ আইনের ৪৯ ধারামতে বন্দরের যে মাসুল কি রসুম কি খরচ আদায় হইতে পারে তাহা ঐ আইনমতে যে বন্দরে দেনা হয় সেই বন্দরছাড়া অন্য কোন বন্দরে হাসিলের কালেক্টর সাহেবের, কিম্বা বন্দরের সেই মাসুল কি রসুম কি খরচ আদায় করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারকের উসুল করিতে পারা বিহিত, এই কারণে এই২ বিধান করা গেল।

[এক বন্দরের দেনা মাসুলপ্রভৃতি অন্য কোন বন্দরে কালেক্টর সাহেবের উসুল করিতে পারিবার কথা।]

১ ধারা। উক্ত আইনমতে যে কোন জাহাজের নিমিত্তে বন্দরের কিছু মাসুল কি রসুম কি খরচ দেনা হয়, সেই জাহাজের কাপ্তান যদি সেই মাসুল কি রসুম কি

leave any Port without having discharged such dues, fees, or charges, it shall be lawful for the Collector of Customs or other Officer authorized to collect the same to require in writing the Collector of Customs or other Officer as aforesaid, in any other Port to which such Vessel may proceed or in which she may be, to levy such dues, fees, or charges; and every Collector or other Officer as aforesaid shall, on receipt of such requisition, proceed to levy such dues, fees, or charges in the manner prescribed in Section XLIX. of the said Act; and a certificate purporting to be made and signed by the Collector of Customs or other Officer as aforesaid of the Port where the Port-dues, fees, or charges became payable, stating the amount so payable, shall be sufficient *primâ facie* proof of such amount in any proceeding under the said Section, and also (in case the amount payable is disputed) in any subsequent proceeding under Section LIX. of the said Act.

[Penalty for evading payment of Port-dues, &c.]

II. If the Master of any such Vessel shall evade the payment of any Port dues, fees, or charges payable under the said Act, he shall be liable on conviction to a penalty not exceeding five times the amount so payable. In any proceeding before a Magistrate for the adjudication of the said penalty, any such certificate as is mentioned in Section L. of this Act, stating that the Master has evaded such payment, shall be sufficient *primâ facie* proof of the evasion, unless the Master shall show to the satisfaction of the Magistrate that the departure of the Vessel without having discharged the dues, fees, or charges payable was caused by stress of weather or that there was lawful or reasonable ground for such departure.

[Construction of Act.]

III. This Act shall be read with and taken as a part of the said Act XXII. of 1855, save that any Magistrate having jurisdiction under the said Act in any Port, River, or Channel to which the Vessel may proceed or in which she may be found, shall be deemed to have jurisdiction in any proceeding under this Act.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

THE 18TH JUNE 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 18th June 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 22nd of September next:—

A Bill for regulating Public Conveyances in the Towns of Calcutta, Madras, and Bombay, and the several Stations of the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to regulate certain

খরচ না দিয়া সেই বন্দরহইতে জাহাজ খুলিয়া যান, তবে হাসিলের কালেক্টর সাহেব, কিম্বা তাহা উসুল করিতে অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ক্ষমতাপন্ন আছেন তিনি, ঐ জাহাজ অন্য যে কোন বন্দরে যায় কি থাকে সেই বন্দরের হাসিলের কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের নামে পত্র লিখিয়া, ঐ মাসুল কি রসুম কি খরচ আদায় করিতে আদেশ করিতে পারিবেন। ও সেই কালেক্টর সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ আদেশপত্র পাইলে, ঐ আইনের ৪৯ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ মাসুল কি রসুম কি খরচ উসুল করিতে প্রবর্ত্ত হইবেন। আর ঐ মাসুল কি রসুম কি খরচ যে বন্দরে দেনা হয়, সেই বন্দরের হাসিলের কালেক্টর সাহেবের কি পূর্ব্বোক্তমতের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের লেখা ও দস্তখৎহওয়া সর্টিফিকট বলিয়া সর্টিফিকট দেওয়া গেলে, ও তাহাতে ঐ দেনা মাসুলের টাকা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, উক্ত ধারামতে যে কোন কার্য্য করা যায়, কিম্বা যত টাকা দেনা আছে এই কথা ধরিয়া বিবাদ হইলে ঐ আইনের ৫৯ ধারামতে তৎপরে যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাতে ঐ সর্টিফিকট আদিদৃষ্টে তত টাকা দেনা হওয়ার প্রচুর প্রমাণ হইবেক ইতি।

[বন্দরের মাসুলপ্রভৃতি না দিবার উদ্যোগ করার দণ্ডের কথা।]

২ ধারা। তদ্রূপ কোন জাহাজের কাপ্তান যদি উক্ত আইনমতের দেনা বন্দরের মাসুল কি রসুম কি খরচ না দিবার উদ্যোগ করেন, তবে তাঁহার সেই দোষ সাব্যস্ত হইলে, উক্তমতে যত টাকা দেনা হয় তাহার পাঁচগুণের অনধিক টাকা তাঁহার জরীমানা হইতে পারিবেক। ঐ জরীমানা নির্দ্ধার্য্য করিবার যে কোন কার্য্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে করা যায়, তাহাতে এই আইনের ১ ধারার লিখিত প্রকারের কোন সর্টিফিকটে যদি এই কথা লেখা থাকে যে ঐ কাপ্তান ঐ দেনা টাকা না দিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, তবে তাহা আদিদৃষ্টে ঐ না দেওয়ার উদ্যোগের প্রচুর প্রমাণ হইবেক। কিন্তু ঝড়ের বেগপ্রযুক্ত ঐ দেনা মাসুল কি রসুম কি খরচ না দিয়া জাহাজের প্রস্থান করিতে হইয়াছিল এই কথা, কিম্বা জাহাজের প্রস্থান করিবার কোন ন্যায্য কি উপযুক্ত কারণ ছিল এই কথা, যদি ঐ কাপ্তান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের খাতিরজমামতে দর্শাইতে পারেন, তবে ঐ সর্টিফিকট ঐ টাকা না দেওয়ার উদ্যোগের প্রমাণ হইবেক না ইতি।

[আইনের অর্থ করিবার কথা।]

৩ ধারা। এই আইন ১৮৫৫ সালের ২২ আইনের সঙ্গে পড়িতে হইবেক ও তাহার এক ভাগ বলিয়া জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে কোন বন্দরে কি নদীতে কি জলপথে ঐ জাহাজ যায় কি জাহাজকে পাওয়া যায় সেই বন্দরপ্রভৃতিতে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা থাকে তাঁহার এই আইনমতের কোন কার্য্যেতে এলাকা আছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১৮ জুন।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১৮ জুন তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ করা গেল ও বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে ও পুলুপিলাঙ্গ ও সিংহপুর ও মালাকা মোকামে ভাড়াটিয়া গাড়িপ্রভৃতির বিধি করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে ও পুলুপিলাঙ্গ

Public Conveyances in the Towns of Calcutta, Madras, and Bombay, and the several Stations of the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca; It is enacted as follows :—

[Law repealed.]

I. Act IV. of 1841 (*for regulating Public Conveyances in the Islands of Bombay and Colaba, and the Harbour of Bombay*) and Sections LXXVIII., LXXIX., and LXXX. of Act XIII. of 1856 (*for regulating the Police of the Towns of Calcutta, Madras, and Bombay, and the several Stations of the Settlement of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca*) are hereby repealed except as to any act or offence done or committed before this Act shall come into operation.

[Carriages to be registered.]

II. Every wheeled Carriage, whatever may be its form or construction, used in standing or plying in any public street or road within any of the said Towns and Stations for the purpose of carrying persons for hire; and every wheeled Carriage, whatever may be its form or construction, which may be hired for such purpose for any time less than a day or for a certain distance or by the job, although such Carriage does not ordinarily stand or ply for hire in any public street or road, shall be registered in the Office of the Commissioner of Police.

[Form of Register.]

III. The following particulars shall be entered in the Register.

1st. The number assigned to the Carriage in the Register; such number to be from time to time assigned by the Commissioner of Police.

2nd. The name and residence of the Owner of the Carriage.

3rd The number of persons the Carriage is permitted to carry.

The registration shall be made and the numbers assigned annually upon such day in each year as the Commissioner of Police shall appoint. Any person becoming possessed within the year of any such Carriage which has not been registered, may obtain registration on application at the Office of the Commissioner of Police. When any registered Carriage is transferred within the year, it shall be registered anew in the name of the person to whom it has been transferred. A fee of one Rupee shall be paid for such registration.

[Penalty for not registering.]

IV. Whoever keeps any Carriage required by this Act to be registered, without being so registered, shall be liable to a fine not exceeding one hundred Rupees. Any Police Officer of the Town or Station where the Carriage may be, may seize any such Carriage (provided the same be not employed at the time of seizure in the conveyance of passengers) together with the horses or other animals drawing the same. If the Carriage as aforesaid be not claimed or if the fine be not paid within ten

ও সিংহপুর ও মালাকা মোকামে ভাড়াটিয়া গাড়িপ্রভৃতির নিয়ম করা বিহিত এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[যে আইন রদ হইল তাহার কথা।]

১ ধারা। বোম্বাই ও কোলাবা উপদ্বীপে ও বোম্বাইয়ের বন্দরে ভাড়াটিয়া গাড়িপ্রভৃতির নিয়ম করিবার ১৮৪১ সালের ৪ আইন, ও কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের ও পুলপিলাঙ্গ ও সিংহপুর ও মালাকা বসতির নানা সদর মোকামের পোলীসের বিধান করিবার আইন নামে ১৮৫৬ সালের ১৩ আইনের ৭৮ ও ৭৯ ও ৮০ ধারা ইহাতে রদ হইল। কিন্তু এই আইন জারী হইবার আগে যে কোন কার্য্য কি অপরাধ করা গিয়াছে তৎসম্পর্কে রদ হইবেক না ইতি।

[গাড়ি রেজিষ্টরী করিবার কথা।]

২ ধারা। চাকাবিশিষ্ট কোন গাড়ির যে কোন ডৌল কি আকার হউক, তাহা যদি ভাড়া লইয়া লোকেরদিগকে স্থানে২ লইয়া যাইবার নিমিত্তে উক্ত নগরের ও মোকামের কোন সরকারী রাস্তায় কি পথে দাঁড়ায় কি চলে, ও চাকাবিশিষ্ট কোন গাড়ির যে কোন ডৌল কি আকার হউক তাহা ভাড়া হইবার নিমিত্তে সাধারণমতে সরকারী কোন রাস্তায় কি পথে দাঁড়াইয়া না থাকিলেও কি না চলিলেও, যদি লোকদিগকে স্থানে২ লইয়া যাইবার জন্যে এক দিনের কম কোন কালের নিমিত্তে, কিম্বা বিশেষ কতক দূরে যাইবার নিমিত্তে, কিম্বা বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে, ভাড়া করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই গাড়ি পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের দপ্তরখানায় রেজিষ্টরী করিতে হইবেক ইতি।

[রেজিষ্টরের পাঠ।]

৩ ধারা। রেজিষ্টরে এই২ কথা লিখিতে হইবেক, অর্থাৎ

প্রথম। রেজিষ্টরে গাড়ির যে নম্বর দেওয়া গেল তাহা। পোলীসের কমিস্যনর সাহেব সময়ে২ সেই নম্বর করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয়। গাড়ির স্বামির নাম ও বাসস্থান।

তৃতীয়। গাড়িতে যত জনের চড়িবার অনুমতি হয়।

বৎসরে২, অর্থাৎ পোলীসের কমিস্যনর সাহেব প্রতি বৎসরের যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে, ঐ রেজিষ্টরী করা যাইবেক ও নম্বর দেওয়া যাইবেক। বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কোন লোক সেই প্রকারের গাড়ি পাইলে, যদি তাহার রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে, তবে পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিলে সেই রেজিষ্টরী হইতে পারিবেক। রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ি যদি বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে নূতন লোকের হাতে যায়, তবে যাহার হাতে গেল তাহার নামে নূতন রেজিষ্টরী করিতে হইবেক। এক২বার রেজিষ্টরী করিবার এক টাকা রসুম লাগিবেক ইতি।

[রেজিষ্টরী না করিবার দণ্ডের কথা।]

৪ ধারা। এই আইনমতে যে গাড়ি রেজিষ্টরী করিবার হুকুম হইল এমত গাড়ি রেজিষ্টরী না হইয়া যদি কোন লোকের নিকটে থাকে, তবে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক। ঐ গাড়ি যে নগরে কি মোকামে থাকে তাহার পোলীসের কোন কর্ম্মকারক সেই গাড়ি ও তাহাতে যে ঘোড়া কি অন্য জন্তু যোতা থাকে তাহাসমেত ধরিয়া লইতে পারিবেক। কিন্তু তাহাতে লোক চড়িয়া যে সময়ে যাইতেছে এমন সময়ে ধরিতে পারিবেক না। দশ দিনের মধ্যে যদি কেহ সেই প্রকারের গাড়ি দাওয়া করিয়া না লইয়া যায়,

days, such Carriage, together with the animals seized with it, may be sold by auction, and the proceeds applied to the payment of the fine, and all costs and charges incurred on account of the detention and sale, and the surplus (if any), if not claimed by the owner within a further period of twenty days, shall be forfeited to the State.

[Registry Plate.]

V. The owner of every Carriage registered under this Act shall cause to be affixed on some conspicuous place on the outside of the Carriage, a plate distinctly showing the registered number of the Carriage and the number of passengers permitted to be carried.

[Penalty.]

VI. The owner of any Carriage required by this Act to be registered, having a plate affixed to his Carriage without having registered the Carriage under this Act, or having a plate resembling the plates issued by the Commissioner of Police affixed to his Carriage, shall be liable to a fine of fifty Rupees.

[Registry may be refused or cancelled.]

VII. The Commissioner of Police may refuse to register any Carriage under this Act or may cancel the registration thereof whenever it may appear to him that such Carriage, or any Horse or Harness used with any such Carriage is unserviceable or unsafe, or otherwise unfit for public accommodation or use.

[Fares how to be fixed.]

VIII. The rates or fares as well for time as distance to be paid for Carriages plying for hire in the public streets in the said Towns and Stations shall be fixed in the manner following:

In the Towns of Calcutta and Madras such rates or fares shall from time to time be fixed by the Commissioner of Police, with the sanction of the Local Government.

In the Town of Bombay such rates or fares shall from time to time be fixed by the Court of Petty Sessions, with the sanction of the Local Government.

In the several Stations of the Straits' Settlement such rates or fares shall from time to time be fixed by the Quarter Sessions of the Station, with the sanction of the Governor.

The rates so fixed shall be published four times in the *Government Gazette* and in such of the public Newspapers as shall be directed by the Commissioner of Police.

[Commissioner of Police to fix Stands. Penalty for causing obstruction by plying for hire elsewhere.]

IX. The Commissioner of Police shall from time to time appoint Stands for Carriages plying for hire

কিম্বা ঐ জরীমানার টাকা যদি সেই মিয়াদের মধ্যে না দেওয়া যায়, তবে সেই গাড়ি ও তাহার সঙ্গে যে ঘোড়া-প্রভৃতি ধরিয়া লওয়া গিয়াছিল তাহার নীলাম হইবেক। ও তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহাহইতে ঐ জরীমানার টাকা ও তাহা রাখিবার ও নীলাম করিবার খরচখরচা দেওয়া যাইবেক। আর যদি কিছু বাকী থাকে, তবে গাড়ির স্বামী আর কুড়ি দিনের মধ্যে যদি সেই বাকী টাকা দাওয়া করিয়া না লয়, তবে তাহা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি।

[রেজিষ্টরীর পাতের কথা।]

৫ ধারা। এই আইনমতে যে সকল গাড়ি রেজিষ্টরী হয় তাহার স্বামী ঐ গাড়ির বাহিরে কোন প্রকাশ স্থানে একখান পাত বসাইবেক। তাহাতে ঐ গাড়ির রেজিষ্টরী নম্বর ও গাড়িতে যত জনের চড়িবার অনুমতি আছে তাহা প্রকাশ থাকিবেক ইতি।

[দণ্ডের কথা।]

৬ ধারা। এই আইনমতে যে গাড়ি রেজিষ্টরী করিবার হুকুম হইল এমত কোন গাড়ির স্বামী যদি এই আইনমতে আপনার গাড়ি রেজিষ্টরী না করিলেও তাহাতে পাত বসায়, কিম্বা পোলীসের কমিস্যনর সাহেব যে প্রকারের পাত দেন তাহার সমান পাত যদি তাহার গাড়িতে বসায়, তবে তাহার পঞ্চাশ টাকা জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[রেজিষ্টরী করিতে নারাজ হইবার কি তাহা বাতিল করিবার কথা।]

৭ ধারা। কোন গাড়ি কি তাহাতে যে ঘোড়া জোতা থাকে সেই ঘোড়া কি ঘোড়ার সাজ কর্ম্মের উপযুক্ত নয়, কি তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, কি সাধারণ লোকের চড়িবার কি ব্যবহারের উপযুক্ত নয়, পোলীসের কমিস্যনর সাহেব যদি ইহা দেখিতে পান, তবে তিনি সেই গাড়ি এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিতে নারাজ হইতে পারিবেন, কিম্বা রেজিষ্টরী হইলেও সেই রেজিষ্টরী বাতিল করিতে পারিবেন ইতি।

[ভাড়ার নিয়মের কথা।]

৮ ধারা। উক্ত নগরের ও মোকামের সরকারী রাস্তায় ভাড়া লইয়া যে সকল গাড়ি চলে, তাহা ভাড়া করিবার সময় বুঝিয়া ও যত দূর যাইতে হইবেক তাহা বুঝিয়া তাহার ভাড়া এইমতে নিরূপণ হইবেক।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ নগরের পোলীসের কমিস্যনর সাহেব ঐ২ স্থানের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সময়ে২ ভাড়া স্থির করিবেন।

বোম্বাই নগরে পেটি সেশনের আদালত ঐ স্থানের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে সময়ে২ ভাড়া স্থির করিবেন।

মোহনার বসতির নানা মোকামে ঐ২ মোকামের তিন২ মাসের এজলাসের সাহেবেরা গবর্নর সাহেবের অনুমতিক্রমে ঐ ভাড়া স্থির করিবেন।

সেই প্রকারে যে ভাড়া স্থির করা যায় তাহা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে, ও পোলীসের কমিস্যনর সাহেব অন্য যে খবরের কাগজে ছাপাইতে হুকুম করেন সেই২ কাগজে, চারি দিন ছাপা হইবেক।

[গাড়ি যে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবেক সেই স্থান পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের নিরূপণ করিবার কথা। অন্য স্থানে ভাড়া হইবার জন্যে গিয়া পথ বন্দ করিলে তাহার দণ্ডের কথা।]

৯ ধারা। ভাড়া হইবার জন্যে যে সকল গাড়ি সরকারী রাস্তায় চলে, তাহার দাঁড়াইবার স্থান পোলীসের

the public streets. Every driver of a Carriage registered under this Act who shall (elsewhere than at some Stand or place appointed for the purpose by the Commissioner of Police) stand or loiter for the purpose of being hired, and who shall thereby cause any obstruction in or upon any public street, road, or place shall be liable to a fine not exceeding ten Rupees.

[Penalty if driver refuse to let to hire a Carriage standing at a Stand appointed for Carriages.]

X. Any driver of a Carriage registered under this Act standing at any of the Stands for Carriages appointed by the Commissioner of Police, or plying for hire in the public streets, who refuses or neglects without reasonable excuse to drive such Carriage to any place within the Town or Station where such Carriage may be to which he is directed to drive by the person hiring or wishing to hire such Carriage, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees.

[Penalty for furious driving, damage by carelessness, wilful misbehaviour, drunkenness, and insolence.]

XI. The driver of any Carriage registered under this Act, who shall be guilty of wanton or furious driving, or cause hurt or damage by carelessness or wilful misbehaviour, or who shall be drunk during his employment, or make use of insulting or abusive language or gesture, or otherwise misbehave, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees, and in case of hurt or damage, the Magistrate may order a sum not exceeding fifty Rupees to be paid by the proprietors of such Carriage as compensation for the hurt or damage.

[Driver causing obstruction in street.]

XII. Any driver of a Carriage registered under this Act who suffers the same to stand for hire across any street or alongside of any other Carriage, or who refuses to give way, if he conveniently can, to any other Carriage, or who obstructs or hinders the driver of any other Carriage in taking up or setting down any person into or from such other Carriage, or who wrongfully in a forcible manner prevents or endeavours to prevent the driver of any other Carriage from being hired, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees.

[Penalty for leaving Carriage without control.]

XIII. If the driver of a Carriage registered under this Act leave the same without some proper person to take care of it in any street or at any place of public resort or entertainment, whether it be hired or not, he shall be liable on conviction to a fine not exceeding twenty Rupees, and any Police Constable may drive such Carriage to a place of safety.

[Penalty for taking more than legal fare.]

XIV. Any proprietor or driver of a Carriage, the fares for which are fixed by this Act, who shall take as a fare a larger sum than he is authorized by

কমিস্যানর সাহেব সময়ে২ নিরূপণ করিবেন। এই আইনমতে যে গাড়ি রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার গাড়ওয়ান গাড়ি ভাড়া দিবার জন্যে যদি পোলীসের কমিস্যানর সাহেবের নিরূপিত স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থানে দাঁড়ায় কি আস্তে করিয়া চলে, ও তাহাতে সরকারী কোন রাস্তায় কি পথে কি স্থানে যাইবার পথ বন্দ করায়, তবে তাহার দশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[দাঁড়াইবার নিরূপিত স্থানে গাড়ি থাকিলে গাড়ওয়ান তাহা ভাড়া দিতে স্বীকার না করিলে তাহার দণ্ডের কথা।]

১০ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ি পোলীসের কমিস্যানর সাহেবের নিরূপিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে কিম্বা ভাড়ার নিমিত্তে সরকারী রাস্তায় চলিলে, যে জন তাহা ভাড়া করিয়া লন কি লইতে চাহেন, সেই জন ঐ গাড়ি যে নগরে কি মোকামে থাকে তাহার কোন স্থানে গাড়ওয়ানকে চালাইতে বলিলে, যদি সেই গাড়ওয়ান উপযুক্ত ওজর না থাকিতেও যাইতে নারাজ হয় কি কসুর করে, তবে তাহার কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[অতিবেগে হাঁকাইবার ও অমনোযোগে ক্ষতি করিবার ও জানিয়াশুনিয়া অনুচিত কর্ম্ম করিবার ও মাতাল হইবার ও ঠেঁটামী করিবার দণ্ড।]

১১ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ির গাড়ওয়ান যদি কৌতুকে কি অতিবেগে হাঁকাইবার দোষী হয়, কিম্বা অমনোযোগে কি জানিয়াশুনিয়া অনুচিত কর্ম্ম করাতে যদি কিছু অপকার কি নোকসান করে, কিম্বা কর্ম্ম করিবার সময়ে যদি মাতাল হয়, কিম্বা ঠেঁটামীরূপে কথা কহে কি অঙ্গভঙ্গী করে কি মন্দ কথা উচ্চারণ করে কি অন্য প্রকারে অনুচিত কর্ম্ম করে, তবে তাহার কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক। ও কিছু অপকার কি নোকসান করিলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ অপকারের কি নোকসানের পরিশোধে ঐ গাড়ির স্বামির পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত দিবার হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

[গাড়ওয়ানের রাস্তা বন্দ করিবার কথা।]

১২ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ির গাড়ওয়ান যদি ভাড়া দিবার নিমিত্তে ঐ গাড়ি কোন রাস্তার আড়ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখে, কিম্বা অন্য কোন গাড়ির পার্শ্বে দাঁড় করায়, কিম্বা অক্লেশে অন্য কোন গাড়ির যাইবার পথ ছাড়িতে পারিলে যদি ছাড়িতে নারাজ হয়, কিম্বা অন্য কোন গাড়ির গাড়ওয়ান কোন লোককে উঠাইয়া লইতে কি নামাইয়া দিতে চাহিলে যদি তাহার বাধা কি বারণ করে, কিম্বা অন্যায়মতে জোর করিয়া অন্য কোন গাড়ির গাড়ওয়ানকে ভাড়া লইতে বারণ করে কি বারণ করিতে উদ্যোগ করে, তবে তাহার কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[কোন কাহার জিম্মায় গাড়ি না রাখিয়া চলিয়া যাইবার দণ্ড।]

১৩ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ি ভাড়া করিয়া দেওয়া গেলে কি না গেলেও, যদি গাড়ওয়ান কোন উপযুক্ত লোকের জিম্মায় গাড়ি না দিয়া কোন রাস্তায় কি সাধারণ লোকেরদের যাওয়াআসার কোন স্থানে কি কৌতুকাদির স্থানে রাখিয়া চলিয়া যায়, তবে তাহার কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক, ও পোলীসের কোন সারজন সেই গাড়ি কোন নিরাপদের স্থানে হাঁকাইয়া রাখিতে পারিবেক ইতি।

[আইনমতের ভাড়ার অধিক লইবার দণ্ডের কথা।]

১৪ ধারা। এই আইনমতে যে গাড়ির যত ভাড়া স্থির হইয়াছে তাহার কোন স্বামী কি গাড়ওয়ান আইনমতে যত ভাড়া লইতে পারে তাহার অধিক যদি লয়

law to take, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees, and the Magistrate shall order the amount of such overcharge to be forthwith paid to the party aggrieved. In default of payment such amount shall be recoverable as a fine.

তবে তাহার কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক, ও অধিক যত লওয়া গেল তাহা যাহার স্থানে লওয়া গিয়াছে তাহার হাতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম করিবেন। তাহা না দেওয়া গেলে জরীমানার মতে উসুল হইতে পারিবেক ইতি।

[Deposit may be demanded for waiting. Penalty for refusing to wait or going away before expiry of time for which deposit has been made, or not accounting for deposit.]

[গহেরীর জন্যে আমানৎ লইবার কথা ও যত কালের গহেরীর জন্যে আমানৎ দেওয়া গেল তত কাল না থাকিবার কি সেই কাল না ফুরাইলেও চলিয়া যাইবার কিম্বা আমানতের নিকাশ না দিবার দণ্ডের কথা।]

XV. Any driver of a Carriage registered under this Act, if required to wait with such Carriage at any place (after he has been hired) for a longer time than one hour, may demand a reasonable sum, as a deposit from the person hiring and requiring him to wait, over and above the sum to which he is entitled for driving to such place. Any driver of a hired Carriage refusing to wait or going away before expiration of the time for which the deposit offered or made shall be a sufficient compensation, or refusing to account for such deposit when paid, shall be liable to a fine not exceeding fifty Rupees.

১৫ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ির ভাড়া হইলে, যদি গাড়ওয়ানকে গাড়ি লইয়া এক ঘণ্টার অধিক কাল কোন স্থানে থাকিবার হুকুম হয়, তবে যে জন ঐ গাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও থাকিবার হুকুম করেন তাঁহার স্থানে গাড়ওয়ান ঐ স্থানপর্য্যন্ত হাঁকাইবার নিমিত্তে যত পাইতে পারে, তাহার অধিক উপযুক্ত কিছু আমানৎস্বরূপে চাহিতে পারিবেক। ও যত কালের গহেরীর উপযুক্ত টাকা কি পয়সা দিবার প্রস্তাব হইল কি দেওয়া গেল, তত কাল যদি সেই ভাড়া-করা গাড়ির গাড়ওয়ান থাকিতে না চাহে, কিম্বা সেই কাল না ফুরাইলেও যদি চলিয়া যায় কিম্বা সেই আমানৎ দেওয়া গেলে পর যদি তাহার নিকাশ না দেয়, তবে তাহার পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[Penalty for refusing to pay legal fare.]

[আইনমতের ভাড়া দিতে স্বীকার না করিবার দণ্ডের কথা।]

XVI. If any person hiring a Carriage registered under this Act refuse to pay on demand to the proprietor or driver of such Carriage the fare legally payable or (if the Carriage be a Carriage not plying for hire in the public streets) the sum agreed to be paid, such fare, or sum may be recovered before a Magistrate as a fine, together with such compensation to the proprietor or driver for loss of time in attending before the Magistrate as to the Magistrate seems reasonable.

১৬ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ি কোন লোক ভাড়া লইলে, সেই গাড়ির স্বামী কি গাড়ওয়ান আইনমতে যত ভাড়া পাইতে পারে তাহা চাহিলেও যদি সেই লোক তাহা দিতে স্বীকার না করেন, কিম্বা সেই গাড়ি সরকারী রাস্তায় ভাড়ার নিমিত্তে চলিবার গাড়ি না হইলে, সেই লোক যত দিতে করার করিয়াছেন তত যদি না দেন, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সেই ভাড়া কি টাকা জরীমানার মতে আদায় হইতে পারিবেক, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির থাকিতে ঐ স্বামির কি গাড়ওয়ানের যত সময় হরণ হয় তাহার পরিশোধে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যত উপযুক্ত জ্ঞান করেন ততও পাইতে পারিবেক ইতি।

[Penalty for wilful injury to Carriage.]

[গাড়ির নোকসান করিবার দণ্ডের কথা।]

XVII. Any person using a Carriage registered under this Act, who wilfully injures the same, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees, and shall also pay to the proprietor of the Carriage compensation for the injury. The amount of such compensation shall be ascertained by a Magistrate, and shall be recoverable as a fine.

১৭ ধারা। এই আইনমতের কোন গাড়িতে যদি কেহ চড়িয়া তাহার জানিয়াশুনিয়া নোকসান করেন, তবে তাঁহার কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ও তদ্ভিন্ন গাড়ির স্বামিকে তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবেক। ক্ষতিপূরণের যত টাকা দিতে হইবেক তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেব নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও তাহা জরীমানার মতে উসুল হইতে পারিবেক ইতি।

[All property found in registered Carriages to be made over to Police.]

[রেজিষ্টরীকরা গাড়িতে কিছু জিনিসপত্র পাওয়া গেলে তাহা পোলীসের হাতে দিবার কথা।]

XVIII. All property left in any Carriage registered under this Act shall be deposited by the driver at the nearest Police Station within twenty-four hours if not sooner claimed by the owner, such property to be returned to the person who shall prove to the Commissioner of Police that the same belonged to him, on payment of all expenses reasonably incurred, or of such reasonable sum to the driver as the Commissioner shall award.

১৮ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়িতে কিছু জিনিসপত্র ভুলিয়া ফেলিয়া গেলে পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি ঐ জিনিসের স্বামী তাহা চাহিয়া না লইয়া যান, তবে গাড়ওয়ান ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পোলীসের অতি নিকট থানায় তাহা দাখিল করিবেক। পরে কোন লোক ঐ জিনিস আপনার বলিয়া পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রমাণ করিলে, তিনি ন্যায়মতের সকল খরচ দিলে, কিম্বা কমিস্যনর সাহেব গাড়ওয়ানের উপযুক্ত বলিয়া যত দিতে কহেন তাহা দিলে, ঐ জিনিস ফিরিয়া পাইতে পারিবেন ইতি।

[Disputes to be settled by Magistrate.]

[বিবাদ হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাহা মিটাইয়া দিবার কথা।]

XIX. In case of any dispute between the hirer

১৯ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন

and driver of a Carriage registered under this Act, the hirer may require the driver to drive to the Police Court of the Town or Station where the dispute may arise, when the complaint may be determined by a Magistrate without summons, or, if no Magistrate be at that time sitting, then to the nearest Police Station, when the complaint shall be entered and tried by a Magistrate at his next sitting.

[Proprietors of Carriages to be summoned to appear and produce the drivers. On neglect on second summons Magistrate may proceed.]

XX. When a complaint is made before a Magistrate against the driver of a Carriage registered under this Act for any offence committed by him against the provisions of this Act, such Magistrate shall forthwith summon the proprietor of the Carriage personally to appear, and to produce the driver of such Carriage to answer the complaint. If such proprietor being duly summoned, shall neglect or refuse personally to appear, or to produce the driver according to such summons, without a reasonable excuse to be allowed by the Magistrate, he shall be liable to a penalty not exceeding forty Rupees, and so from time to time as often as he shall be so summoned, until such driver shall be produced by him. Provided always that if such proprietor shall neglect or refuse to appear and produce such driver on the second or any subsequent summons requiring him so to do, without a reasonable excuse to be allowed as aforesaid, it shall be lawful for the Magistrate to proceed to hear and determine the complaint in the absence of the proprietor and driver, or of either of them, and to give judgment against such proprietor for the fine incurred by reason of such offence.

[Palankeens.]

XXI. No Palankeen shall ply for hire within any of the said Towns or Stations unless duly registered at the Police Office. The Register shall state the number assigned to the Palankeen, and the name and residence of the owner. The registration shall be in force for one year, and every change of ownership within that time shall be therein noted. A fee of one Rupee shall be paid on registration. The owner of every such Palankeen shall cause to be painted on a conspicuous part of it the registered number thereof. The owner of every Palankeen, plying for hire without being duly registered or not having the prescribed number painted on it, shall be liable to a fine not exceeding twenty Rupees.

[Commissioner of Police may refuse to register Palankeen.]

XXII. The Commissioner of Police may refuse to register any Palankeen, or may cancel the registration thereof, whenever it may appear to him to be

গাড়ি যিনি ভাড়া করিয়া লন তাঁহার ও গাড়ওয়ানের মধ্যে কিছু বিবাদ হইলে, যে নগরে কি মোকামে বিবাদ হয়, ঐ ভাড়ালওনিয়া ব্যক্তি গাড়ওয়ানকে সেই নগরের কি মোকামের পোলীসের আদালতে গাড়ি হাঁকাইতে হুকুম করিতে পারিবেন। তাহাতেম াজিষ্ট্রেট সাহেব সমন জারী না করিয়া ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। কিম্বা সেই সময়ে যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব না বসিয়া থাকেন, তবে গাড়ওয়ানকে পোলীসের অতিনিকট থানায় গাড়ি চালাইতে হুকুম করিতে পারিবেন, সেই স্থানে নালিশ করা যাইবেক, ও তাহার পর মাজিষ্ট্রেট সাহেব বৈঠক করিলে ঐ বিবাদের বিচার করিবেন ইতি।

[গাড়ির স্বামির নামে হাজির হইবার ও গাড়ওয়ানকে উপস্থিত করাইবার সমনের কথা। দ্বিতীয়বারের সমনও না মানিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তি করিবার কথা।]

২০ ধারা। এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে কোন অপরাধের বাবৎ যদি এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন গাড়ওয়ানের নামে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে নালিশ হয়, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব অগ্রোপে ঐ গাড়ির স্বামির নামে সমন দিয়া, ঐ নালিশের জওয়াব করিবার জন্যে তাহাকে নিজে হাজির হইতে ও সেই গাড়ির গাড়ওয়ানকে উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন। সেই স্বামির নামে উপযুক্তমতে সমন হইলে, যদি সে নিজে ঐ সমনমতে হাজির হইতে কিম্বা গাড়ওয়ানকে উপস্থিত করিতে কসুর করে কি স্বীকার না করে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহা গ্রাহ্য করেন এমত উপযুক্ত কারণও নাজ নায়, তবে তাহার চল্লিশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক, ও যাবৎ সেই গাড়ওয়ানকে উপস্থিত না করে তাবৎ তাহার নামে যতবার সেই প্রকারের সমন হয় ততবার তাহার সেই জরীমানা হইবেক। কিন্তু স্বামির হাজির হইবার ও সেই গাড়ওয়ানকে উপস্থিত করিবার সমন দ্বিতীয়বার কিম্বা তাহার পর কোন সময়ে দেওয়া গেলে পর যদি সে হাজির হইতে ও গাড়ওয়ানকে হাজির করিতে কসুর করে কি স্বীকার না করে, ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গ্রাহ্য কোন উপযুক্ত কারণ না জানায়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ স্বামির ও গাড়ওয়ানের কি তাহারদের কোন লোকের অনুপস্থানে ঐ নালিশ শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন, ও সেই অপরাধপ্রযুক্ত ঐ স্বামির যত জরীমানা দিতে হয় তাহার হুকুম করিবেন ইতি।

[পালকীর কথা।]

২১ ধারা। পোলীসের দফতরখানায় উচিতমতে রেজিষ্টরী না হইলে, উক্ত কোন নগরে কি মোকামে কোন পালকী ভাড়া লইয়া চলিতে পারিবেক না। পালকীর যে নম্বর দেওয়া যায় তাহা ও তাহার স্বামির নাম ও বাসস্থান রেজিষ্টরে লিখিতে হইবেক। সেই রেজিষ্টরী এক বৎসরপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক। ও সেই কালের মধ্যে নূতন স্বামী হইলে তাহার নামাদি সেই রেজিষ্টরে লেখাইতে হইবেক। রেজিষ্টরী করিবার এক টাকা রসুম লাগিবেক। সেই পালকীর স্বামী ঐ পালকীর রেজিষ্টরীকরা নম্বর তাহার কোন প্রকাশ স্থানে রঙ্গ দিয়া লেখাইবেক। যদি কোন পালকী উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী না হইয়া ও তাহার নিরূপিত নম্বর রঙ্গ দিয়া তাহাতে লেখা না গিয়া ভাড়া দেওয়া যায় তবে তাহার স্বামির কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[পালকী রেজিষ্টরী করিতে পোলীসের কমিসানর সাহেবের নারাজ হইবার কথা।]

২২ ধারা। পোলীসের কমিসানর সাহেবের বিবেচনাতে যদি কোন পালকী কর্ম্মের উপযুক্ত নয়, কিম্বা সাধারণ লোকের চড়িবার কি ব্যবহারের উপযুক্ত নয়, তবে

unserviceable or unfit for public accommodation or use.

[Fares for Palankeens.]

XXIII. The rates or fares for Palankeens registered under Section XXI., shall be fixed in the same manner and with the like sanction as the rates or fares to be paid for Carriages.

[In Calcutta, Bombay, and the Ports of the Straits' Settlements, Passenger Boats to be registered.]

XXIV. No Boat shall ply for passengers in the Ports of Calcutta or Bombay, or in any Port of the said Settlement, unless duly registered at the Police Office. The following particulars shall be entered in the Register.

First.—Number of the Boat.

Second.—Name and residence of the owner, and of the manjee.

Third.—Number of the crew.

Fourth.—Number of persons the Boat is permitted to carry.

[Registration.]

The registration shall be in force for one year; and every change of the owner or manjee within that time shall be therein noted. A fee of one Rupee shall be paid on registration.

[Name of owner or manjee, number, &c., to be painted.]

The owner or manjee of every such registered Boat shall cause to be painted on a conspicuous part of it the registered number thereof, the number of the crew, and the number of passengers permitted to be carried.

[Penalty.]

The owner or manjee of a Boat plying for passengers without being duly registered, or carrying more passengers, or with a less crew, than is stated in the register, or not having the pre-cribed particulars painted on it, shall be liable to a fine not exceeding fifty Rupees.

[Penalty for neglecting or delaying to report accident to a registered Boat attended with loss of life.]

XXV. Whenever any accident shall occur to a Boat registered under this Act, which accident is attended with loss of the life of any one of the crew or passengers, the manjee or if the manjee be not forthcoming, the owner of the Boat shall report the circumstances at the Police Office, and if the manjee or the owner, as the case may be, without lawful excuse, neglect or delay to make such report, he shall be liable to a fine not exceeding fifty Rupees.

[Commissioner may refuse to register unsafe Boats.]

XXVI. The Commissioner of Police may refuse to register any Boat, or may cancel the registration thereof, whenever it may appear to him to be in an unsafe state.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১২ জুলাই।]

তিনি সেই পালকী রেজিষ্টরী করিতে নারাজ হইতে পারিবেন, কিম্বা রেজিষ্টরী হইলে তাহা বাতিল করিতে পারিবেন ইতি।

[পালকীর ভাড়ার কথা।]

২৩ ধারা। গাড়ির ভাড়া যে প্রকারে ও যাঁহার অনুমতিক্রমে স্থির করা যাইবেক, ২১ ধারামতের রেজিষ্টরীকরা পালকীর ভাড়া সেই প্রকারে ও সেই অনুমতিক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।

[কলিকাতায় ও বোম্বাইতে ও মোহনার বসতি স্থানের বন্দরে নৌকার রেজিষ্টরী হইবার কথা।]

২৪ ধারা। কলিকাতার কি বোম্বাইয়ের বন্দরের কিম্বা উক্ত বসতি স্থানের কোন বন্দরের কোন নৌকা পোলীসের দপ্তরখানায় রেজিষ্টরী না হইলে চড়নদারদিগকে লইয়া আসাযাওয়া করিতে পারিবেক না। রেজিষ্টরে এই২ কথা লিখিতে হইবেক।

প্রথম। নৌকার নম্বর।

দ্বিতীয়। স্বামির ও মাজির নাম ও বাসস্থান।

তৃতীয়। তাহাতে যত জন দাঁড়ী থাকে তাহা।

চতুর্থ। নৌকাতে যত জনের চড়িবার অনুমতি হয়।

[রেজিষ্টরী করণের কথা।]

ঐ রেজিষ্টরী এক বৎসরপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক। ও সেই কালের মধ্যে ঐ নৌকার অন্য স্বামী কি মাজি হইলে তাহার নামাদি লেখাইতে হইবেক। রেজিষ্টরী করিবার এক টাকা রসুম লাগিবেক।

[স্বামির কি মাজির নাম ও নম্বরপ্রভৃতি রঙ্গ দিয়া লেখাইবার কথা।]

সেই প্রকারের রেজিষ্টরীকরা প্রত্যেক নৌকার স্বামী কি মাজি ঐ নৌকার রেজিষ্টরীকরা নম্বর, ও তাহাতে যত জন দাঁড়ী থাকে, ও তাহাতে যত জনের চড়িবার অনুমতি হয় তাহা, রঙ্গ দিয়া ঐ নৌকার কোন প্রকাশ স্থানে লেখাইয়া রাখিবেক।

[দণ্ডের কথা।]

কোন নৌকা উপযুক্তমতে রেজিষ্টরী না হইলেও যদি চড়নদারদিগকে লইয়া আসাযাওয়া করে, কিম্বা রেজিষ্টরে যত জন চড়নদার লেখা আছে তাহার অধিক যদি লয়, কি যত জন দাঁড়ী লেখা আছে তাহার কম যদি থাকে, কিম্বা উপরের নির্দ্দিষ্ট কথা তাহাতে রঙ্গ দিয়া লেখা না থাকে, তবে সেই নৌকার স্বামির কি মাজির পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[কোন রেজিষ্টরী নৌকার দুর্ঘটনা হইয়া তাহাতে লোক মারা পড়িলে তাহার রিপোর্ট করিতে কসুর কি বিলম্ব করিবার দণ্ডের কথা।]

২৫ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন নৌকার কিছু দুর্ঘটনা হইয়া যদি তাহাতে কোন মাজি কি দাঁড়ী কি চড়নদার মারা পড়ে, তবে মাজি, কিম্বা মাজি না পারিলে নৌকার স্বামী সেই দুর্ঘটনার বেওরার রিপোর্ট পোলীস আফীসে করিবেক। ও মাজি কিম্বা বিষয়বিশেষে স্বামী যদি উপযুক্ত ওজর না থাকিতেও সেই প্রকারের রিপোর্ট করিতে কসুর কি বিলম্ব করে, তবে তাহার পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক ইতি।

[অনুপযুক্ত নৌকা রেজিষ্টরী করিতে কমিস্যনর সাহেবের নারাজ হইবার কথা।]

২৬ ধারা। কোন নৌকা নিরাপদে চলিতে পারিবেক না পোলীসের কমিস্যনর সাহেবের এমত বিবেচনা হইলে তিনি সেই নৌকা রেজিষ্টরী করিতে নারাজ হইতে পারিবেন ও রেজিষ্টরী হইলেও তাহা বাতিল করিতে পারিবেন ইতি।

[Fares for Boats.]

XXVII. The rates or fares for Boats registered under Section XXIV. and plying for passengers in any of the said Ports, shall be fixed in the same manner and with the like sanction as the rates or fares to be paid for Carriages in the Town or Station to which such Port belongs.

[Disputes concerning fares for Boats and Palahkeens to be settled by a Magistrate.]

XXVIII. In case of any dispute concerning the fare payable for any Boat or any Palankeen registered under this Act, the same may be settled by a Magistrate; and the provisions of Section XX. shall be applicable in such case.

[Adjudication of penalties.]

XXIX. All offences against this Act shall be heard and determined by a Police Magistrate. The provisions of Act XIII. of 1856, relating to the adjudication of fines and penalties and the enforcing payment thereof, shall apply to fines and penalties imposed under this Act, and to all sums of money hereby made recoverable as fines.

[Interpretation.]

XXX. The following words and expressions in this Act shall have the meanings hereby assigned to them, unless there be something in the subject or context repugnant to such construction (that is to say),

["Magistrate."]

The word "Magistrate" in this Act shall mean a Magistrate of Police appointed under Act XIII. of 1856, acting for the Town or Station where the matter requiring the cognizance of the Magistrate arises.

["Commissioner of Police."]

The words "Commissioner of Police" shall mean the Commissioner of Police so appointed and acting.

[Number.]

Words importing the singular number shall include the plural number, and words importing the plural number shall include the singular number.

[Gender.]

Words importing the masculine gender shall include females.

["Town."]

The word "Town" shall include all places within the local limits of the jurisdiction of Her Majesty's Supreme Courts of Judicature at Calcutta, Madras, and Bombay.

["Station."]

The word "Station" shall mean any of the Stations of Prince of Wales' Island, Singapore, and Malacca.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

[*Government Gazette, 12th July*, 1859.]

[নৌকার ভাড়ার কথা।]

২৭ ধারা। কোন নগরের কি মোকামের গাড়ির ভাড়া যেপ্রকারে ও যে অনুমতিক্রমে নির্দ্ধার্য্য হয়, সেই নগরের কি মোকামের বন্দরের ২৪ ধারামতের রেজিষ্টরীকরা যে সকল নৌকা চড়নদারদিগকে লইয়া আসাযাওয়া করে তাহারও ভাড়া সেই প্রকারে ও সেই অনুমতিক্রমে নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।

[নৌকার ও পালকীর ভাড়ার কথার কিছু বিবাদ হইলে তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের মিটাইবার কথা।]

২৮ ধারা। এই আইনমতের রেজিষ্টরীকরা কোন নৌকার কি কোন পালকীর যত ভাড়া দিতে হইবেক, এই কথা লইয়া যদি কিছু বিবাদ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা মিটাইয়া দিতে পারিবেন। ও এমত স্থলে ২০ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।

[জরীমানার হুকুম করিবার বিধি।]

২৯ ধারা। এই আইন না মানিয়া যে সকল অপরাধ করা যায় তাহা পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। জরীমানার ও অর্থদণ্ডের হুকুম করিবার ও তাহার টাকা উসুল করিবার ১৮৫৬সালের ১৩ আইনের বিধান, এই আইনমতের জরীমানার ও অর্থদণ্ডের উপর ও যে সকল টাকা এই আইনক্রমে জরীমানার মতে আদায় হইতে পারিবেক তাহার উপর খাটিবেক ইতি।

[অর্থের কথা।]

৩০ ধারা। এই আইনের নানা শব্দের ও কথার যে২ অর্থ এই ধারাতে করা যাইতেছে তাহার সেই অর্থ হইবেক। কিন্তু বিষয় কি পূর্ব্বাপর কথা বিবেচনায় যদি সেই অর্থ অসঙ্গত হয় তবে সেই অর্থ হইবেক না।

[মাজিষ্ট্রেট।]

এই আইনেতে "মাজিষ্ট্রেট" এই শব্দেতে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য বিষয় যে নগরে কি মোকামে হয়, তাহাতে কর্ম্মকারি পোলীসের যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৫৬ সালের ১৩ আইনমতে নিযুক্ত হন তাঁহাকে বুঝায়।

"পোলীসের কমিস্যনর সাহেব"।

পোলীসের কমিস্যনর এই শব্দেতে পোলীসের যে কমিস্যনর সাহেব নিযুক্ত হন ও কার্য্য করেন তাঁহাকে বুঝায়।

বচনের কথা।

এক বচনের শব্দেতে বহু বচনের শব্দও বুঝায়। ও বহু বচনের শব্দেতে এক বচনের শব্দও বুঝায়।

লিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ বোধক শব্দেতে স্ত্রীদিগকেও বুঝায়।

নগর।

নগর এই শব্দেতে কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার অন্তঃপাতি সকল স্থানকে বুঝায়।

মোকাম।

মোকাম এই শব্দেতে পুলু পিনাঙ্গ কি সিংহপুর কি মালাকা বুঝায়।

ডবলিউ মর্গান।
কোন্সেলের ক্লার্ক।

John Robinson, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 7.

To the Civil Judges in the Lower Provinces and Deputy Commissioner of Chota Nagpore.

I am directed by the Court to forward for your information, Extract Para. 68 of a Despatch from the Right Honorable the Secretary of State for India, regarding the eligibility of Ameens, appointed under Act. XII. of 1856, to pensions.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 9th April, 1859.

Extract Para. 68 of a Despatch from the Hon'ble the Secretary of State for India, No. 2 of 1859, dated the 6th January.

[Paras. 279, 280. In the absence of any special order from the Court on the subject, have decided that service as an Ameen appointed under Act XII. of 1856 is not to count as service for pension.]

As it appears that Civil Court Ameens, appointed under the Act XII. of 1856 are remunerated by fixed monthly salaries, and that all fees connected with their empolyment are credited to Government, I see no reason for withholding from them the same benefit as regards pensions, as is accorded to other Members of the Uncovenanted Civil Service.

(True Copy,)
J. R. FRASER,
2nd Asst. Register.

ORDERS BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENTS.

The 30th June, 1859.

Moulvie Nizabut Ally Khan, to officiate as Moonsiff of Lushkerpore, during the absence on leave of the incumbent.

Baboo Hurryhur Mookerjea, to be Moonsiff of Kandhee, Zillah Moorshedabad, vice Baboo Ramgopal Shome resigned.

LEAVES OF ABSENCE.

The 30th June, 1859.

Baboo Mudhoosoodun Banerjee, Moonsiff of Lushkerpore, Zillah Sylhet, for three months, on private affairs from the date on which the Mohuram Vacation commences.

Moulvy Gholam Rubbanee, Moonsiff of Ghatial, Zillah Hooghly, for a fortnight, on Medical Certificate, in extension of the leave granted to him under the Court's orders of the 28th ultimo.

A. W. RUSSELL, *Register.*

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১২ জুলাই।]

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৭ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত জজ সাহেব ও ছোটনাগপুরের শ্রীযুত ডেপুটী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের পত্রহইতে গৃহীত ৬৮ দফার কথা তোমার জ্ঞাত হইবার জন্যে সদর আদালতের আজ্ঞামতে পাঠাইতেছি। ১৮৫৬ সালের ১২ আইনমতে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের পেনস্যান পাইতে পারিবার কথা তাহাতে লেখা আছে।

এ ডবলিউ রসেল।
রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৯ আপ্রিল।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৫৯ সালের ৬ জানুআরি তারিখের ২ নম্বরের পত্রের ৬৮ দফা।

(২৭৯, ২৮০ দফা। এই কথা ধরিয়া কোর্টের কোন বিশেষ হুকুম না থাকাতে এই নির্দ্ধার্য্য হইয়াছিল যে, ১৮৫৬ সালের ১২ আইনমতে যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা আমীনী কর্ম্ম যত কাল করেন তত কাল পেনস্যান পাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিবার কালের মধ্যে ধরা যাইবেক না।)

১৮৫৬ সালের ১২ আইনমতে দেওয়ানী আদালতের যে আমীনেরা নিযুক্ত হন তাঁহারা মাসে২ নির্দ্ধারিত বেতন পাইয়া থাকেন ও তাঁহারদের কর্ম্মসম্পর্কে যে সকল রসুম আদায় হয় তাহা সরকারের নামে জমা হইয়া থাকে, অতএব দেওয়ানীর অচিহ্নিত অন্য কার্য্যকারকেরা পেনস্যান পাইবার যে মঙ্গল ভোগ করিতেছেন তাহা তাঁহারদিগকেও না দিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

(যথার্থ নকল।)
জে আর ফ্রেজর।
দ্বিতীয় আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টর।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৩০ জুন।

লস্করপুরের মুনসেফ ছুটী লইয়া যত কাল কর্ম্মে ফিরিয়া না আইসেন তত কাল শ্রীযুত মৌলবী নিজাবৎ আলী খাঁ ঐ স্থানের মুনসেফের কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল সোম আপন কর্ম্মে ইস্তাফা দিয়াছেন তাহাতে শ্রীযুত বাবু হরিহর মুখুয্যা জিলা মুরশিদাবাদের কান্দির মুনসেফ হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৩০ জুন।

জিলা শ্রীহটের লস্করপুরের মুনসেফ শ্রীযুত বাবু মধুসূদন বাঁড়ুয্যা মহরমের বন্দ যে তারিখে আরম্ভ হয় সেই তারিখঅবধি আপন কর্ম্মের নিমিত্তে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

জিলা হুগলীর ঘাটালের মুনসেফ শ্রীযুত মৌলবী গোলাম রব্বানী সদর আদালতের গত মাসের ২৮ তারিখের হুকুমমতে যে ছুটী পান তদতিরিক্ত চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

SALT. নিমক।

মালকারারী হিসাব মৌজুদ নেমক মায় ৪ পরসেণ্ট গোলাহুকি বাবৎ লাগাদ ৩০ জুন সন ১৮৫৯ সাল প্রত্যেক এজেন্সীর ও খালিশ্বার গোলাজাতের।

এজেন্সীর নাম।		সন ১২৬০ সাল মোতাবক ইঙ্গরেজী ১৮৫৩।৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	সন ১২৬১ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৪।৫৫ সাল	সন ১২৬২ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬।৫৭ সাল	সন ১২৬৩ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬।৫৭ সাল	সন ১২৬৪ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৭।৫৮ সাল	সন ১২৬৫ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৮।৫৯ সাল	মৌজুদ নেমকের একুন।
হিজলী।								
পাঙ্গা নেমক ঘাট রসুলপুর।		•	•	•	•	১,৬০০/৩৭	১,৩৬,৭৯৪/৭৭	১,৩৮,৩৯৭।১॥
ঐ কৃষ্ণনগর।		•	•	•	•	৯১,০৭১॥৬॥	১,৮২,৮৭৭/	২,৭৩,৯৪৮॥৬॥
ঐ রামনগর।		•	•	•	১,১৫,১১৭।৫	১,৮২,৫৫৩৭৯	১,২৬,৬২২॥০	৪,২৪,২৯৩৭৪
ঐ উত্তর কালীনগর।		•	•	•	•	৮,৩১৬।৪॥	১,৯৯,৫৯৮/	২,০৭,৯১৪ ৪॥
ঐ পুরীঘাট।		•	•	•	•	১৬,৬৯১/	৮৪,৯৭৭/	১,০১,৬৬৮/
	একুন।	•	•	•	১,১৫,১১৭।৫	৩,০০,২৩৬/৩৭	৭,৩০,৮৬৮॥৭৭	১১,৪৬,২২২/৬॥
তমলুক।								
পাঙ্গা নেমক ঘাট নারায়ণপুর।		•	•	•	•	১,০২৯৭১৭৶	১,২০,০০০/	১,২১,০২৯৭১৭৶
	একুন।	•	•	•	•	১,০২৯৭১৭৶	১,২০,০০০/	১,২১,০২৯৭১৭৶

এজেন্সীর নাম।	সন ১২৬০ সাল মোতাবক ইংরাজী ১৮৫৩। ৫৪ সাল এবং পূর্ব্ব সনহায়ের	সন ১২৬১ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৪। ৫৫ সাল	সন ১২৬২ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৫। ৫৬ সাল	সন ১২৬৩ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৬। ৫৭ সাল	সন ১২৬৪ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৭। ৫৮ সাল	সন ১২৬৫ সাল মোতাবক ইং ১৮৫৮। ৫৯ সাল	মৌজুদ নেমকের একুন।
চট্টগ্রাম।							
পাঙ্গা নেমক বাগখালী ঘাট।	•	•	•	•	১১,২২৯৸০	•	১১,২২৯৸০
পাঙ্গা নেমক সদর ঘাট এজেন্সী।	•	•	•	•	২১,৩৯৭।৩।	•	২১,৩৯৭।৩॥
ঐ আরাকিন।	•	•	•	•	•	•	•
করকচ মান্দ্রাজ।	•	•	•	৩১,৪৪৪/	২ ২১,০৬৮৩৸/	৩৪,৮৬৬॥০	২,৮৭,৩৭২ ।৩৸/
একুন।				৩১,৪৪৪/	২,৫৩,৬৯৬/ ৭ ।/	৩৪৮৬৬॥০	৩,২০,০০৬॥৭ ।/
শালিখা।	•	•	•	•	৬,৯১৪/৫	•	৬,৯১৪/৫
পাঙ্গা নেমক কটক।	•	•	•	•	•	•	•
ঐ বালেশ্বর।	•	•	•	১২ ।০	৫২৭/	•	৫৩৯ ।০
ঐ খোরদা।	•	•	•	•	৭৯৩/	•	৭৯৩/
ঐ চিলকা।	•	•	•	৪,৩২০/	১৩,৬৩১/	•	১৭,৯৫১/
ঐ ঐ নারায়ণপুর।	২,০০,৫২৭॥০	•	•	•	•	•	২,০০,৫২৭॥০
ঐ ঐ বাগুণ্ডী।	•	•	১,৮৪৬/	১,৩৮,১৬৮॥০	•	•	১ ৪০,০১৪॥০
ঐ ঐ ধোলা।	•	•	১,৫৬০/	৭১,০৫৮/	•	•	৭৩,৬১৮/
করকচ মান্দ্রাজ পরমিট।	•	২,৫৯,২৩২৸০	৬,২১,৮৮৬/	•	•	•	৯,৫৯,১১৮৸০
ঐ চিলকা।	•	•	১,৭০৫/	৪,১৫,৮৯১ ।০	১,৭৯,১০০/	•	৫,৯৬,৬৯৬ ।০
ঐ সিন্দ।	•	•	•	•	•	১,৪৭,৮১৭/	১,৪৭,৮১৭/
মিশ্রিত করকচ।	•	•	•	•	•	২,২২৬/	২,২২৬/
পাঙ্গা নেমক পুরী ঘাট।	•	•	•	•	৬২৬/	•	৬২৬/
ঐ রামনগর।	•	•	•	৭৮।৫	•	•	৭৮॥৫
মিশ্রিত পাঙ্গা নেমক।	•	•	•	•	•	৫৬২/	৫৬২/
একুন।	২,০০,৫২৭।০	২,৫৯,২৩২৸০	৭,০১,৩১৭/	৬,৩৮,৮৩৯॥৫	১,৮৭,৯৬০/৫	১,৫০,৬০৫/	২২,৩৮,৫৫২/
আরাকিন।	•	•	•	•	২,৫৭৪/	২৫,৮৮১/	৩৫,৪৫৫/
পাঙ্গা নেমক ঘাট কৈকফু।	•	•	•	•	•	•	•
একুন।	•	•	•	•	২,৫৭৪/	২৫,৮৮১/	৩৫,৪৫৫/
মোট একুন।	২,০০,৫২৭॥০	২,৫৯,২৩২৸০	৭,০১,৩১৭/	৭,৮৫,৪০১/	৭,৫২,৪২৬/৮	১০,৬২,২২১/৭৸	৩৭,৬১,২৬৫॥৫৸

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

এস্তেহারনামা কাছারি নমক চৌকিয়াত সহর কলিকাতা সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ৭ জুলাই।

যেহেতুক অত্রাধীনস্থ কাটি শ্যামবাজারের কফিনদী একটীন জমাদার ও কার্ত্তিক সিংহ চাপরাসীর দ্বারা চলিত মাহার ৫ তারিখে হাটখোলার মোহত্তলীর ঘাটে গলি রাস্তা দিয়া বিনা দলিলে /২ ।/ দুইসের পাঁচ ছটাক প্যাঙ্গা নমক এক ব্যক্তি মুটীয়া একখান চাদোরে বান্দীয়া গোপনে লইয়া যাওয়া কালীন চাপরাসীগণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধৃত করার উদ্যোগী হওয়ায় উক্ত ব্যক্তি চাদোর সহ নমক ফেলাইয়া পলায়ন করায় চাপরাসীগণ ঐ নমক চাদোর সহ চৌকীমূতানুটীর দারোগার নিকট দাখিল করার পর এযাবত কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া উক্ত ধৃতহওয়া নমক ও চাদোরের দাবি করে নাই অতএব সর্ব্ব সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থে এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা যাইতেছে যে পুলিশের বিচারকর্ত্তা যাঁহার সরহদ্দে ঐ নমক ইত্যাদি ধৃত হইয়াছে তিনি সন ১৮১৯ সালের ১৩ আইনের ২১ ধারার বিধিমতে আগত আগষ্ট মাহার ৯ তারিখে পুলিশ আপীশে তদ্বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন যদি কেহ ঐ নমকের দাবি রাখে তবে রীতিমত প্রশংসিতের হুজুরে হাজির হইয়া আপন দাওয়া করে ইতি।

ডবলিউ এ পিকক। কলিকাতার নিমক চৌকির একটিং সুপরিনটেনডেন্ট।

LAND ADVERTISEMENT. ভূমিবিষয়ক ইশ্‌তিহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

এস্তেহারনামা কাছারী কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

এহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার নীচের লিখিত মহাল মালগুজারীর বাকী বাবত ইংরেজী ১৮৫৯ সালের তারিখ ২৮ জুলাই মোতাবেক সন ১২৬৬ বাঙ্গলা তারিখ ১৩ শ্রাবণ রোজ বৃহস্পতিবার এই কালেক্টরীতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৯ ইংরেজী তারিখ ২৯ জুন।

চতুর্থ শ্রেণী অন্য মহালের অর্থাৎ কুতুবদিয়া পরগনার জাফর আলী মুনসীর ইজারার বাকীর নিমিত্তে।

১০৮ নং তৎ ব ছিরহানিফ মালিক জাফরআলী সদর জমা ৫১৩৲

R. Abercrombie, *Offg. Collector.*

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশ্‌তিহার।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মুল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাহিদা দিতে হইবেক ইতি।

	৫॥০ টাকা।
১৮৫৯ সালের ৮ আইন মুল্য	২॥০
১৮৫৯ সালের ১০আইন ঐ	১৲
১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ	॥০
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ	
এককালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মুল্য	৯৲

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন এই যে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনটী আদ্যোপান্ত পাঠান্তে ভালমন্দ ও লাভলোকসানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আইন গ্রহণ করিবেন।

নীচের লিখিত বাঙ্গলা আইন সকল উৎকৃষ্ট কাগজে ও গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অবিকল অনুবাদের সহিত মিলাইয়া চুম্বক সহ যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইয়াছে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন মুল্য। ১॥০

হাল আইনের দ্বারা ইং ১৭৯৩ নাং ১৮৫৯ সালের যে সকল আইন রদ ও মতান্তর হইয়াছে তাহার নিষ্টি (যাহা আইন ব্যবসায়িদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়) মুল্য ॥০

১৮৫৯ সালের ৮ আইন সার ঐ নিষ্টি ২৲

ঐ সনের ৯। ১০ আইন ১৲

ঐ সনের ১১। ১৪ আইন ॥০

উপরোক্ত ৮। ৯। ১০। ১১। ১৪ আইন এক ব্যক্তি লইলে সার ডাকমাসুল সমুদায়ের মুল্য ৩॥০

ইং ১৭৯৩ নাং ১৮৫৯ সালের সমুদায় দেওয়ানী আইন শৃঙ্খলামত রদবদল বাদে ছাপা হইতেছে মুল্য সায় ডাকমাসুল ৫৲

উপরোক্ত পুস্তক সকল সদরাদালতের উকীল শ্রীযুত মৌলবী মহম্মদ এসমাইল সাহেবের আফিসে বা তাঁহার কলিকাতার তালতলার গার্ডিনস লেনের ১৩ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ইতি।

শ্রীআলী আহম্মদ সদরাদালতের উকীল।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য অতি সহজরূপে নির্ব্বাহ করণার্থে সংপ্রতি যে ইং ১৮৫৯ সালের অষ্টম আইন জারী হইয়াছে তাহার অতি শুদ্ধ বাঙ্গলা তরজমা মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে ও ঐ আইনের ইণ্ডেক্স অর্থাৎ খোলাসা সমস্ত ধারার নির্ঘণ্টপত্র সুচকারে বিক্রয়ার্থে স্বতন্ত্র মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে যাঁহারা ঐ আইন ক্রয় করিবেন তাঁহারা ইণ্ডেক্স বিনা মুল্যে পাইবেন। যাঁহার ঐ আপুস্তকে ইণ্ডেক্সের প্রয়োজন হইবেক তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রলাল সোমের নিকট অথবা কলিকাতা চৈতনিয়া সাকিনের শ্রীযুত বাবু গিরিশচন্দ্র দাসের নিকটে মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন ইতি।

আইন পুস্তকের মুল্য	৩৲ তিন টাকা
ইণ্ডেক্স অর্থাৎ খোলাসার মুল্য	১৲ এক টাকা

বিজ্ঞাপন।

যেহেতু নিম্ন লিখিত ১৮৫৯ সালের আইনসমূহের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া সর্ব্ব সাধারণ মানবের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অথচ ঐ সমুদয় আইন এক জিলদে উত্তম অক্ষর ও কাগজে গবর্ণমেণ্টের গেজেটের সহিত ঐক্যতা করিয়া এপর্য্যন্ত কেহই মুদ্রাঙ্কিত করেন নাই, অতএব অতিউত্তম কাগজে ও অক্ষরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের বাঙ্গলা অনুবাদের ঐক্যতায় নিম্ন লিখিত আইন সমস্ত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের আপিসে প্রস্তুত আছে গ্রাহকেচ্ছু মহাশয়েরা মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

	মূল্য
১৮৫৯ সালের ৮। ৯। ১০। ১১। ১৪ আইন এবং ১৭৯৩ সালহইতে যে সকল আইন রদ হইয়াছে তাহার নিষ্টি এক জিলদে	৩।০
১৮৫৯ সালের ৯। ১০ আইন এক জিলদে	১৲
১৮৫৯ সালের ১১। ১৪ আইন এক জিলদে	৸০
১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও রদী আইনের নিষ্টি এক জিলদে	২॥০

নিম্নাঙ্কিত পুস্তকাদি কলিকাতাস্থ আমড়াতলা পূর্ণচন্দ্র যন্ত্রে বিক্রেয় আছে মূল্য পাঠাইলে পাইবেন।

শব্দাম্বুধি ৩৮০০০ শং ২॥০
নূতনাভিধান ২০০০০ ঐ ১৲
অমরার্থ দীধিতি ১॥০
হরিভক্তি বিলাসসটীক ১০৲
সর্ব্বার্থ পূর্ণচন্দ্র ইহাতে অষ্টাদশ পুরাণের অনুবাদ গৌড়ীয় ভাষায় ১ অবধি ১২ সংখ্যাপর্য্যন্ত ৩৲
এবং প্রতিমাসে এক২ খণ্ড প্রকাশ হইতেছে ।০
১৩ নাং ২৪ সংখ্যা অং ২৲
শ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮ স্কন্ধ ৪।০
যোগবাশিষ্ঠ ১নাং২৬ সর্গ ৪
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত, প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা, ১ খণ্ড ৪
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রং ২
আরব্যোপাখ্যান, ১ নাং ৫, পঞ্চম খণ্ডে ৫
অপূর্ব্বোপাখ্যান, ২১ প্রং ২
বত্রিশ সিংহাসন, গদ্য ১
আত্মকৃত ইংবাং ডিক্সনরি অর্থাৎ ইং শব্দের ইং ও বাং অর্থসম্বলিত ৭২০ পৃষ্ঠা এ প্রকার ডিক্সনরি পূর্ব্বে কখন প্রকাশ হয় নাই ৫
শিবসংকীর্ত্তন ১
ইংরাজী শকুন্তলা ১
প্রবোধচন্দ্র নাটক ১
হিতোপদেশ ইং বাং সং ২
বেদান্তসার ১
কাজীর বিচার ॥০
অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর মানসিংহ চোরপঞ্চাশত এক জেলদ ১০ খণ্ড প্রতিমূর্ত্তি ১
রোবক ও হকিম মৌলবী আবদল মজিদকৃত পারস্য ভাষার অভিধান ৪০
রিচার্ডসন কৃত ইং পারস্য এবং পারস্য ওইংডিকসনরি ২ বালম ৫০
রোম দেশীয় ইতিহাস ৬৲
গ্রীক দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ইংলণ্ড দেশীয় ঐ ঐ ৩৲
ভারতবর্ষীয় ঐ ঐ ৩৲
ন্যায়দর্শন ২॥০
কেরি বাংইংডিক্সনরি ৫০৲
জেকবের লা, ডিক্সনরি ১০৲
পূর্ণচন্দ্রোদয় এবং সংস্কৃত মূল পুরাণাদির ভাষাসহিত ২০০পৃষ্ঠা মাসিক ১বাং ৮৲
চিকিৎসাসার ১।০
কোলব্রুকের অমরকোষ ৮৲
ঐ ব্যবস্থা ... ২৪৲
ঐ হিন্দুলা ... ২৪৲
ঐ মেকনাটন ২০৲
গবর্ণমেণ্ট আইন ইং১৭৯৩ নাং ১৮৩৩, ৯বালম ১০০৲
শব্দসাধন মুক্তাবলী ২৲
চমৎকার হিরাজাদ ... ১৲
আলালের ঘরের দলাল ৸০
মাজিস্ট্রেটীয় উপদেশ ৬৲
নানাপ্রকার মুদ্রাঙ্কন লৌহ যন্ত্রের আমদানী হইয়াছে

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১২ জুলাই।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মার্স্ম্যান কর্তৃক মুদ্রিত হইল।

PUBLIC LIBRARY, CALCUTTA

গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 19, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ১৯ জুলাই।

DRAFT OF ACT.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 9TH JULY 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 9th July 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 13th of October next:—

A Bill to amend Act VIII. of 1859 *(for simplifying the Procedure of the Courts of Civil Judicature not established by Royal Charter.)*

[Preamble]

WHEREAS it is expedient to amend Act VIII. of 1859 (for simplifying the Procedure of the Courts of Civil Judicature not established by Royal Charter:) It is enacted as follows:—

[Appeal to Sudder Court to be heard by two or more Judges.]

I. From and after the passing of this Act so much of the 332nd Section of Act VIII. of 1859, as enacts that "If the appeal lie to the Sudder Court it shall be heard and determined by a Court consisting of three or more Judges of that Court," shall be repealed, and in lieu thereof the following shall form portion of the said Section:

"If the appeal lie to the Sudder Court, it shall be heard and determined by a Court consisting of two or more Judges of that Court. If the Court consist of two Judges only and there is a difference of opinion upon the evidence and one Judge concur in opinion with the Lower Court as to the facts, the case shall be determined accordingly: if in a Court so constituted there is a difference of opinion upon a point of law, the Judges shall state the point up

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৯ জুলাই।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৯ জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। আগামি অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখের পরে উঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার যে২ আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার, ১৮৫৯ সালের ৮ আইন শুধরাইবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার যে২ আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার ১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধন করা বিহিত। এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[সদর আদালতে যে আপীল হয় তাহা দুই কি অধিক জন জজ সাহেবের শুনিবার কথা।]

১ ধারা। "আপীল যদি সদর আদালতে হয়, তবে ঐ আদালতের তিন জন কি অধিক জন জজ সাহেব এজলাস করিয়া তাহা শুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন" এই যে বিধান ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩২ ধারাতে আছে তাহা এই আইন জারী হইবার সময়াবধি রদ হইবেক। ও তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত কথা ঐ ধারার এক ভাগ হইবেক।

"যদি সদর আদালতে আপীল হয় তবে ঐ আদালতের দুই কি অধিক জন জজ সাহেব এজলাস করিয়া তাহা শুনিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন। দুই জন জজ সাহেবের এজলাস হইলে যদি মোকদ্দমার প্রমাণ দেখিয়া উঁহারদের মতের অনৈক্য হয়, ও হালাতের বিষয়ে যদি উঁহারদের এক জনের মত অধঃস্থ আদালতের মতের সঙ্গে মিলে, তবে তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। সেই প্রকারের কোন এজলাসে যদি আইনঘটিত কথা ধরিয়া মতের অনৈক্য হয়, তবে যে কথায়

CALCUTTA PUBLIC LIBRARY

on which they differ, and the case shall be re-argued upon that question before one or more of the other Judges and shall be determined according to the opinion of the majority of the Judges of the Sudder Court."

[Procedure on receiving application for execution of decree.]

II. From and after the passing of this Act, the 215th Section of the said Act shall be repealed, and in lieu thereof the following shall be the 215th Section:—

"The Court, on receiving any application for execution of a decree containing the particulars above mentioned or such of them as may be applicable to the case, shall enter a note of the application and the date on which it was made in the Register of the suit. If it shall be shown to the Court that the particulars do not correspond with the original decree, the Court shall either return the application for correction to the person making it, or shall, with the consent of such person, cause the necessary correction to be made. If the application be admitted, the Court shall order execution of the decree according to the nature of the application."

[Extension of Act to Non-Regulation Provinces.]

III. When under the provisions of Section 385 of the said Act the Act is extended to any part of the territories not subject to the general Regulations of Bengal, Madras, and Bombay, it shall be lawful for the Government to which the territory is subordinate to declare that the Act shall take effect therein subject to any restriction, limitation, or proviso which it may think proper. In such case the restriction, limitation, or proviso, shall be inserted in the declaration or notification of such extension. When the Act is extended by the Local Government to any territory subordinate to such Government and such extension is made subject to any restriction, limitation, or proviso, the previous sanction of the Governor General of India in Council shall be requisite.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

অনৈক্য হয় তাহা জজ সাহেবেরা লিখিয়া ব্যক্ত করিবেন, ও সেই কথা লক্ষ করিয়া অন্য এক কি অধিক জজ সাহেবের সম্মুখে ঐ মোকদ্দমার পুনরায় শুওয়াল জওয়াব হইবেক, ও সদর আদালতের অধিক জন জজ সাহেবের যে মত হয় তদনুসারে নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

[ডিক্রী জারীর দরখাস্ত পাওয়া গেলে যাহা করিতে হইবেক তাহার কথা।]

২ ধারা। ঐ আইনের ২১৫ ধারা এই আইন জারী হইবার সময়াবধি রদ হইবেক ও তাহার স্থানে এই ধারা ২১৫ ধারা হইবেক।

"আদালত পূর্ব্বোক্ত বিশেষ কথা সম্বলিত, কিম্বা মোকদ্দমাতে তাহার যত খাটিতে পারে সেই কথা সম্বলিত ডিক্রীজারী করিবার কোন দরখাস্ত পাইলে, ঐ দরখাস্ত পাওয়া যাইবার কথা ও যে তারিখে পাওয়া গেল সেই তারিখ মোকদ্দমার রেজিষ্টরীতে লিখিবেন। সেই সকল বিশেষ কথা আসল ডিক্রীর সঙ্গে মিলে না, ইহা যদি আদালতে দেখান যায়, তবে আদালত তাহা সংশোধন করিবার জন্যে দরখাস্তকারিকে ফিরাইয়া দিবেন, কিম্বা সেই লোকের অনুমতি লইয়া তাহা আদালতে সংশোধন করাইবেন। সেই দরখাস্ত যদি গ্রাহ্য হয় তবে আদালত ঐ দরখাস্তের মর্ম্মমতে ডিক্রী জারী হইবার হুকুম করিবেন।"

[আইনবহির্ভূত প্রদেশে ঐ আইন চালাইবার কথা।]

৩ ধারা। বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই দেশের সাধারণ আইন যে প্রদেশে চলে না এমত কোন প্রদেশে ঐ আইনের ৩৮৫ ধারার বিধানমতে যদি ঐ আইন চলন হয়, তবে ঐ প্রদেশ যে গবর্ণমেণ্টের অধীন থাকে সেই গবর্ণমেণ্ট যে কোন নিষেধ কি সীমা কি বিধান নিরূপণ করা উচিত বোধ করেন সেই নিষেধ ও সেই সীমা ও বিধান মানিয়া ঐ আইন সেই প্রদেশে চলন হয়, এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। এমত স্থলে, ঐ আইন সেই দেশে চলন হইবার ঘোষণাপত্রে কি ইস্তিহারনামায় ঐ নিষেধ কি সীমা কি বিধান ব্যক্ত থাকিবেক। স্থানবিশেষের কোন গবর্ণমেণ্ট যখন সেই স্থানের গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন প্রদেশে ঐ আইন চলন করান, ও কোন নিষেধ কি সীমা কি বিধান বশতঃ সেই আইন চলন করান, তখন তাহাতে হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের অনুমতি প্রথমে পাওয়া আবশ্যক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।
JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE BOARD OF REVENUE.

No. 9.

From the Secretary to the Board of Revenue, L. P., to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 25th April, 1859.

I am directed by the Board of Revenue to enquire whether there is any Khas Mehal Fund in any of the Districts in your Division, and if there be, to request that you will state from what source it arises, under what sanction disbursements are made from it, and whether any accounts of receipts and disbursements is rendered to superior authority.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১৯ জুলাই।]

বোর্ড রেবিনিউর সরক্যুলর অর্ডর।

১ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নিকটে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ২৫ আপ্রিল।

তোমার এলাকার শামিল কোন জিলার মধ্যে খাস মহালের কোন ফণ্ড আছে কিনা এই কথা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞামতে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যদি থাকে তবে তাহার টাকা কিসেতে উৎপন্ন হয়, ও কাহার অনুমতি হইলে ঐ টাকার খরচ হয়, ও জমা খরচের কিছু হিসাব উপরিস্থ কোন কার্য্যকারককে দেওয়া যাইতেছে কি না এই সকল কথা লিখিয়া জানাইতে আদেশ করিতেছি।

ইটি ট্রবর। সেক্রেটারী।

No. 10.

From the Secretary to the Board of Revenue, L. P., to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 7th May, 1859.

The Board of Revenue having been called on by Government for their opinion on the advisability of levying a tax on the fisheries of navigable Rivers, I am directed to request that you will report whether in the navigable Rivers in your Division there are any fisheries held by the Zemindars under the permanent Settlement, and if so, of what description they are; and further, whether there are any fisheries which not being included in the permanent settlement, can be rendered available for the resources of the State. You are requested to reply to this communication by the 20th June next at the latest.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

No. 11.

From the Secretary to the Board of Revenue, to all Commissioners of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 10th May, 1859.

I am directed to request that you will ascertain and report as soon as practicable the practice that prevails in the several Districts of your Division regarding the repayment of sums in deposit under the orders of an Assistant to a Collector who may be in charge of the current duties of the Office—and also whether there is any diff rence when the Assistant has been vested with special powers and when he has not.

2nd. You will also record your own opinion upon the matter.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

No. 12.

From the Secretary to the Board of Revenue, L. P., to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 25th May, 1859.

I am directed by the Board of Revenue to direct your attention to the notice published in the *Government Gazette* of the 21st instant, relative to the sale of estates for arrears of Revenue, and for all demands realizable in the same manner as arrears of Revenue, and to request that you will take especial care that corresponding publication shall be made as far as regards each District of your Division in the Office of the Collector or other Officer duly authorized to hold sales under the Act in the Courts of the Judge, Magistrate, (or Joint Magistrate as the case may be) and Moonsiffs, and at every Thanna station of that District.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

[*Government Gazette, 19th July*, 1859.]

১০ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যানর সাহেবের নিকটে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৭ মে।

যে২ নদীতে নৌকার গমনাগমন হইতে পারে তাহাতে মাছ ধরিবার স্থানে কর বসান উচিত কি না, এই বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর যে মত হয়, তাহা গবর্ণমেণ্ট জানিতে চাহিয়াছেন। অতএব আজ্ঞামতে তোমার নিকটে এই আদেশ করি, তোমার এলাকার শামিল যে সকল নদীতে নৌকার গমনাগমন হয় সেই২ নদীতে জমীদারেরদের ইস্তমরারী বন্দোবস্তমতে কিছু জলকর আছে কি না, ও যদি থাকে তবে তাহা কি প্রকারের হয়, এই কথার রিপোর্ট কর, ও মৎস্য ধরিবার কোন স্থান ইস্তমরারী বন্দোবস্তের মধ্যে ধরা না যাওয়াতে তাহার কিছু কর গবর্ণমেণ্টের নিমিত্তে পাওয়া যাইতে পারে কি না, এই কথার রিপোর্ট কর। এই পত্রের যে উত্তর পাঠাইবা তাহা আগামি জুন মাসের ২০ তারিখপর্য্যন্ত পাঠান না যায়, এই আদেশ হইতেছে।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

---

১১ নম্বর।

অমুক২ এলাকার রাজস্বের সকল শ্রীযুত কমিস্যানর সাহেবের নিকটে বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১০ মে।

আজ্ঞামতে তোমার নিকটে আমার এই আদেশ হইতেছে। কালেকটর সাহেবের আসিস্টাণ্ট সাহেব কালেকটরী কাছারীর চলিত কর্ম্ম করিবার ভার পাইলে, তাঁহার আজ্ঞামতে আমানতী টাকা ফিরিয়া দিবার কার্য্যেতে তোমার এলাকার নানা জিলার মধ্যে যে নিয়ম চলে তাহার রিপোর্ট, ও আসিস্টাণ্ট সাহেব বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে সেই নিয়মের কিছু বৈলক্ষণ্য হয়; কিম্বা পাইলে কি না পাইলেও সমান নিয়ম হয় এই২ কথার রিপোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় কর।

২। আরো সেই কথায় তোমার যে মত হয় তাহাও লিখিয়া জানাইবা।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

---

১২ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যানর সাহেবের নিকটে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৫৯ সাল ২৫ মে।

বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞামতে তোমার নিকটে এই আদেশ হইতেছে। বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ও অন্য যে সকল দাওয়ার টাকা বাকী মালগুজারীর ন্যায় উসুল হইতে পারে তাহার নিমিত্তে, মহালের নীলামের কথার যে ইশ্তিহার বর্ত্তমান মাসের ২১ তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তাহাতে মনোযোগ কর। ও তাহার সমান এক২ ইশ্তিহার তোমার এলাকার প্রত্যেক জিলার কালেকটরী কাছারীতে, কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ আইনমতের নীলাম করিতে উচিতমতে ক্ষমতাপন্ন হন্ তাঁহার কাছারীতে, ও সেই২ জিলার জজ সাহেবের ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিষয়বিশেষে জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও মুনসেফেরদের কাছারীতে, ও প্রত্যেক থানায় প্রকাশ হয়, ইহাতে বিশেষমতে মনোযোগ কর।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

No 13.

From the Secretary to the Board of Revenue, L. P., to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 17th May, 1859.

With reference to the annexed copy of a letter from Government dated the 4th instant, No. 1100, with its annexure I am directed by the Board of Revenue to request that you will submit a report on the extent and nature of the culturable waste lands in the Districts of your Division at the absolute disposal of Government, and on the conditions on which they should be disposed of to applicants.

2nd. The Board will expect your return to this requisition by the end of July at the latest.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

From A. R. Young, Esq., Secretary to the Government of Bengal, to the Secretary to the Board of Revenue, Fort William, dated the 4th May, 1859, No. 1100.

I am directed to forward herewith a copy of a letter No. 866, dated the 27th ultimo, with its enclosure, from the Secretary to the Government of India in the Home Department, and to request that the Board of Revenue will be good enough to submit a Report on the extent and nature of the culturable land at the absolute disposal of Government in the Lower Provinces, and the conditions on which they would suggest that such lands should be disposed of.

From W. Grey, Esq., Secretary to the Government of India, Home Department, to A. R. Young, Esq., Secretary to the Government of Bengal,—No. 866, dated the 27th April, 1859.

With reference to the accompanying Extract (paragraph 4) of a Despatch No. 1, dated the 16th March 1859, from the Right Hon'ble the Secretary of State for India, I am directed to request that, with the permission of the Hon'ble the Lieutenant-Governor, steps may be taken to procure accurate information in regard to the extent and nature of the culturable land which is at the absolute disposal of the Government, within the limits of the Lieutenant-Governorship of Bengal, and also as to the conditions on which such lands might properly and expediently be disposed of to persons desirous of bringing them into cultivation.

Extract from a Despatch from the Right Hon'ble the Secretary of State for India in the Revenue Department, No. 1, dated the 16th March, 1859.

Para. 4. I observe it stated in the papers which accompany your letter under reply, that the extent of culturable land in the Punjab at the absolute dis-

১৩ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিসানর সাহেবের নিকটে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৭ মে।

গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখের ১১০০ নম্বরের পত্রের ও তাহার সঙ্গে প্রেরিত পত্রের যে নকল পাঠাইতেছি, তাহার উপলক্ষে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞামতে তোমার নিকটে এই আদেশ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছামতে যাহার পাট্টাপ্রভৃতি দিতে পারেন চাষ করিবার যোগ্য এমত যত ভূমি তোমার এলাকার নানা জিলার মধ্যে পতিত আছে তাহার যে পরিমাণ, ও তাহা যে প্রকারের হয়, ও কেহ তাহা লইতে চাহিলে তাহা যে নিয়মমতে তাহাকে দিতে হয়, এই সকল কথার রিপোর্ট পাঠাও।

২। এই আদেশপত্রমতে তোমার যে রিপোর্ট হয় তাহা অতিশীঘ্রে জুলাই মাসের শেষপর্য্যন্ত বোর্ডের সাহেবেরা পাইবার অপেক্ষা করিবেন।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত এ আর ইয়ং সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সালের ৪মে তারিখের ১১০০ নম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের গত মাসের ২৭ তারিখের ৮৬৬ নম্বরের পত্রের এক কেতা নকল, ও তাহার সঙ্গে প্রেরিত পত্রের নকল আজ্ঞামতে তোমার নিকটে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছামতে যাহার পাট্টাপ্রভৃতি দিতে পারেন চাষ করিবার যোগ্য এমত যত ভূমি বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে আছে, তাহার যে পরিমাণ, ও তাহা যে প্রকারের হয় তাহার রিপোর্ট বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা করেন, ও সেই জমীর পাট্টাপ্রভৃতি যে নিয়মমতে দিবার পরামর্শ করেন তাহারও রিপোর্ট করেন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত এ আর ইয়ং সাহেবের নামে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত ডবলিউ গ্রে সাহেবের ১৮৫৯ সালের ২৭ আপ্রিল তারিখের ৮৬৬ নম্বরের পত্র।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৫৯ সালের ১৬ মার্চ তারিখের ১ নম্বরের পত্রহইতে গৃহীত যে ৪ দফার নকল ইহার সঙ্গে পাঠাইতেছি তাহার উপলক্ষে আমি আজ্ঞামতে এই আদেশ করিতেছি। গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছামতে যাহার পাট্টাপ্রভৃতি দিতে পারেন চাষ করিবার যোগ্য এমত যত জমী বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের এলাকার সীমামরহদ্দের মধ্যে আছে, তাহার যত পরিমাণ, ও তাহা যে প্রকারের হয় ও কোন লোকেরা তাহা চাষ করিতে চাহিলে তাহা উপযুক্ত ও বিহিত যে নিয়মমতে তাহারদিগকে দেওয়া যাইতে পারে, এই সকল কথা অতি যথার্থরূপে অবগত হইবার উপায় শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেবের অনুমতি লইয়া কর।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৯ সালের ১৬ মার্চ তারিখের ১ নম্বরের পত্রহইতে গৃহীত ৪ দফা। তোমার যে পত্রের উত্তর এখন লিখিতেছি সেই পত্রের সঙ্গে কতক কাগজপত্র আসিয়াছিল তাহার মধ্যে এই কথা আছে, "গবর্ণমেণ্ট যাহার স্বেচ্ছামতে

posal of the Government is very limited. With reference to applications which may be made in this country for grants of land under such conditions as, after considering my Dispatch of the 22nd December last, No. 2, you may be prepared to recommend, it is very desirable that Her Majesty's Government should be informed of the extent of land capable of cultivation at the disposal of the Government not only in the Punjab, but throughout British India: and I desire that you will take such steps as may be necessary for obtaining that information, you will then submit it to me in a condensed form, accompanied by a statement of the conditions which, having regard to the difference in the systems of Revenue administration prevailing in the respective localities, you would recommend for disposing of such lands, either for terms of years, or in perpetuity, to persons desirous of bringing them into cultivation. Your Report should distinguish, as far as possible, the present state of these culturable tracts; whether they are covered with timber forests or consist of grass plains interspersed with jheels capable of being drained; or if they are tracts requiring expensive artificial means to make them productive. Her Majesty's Government will then be enabled to afford to applicants in this country an amount of information respecting the facilities offered to persons proposing to settle in India for agricultural purposes, which they are not now in a condition to furnish. All such applicants will of course be required to make their arrangements, with regard to the occupation of land, with the local Authorities.

(Signed) T. JONES,
Register, Bengal Secretariat.

Board of Revenue, L. P.,
Fort William, the 17th May, 1859.

(True Copy,)

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

No. 14.

From the Secretary to the Board of Revenue, L. P., to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 19th May, 1859.

I am directed to request that as the new Sale Law Act XI. of 1859 is now in force, you will direct your subordinates to keep an accurate Memorandum of all the applications made to them under Sections X., XI., XV., XXXVIII. et seq. XLIII. and XLIV. of the Act.

2nd. The forms in which the Registers are to be kept up will be communicated hereafter.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

[*Government Gazette, 19th July, 1859.*]

পাট্টাপ্রভৃতি দিতে পারেন, চাষ করিবার যোগ্য এমত জমী পঞ্জাবে অতিঅল্প আছে"। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখের আমার ২ নম্বরের পত্র বিবেচনা করিলে পর তুমি যে নিয়মের পরামর্শ করিয়া থাকিবা, সেই নিয়মমতে এই দেশের অনেক লোক জমী লইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। এই কারণে কেবল পঞ্জাবে নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত তাবৎ দেশের মধ্যে চাষ করিবার উপযুক্ত যত জমীর পাট্টাপ্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছামতে দিতে পারেন তাহার পরিমাণ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর গবর্ণমেণ্টের অবগত থাকা উচিত। অতএব সেই সম্বাদ জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে তোমার যে উপায় করা আবশ্যক তাহা করিয়া তাবৎ কথা সংক্ষেপরূপে লিখিয়া আমার নিকটে পাঠাও। ও নানা স্থানে রাজস্বসম্পর্কীয় কার্য্যের যে নানা নিয়ম চলন থাকে তাহা বুঝিয়া, ঐ জমীতে আবাদ করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগকে মিয়াদী কি মৌরুসী পাট্টা দিয়া সেই জমী দিতে হয় কি না, ইহার যে পরামর্শ দিতে চাহ তাহা লিখিয়া জানাও। আর চাষ করিবার উপযুক্ত সেই সকল জমীর বর্ত্তমান যে অবস্থা আছে, অর্থাৎ তাহাতে গুঁড়ি কাঠের উপযুক্ত বৃক্ষের বন থাকে, কিম্বা নরদমা করিলে যাহার চাষ হইতে পারে এমত ঝিলকাটা মাঠ, কিম্বা অনেক টাকা খরচ না হইলে যাহার উপযুক্ত হইতে পারে না এমত জমীইত্যাদি সকল কথা তোমার রিপোর্টে সাধ্যমতে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। তাহা করিলে এই দেশের যে সাহেবেরা ক্ষেত্রের চাষাদি করিবার জন্যে ভারতবর্ষে গিয়া বসতি করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীশ্রীমতীর গবর্ণমেণ্টের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারদের যত লব্ধাদি হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবেক। এইক্ষণে তাহা করিবার উপায় নাই। যাঁহারা উক্ত প্রকারের কিছু জমী লইতে চাহেন, স্থানবিশেষে যে কার্য্যকারক সাহেবেরা থাকেন তাঁহারদের সঙ্গে তাঁহারদের ঐ ভূমির ভোগদখল করিবার নিয়ম করিতে হইবেক।

টি জোন্স। রেজিষ্টর।
বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়াট।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ১৭ মে।

(যথার্থ নকল।)

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

---

১৪ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেবের নিকটে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৯ মে।

মহালের নীলাম হইবার নূতন আইন অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১১ আইন এইক্ষণে চলন আছে। অতএব তোমার নিকটে আমার এই আদেশ করিতে আজ্ঞা হইয়াছে। ঐ আইনের ১০ ও ১১ ও ১৫ ও ৩৮ প্রভৃতি ধারা ও ৪৩ ও ৪৪ ধারামতে যে সকল দরখাস্ত তোমার অধীন কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে করা যায় তাহার অতিঠিক এক ইয়াদাস্ত বহী তাঁহারদিগকে রাখিতে আদেশ কর।

২। ঐ কথার রেজিষ্টর যে ঢৌলে লিখিতে হইবেক তাহা পরে তোমাকে জ্ঞাত করা যাইবেক।

ই টি ট্রবর। সেক্রেটারী।

instruction in this part of his duty, and the advantage taken of it by the Assistant.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

From E. H. Lushington, Esq., Junior Secretary to the Government of Bengal, to the Secretary to the Board of Revenue, dated the 19th May, 1859, No. 956.

I am directed by the Lieutenant-Governor to forward the annexed extract, paragraph 8, of a letter from the Secretary to the Sub-Committee of the Board of Examiners, of the 4th instant, and to state that His Honor regards the omission brought to notice as important, and he has no doubt the Board will so regard it themselves. The Lieutenant-Governor trusts therefore that such orders may be issued as will correct the cause of complaint.

Extract from a letter from the Secretary to the Sub-Committee of the Board of Examiners, to the Secretary to the Government of Bengal—(No. 16, dated the 4th May, 1859.)

PARA. 8. The Board in conclusion would add for the consideration of the Lieutenant-Governor, that they have reason to apprehend that the Collectors of Districts do not give adequate attention to the instruction of their Assistants in their Office accounts, so as to communicate to them an intelligent acquaintance with the system in force.

(True Copy,)
(Signed) T. JONES,
Register, Bengal Secretariat.

Board of Revenue,
Fort William, the 3rd June, 1859.
(True Copies,)
(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

No. 19.

From the Secretary to the Board of Revenue, L. P., to the Commissioner of Revenue for the Division of

Dated Fort William, the 9th June, 1859.

I am directed by the Board of Revenue to forward copy of a letter from Government No. 1174 dated 12th May 1859, and to request that you will submit to them as soon as possible Tabular Statements of the Khas Mehals in your Division, with columns headed as follows :—

1. No. of Statement
2. No. on Towjee.
3. Name of Mehal.
4. Pergunnah.
5. Jumma of Decennial Settlement.
6. Gross Jumma of last Settlement.
7. Present Net Jumma.
8. Area cultivated.

সেই শিক্ষা গ্রহণ করিতে যেরূপ যত্ন করেন ইহার রিপোর্ট কর।

ই টি ট্রুবর। সেক্রেটারী।

বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী শ্রীযুত ই এচ লশিংটন সাহেবের ১৮৫৯ সালের ১৯ মে তারিখের ৯৫৬ নম্বরের পত্র।

পরীক্ষক বোর্ডের সাহেবেরদের সব-কমিটির সেক্রেটারী সাহেবের বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখের পত্রের ৮ দফা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের আজ্ঞামতে তোমার নিকটে পাঠাইয়া তোমাকে জানাইতেছি যে, ঐ দফাতে যে ত্রুটির কথা আছে তাহা শ্রীযুত অতি গুরুতর জ্ঞান করেন ও বোর্ডের সাহেবেরাও তাহা গুরুতর জ্ঞান করিবেন ইহাতে তাঁহার কিছু সন্দেহ হয় না। সেই ত্রুটির সংশোধন যাহাতে হইতে পারে এমত হুকুম জারী করা যাইবেক শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের এই আশা হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পরীক্ষক বোর্ডের সাহেবরদের সব কমিটির সেক্রেটারী সাহেবের ১৮৫৯ সালের ৪ মে তারিখের ১৬ নম্বরের পত্রের

৮ দফা। শেষতঃ বোর্ডের সাহেবেরা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে এই কথা লিখিতেছেন। হিসাব রাখিবার যে নিয়ম চলন আছে তাহা আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা বুঝিতে অবগত হন এই নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবেরদের দপ্তরখানার হিসাব তাঁহারদিগকে বুঝাইয়া দিতে জিলার কালেক্টর সাহেবেরদের উপযুক্ত মনোযোগ নাই, ইহা বোর্ডের সাহেবেরা কোন কারণে বুঝিতে পাইয়াছেন।

টি জোন্স।
রেজিষ্টর। বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়াট।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৩ জুন।
(যথার্থ নকল।)
ই টি ট্রুবর। সেক্রেটারী।

---

১৯ নম্বর।

অমুক এলাকার রাজস্বের শ্রীযুত কমিসানর সাহেবের নিকটে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৯ জুন।

গবর্ণমেণ্টের ১৮৫৯ সালের ১২ মে তারিখের ১১৭৪ নম্বরের পত্রের এক কেতা নকল বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞামতে তোমার নিকটে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি। তোমার এলাকার মধ্যে যত খাস মহাল আছে তাহার এক ফর্দ্দ নীচের লিখিত কথার ঘর২ করিয়া সাধ্যমতে ত্বরা করিয়া পাঠাও।

১। কৈফিয়তের নম্বর।
২। তৌজীতে মহালের নম্বর।
৩। মহালের নাম।
৪। পরগনা।
৫। দশসনী বন্দোবস্তের জমা।
৬। শেষ যে বন্দোবস্ত হয় তাহার মোট জমা।
৭। এইক্ষণে নিট জমা যত হয়।
৮। কালি করিয়া যত জমীর চাষ হইতেছে।

9. Area uncultivated but culturable.

10. Total Area.

11. Remarks.

2nd. The last heading should shew how the Mehal became the property of the State; the term and nature of the existing settlement; with information whether in case the Mehal is offered for sale to public competition it is likely to fetch a price exceeding at all events the gross assets as ascertained at the last Settlement.

3rd. If there be a large quantity of land out of cultivation in the Mehal, you should give your opinion whether a progressive Jumma should be imposed upon it, and if so at what rate. If from their size or from any other reason you should consider it advisable to divide any Estate previous to sale, you will state the principle upon which the division should be made, the Jumma of each separate division, if it can be given at once from papers in the office, and any other particulars that occur to you as likely to enable the Board and the Government to form an opinion upon your proposal.

4th. In case you deem it inexpedient to sell any of the Mehals your opinion with the reasons for it should be furnished.

5th. In respect to Mehals which are the property of Government having been thrown up as islands in navigable rivers, you should send a copy of the decree of resumption for the Board's examination.

6th. You should send up the return for each District as soon as it is completed; and the Board will expect from you prompt and careful fulfilment of these instructions.

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

From A. R. Young, Esq., Secretary to the Government of Bengal, to the Secretary to the Board of Revenue, No. 1174, *dated Fort William, the* 12*th May,* 1859.

In continuation of my letter No. 1100, dated the 4th instant, I am directed to request that the Board of Revenue will submit a report of their opinion as to the expediency of selling the Zemindaree tenure of all Mehals the property of Government, a measure which suggests itself to the Lieutenant-Governor as very advisable in many points of view.

2. The number of these Estates at the close of 1857-58 was 7,533, from which the demand of Revenue was Rupees 27,70,335, and the collections during the year Rupees 20,41,474.

3. It is generally understood that the management by Government Officers of Estates held Khas, is more expensive, and much less successful, than the management of Estates by private persons generally. Where Estates the property of Government are farmed under temporary leases, the country

২। কালি করিয়া যত জমীর চাষ হয় না কিন্তু হইতে পারে।

১০। সর্বসুদ্ধ কালি করিয়া যত জমী।

১১। মন্তব্য কথা।

২। শেষ ঘরের অর্থাৎ মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে এই২ কথা লিখিতে হইবেক। মহাল যে প্রকারে সরকারের সম্পত্তি হইল। ও এইক্ষণে যে বন্দোবস্ত চলিতেছে তাহার বিবরণ ও ভাব। ও মহাল নীলামে বিক্রয় হইলে শেষ বন্দোবস্ত হইবার কালে তাহার মোট আমদানী যত নির্ণয় হইয়াছে তাহার অধিক অবশ্য পাইবার সম্ভাবনা হয় কি না, এই সকল কথা লিখিয়া জানাইতে হইবেক।

৩। মহালের বহু জমী যদি চাষ না হইয়া থাকে তবে যাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবেক এমত জমা বসান উচিত কি না ও উচিত হইলে কি হারে বসাইতে হয় এই বিষয়ে তোমার যে মত হয় তাহা লিখিয়া জানাও। কোন মহালের পরিমাণ বুঝিয়া কিম্বা অন্য কোন কারণে তাহার নীলাম করিবার আগে বিভাগ করা উচিত বোধ হইলে, যে নিয়মানুসারে ঐ বিভাগ করিতে হয় এই কথা, ও এক২ ভাগের যত জমা তাহা যদি তোমার দফ্তরখানার কাগজপত্র দেখিয়া একেবারে জানাইতে পার তবে সেই জমা, ও বিশেষ অন্য যে কোন কথা অবগত হইলে তোমার প্রস্তাবের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদের ও গবর্ণমেণ্টের মত স্থির করিতে পারিবার সম্ভাবনা হয়, সেই সকল কথা লিখিয়া জানাও।

৪। কোন মহালের নীলাম করা উচিত নয় তোমার যদি এই বিবেচনা হয়, তবে তোমার সেই মত, ও তাহার কারণ লিখিয়া জানাইতে হইবেক।

৫। যে নদীতে নৌকার আসাযাওয়া হয় এমত নদীর মধ্যে চড়া ভূমি বলিয়া যে মহাল গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হয়, তাহা বাজেয়াফ্ত করিবার ডিক্রীর এক কেতা নকল বোর্ডের দেখিবার জন্যে তোমার পাঠাইতে হইবেক।

৬। এক২ জিলার ঐ কৈফিয়ৎ প্রস্তুত হইলেই তোমার তাহা পাঠাইতে হইবেক। ও এই সকল উপদেশমতে তুমি অবিলম্বে ও মনোযোগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবা গবর্ণমেণ্টের এই আশা।

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

বোর্ড রেবিনিউর শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত এ আর ইয়ং সাহেবের ১৮৫৯ সালের ১২ মে তারিখের ১১৭৪ নম্বরের পত্র।

আমার বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখের ১১০০ নম্বরের পত্রের অতিরিক্ত আমি আজ্ঞামতে এই আদেশ করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া যে সকল মহাল আছে তাহার জমীদারী স্বত্ব বিক্রয় করা উচিত কি না এই বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদের যে মত হয় তাহার রিপোর্ট তাঁহারা করেন। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর সাহেব বোধ করেন যে তাহা বিক্রয় করা অনেক কারণে উপযুক্ত বটে।

২। ১৮৫৭।৫৮ সালের শেষে সেই প্রকারের ৭৫৩৩ মহাল ছিল। তাহার মালগুজারীর দাওয়া ২৭,৭০,৩৩৫ টাকা। ও বৎসরের মধ্যে ২০,৪১,৪৭৪, টাকা উসুল হয়।

৩। যে সকল খাস মহালের সরবরাহ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরদের দ্বারা হইয়া থাকে তাহাতে যত খরচ লাগে ও যত লভ্য হয়, বিশেষ ব্যক্তিরদের সরবরাহকরা মহালের সাধারণমতে তত খরচ লাগে না ও অধিক লভ্য হয়, ইহা সাধারণমতে জানা আছে। বৃদ্ধির ফল চিরকাল ভোগ করিবার অপেক্ষা থাকিলে

loses the benefit of that stimulus to improvement which is given by a permanent interest in the results of improvement. If these Estates were sold under a Jumma equal to the net annual collections now, it is evident that whatever price they might fetch would be a clear gain to the State.

4. I am desired to request that after giving their opinion the Board will be good enough to suggest the outlines of the plan of rule they would recommend, supposing the principle to be adopted.

5. One rule, the Lieutenant-Governor thinks, will probably receive universal assent;—that no Estate should be offered for sale at a Jumma which does not leave a decided and safe surplus, proportionate to the gross rental.

(True Copy,)

(Signed) E. T. TREVOR,
Secretary.

Board of Revenue, L. P.,
Fort William, the 9th June, 1859.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 8.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

In modification of Circular Order No. 1, dated the 14th January last, I am directed by the Court to inform you that the holder of a Law Degree from the Calcutta University is qualified as well as a holder of Law Diploma from the Presidency College, to practise as a Pleader in the Sudder Court, and in the Courts of the Zillah Judge and Principal Sudder Ameen, provided he has presented himself with the necessary certificates at the Sudder Court, and procured the usual sunnud.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 15th April, 1859.

No. 12.

To the Civil Judges in the Lower Provinces.

The Court call the attention of the Zillah Judges to the necessity of impressing upon the subordinate Courts the new duty imposed upon all Courts of original jurisdiction by the provisions of Act VIII of 1859 which comes into operation on the 1st Proximo. Under the law now passing away the parties themselves have been required to carry on their respective cases through the preliminary stages without the direct interference of the Court itself. But under the new code of procedure a new principle is introduced; and the Court is required to examine the plaint and determine upon the admissibility of the suit before registering it in the Book directed to be kept for the purpose. In like manner no

ঐ জমী আরো উত্তম করিবার যত্ন হইয়া দেশের যে উপকার হয়, গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল মিয়াদী পাট্টামতে ইজারা দেওয়া গেলে সেই উপকার হয় না। এইক্ষণে ঐ২ মহালের বৎসরে২ যত উৎপন্ন হয় তত জমা দিবার করারে যদি ঐ মহালসকল বিক্রয় হয়, তবে যত টাকাতে বিক্রয় হয় সরকারের তত টাকার বিট লাভ হয় ইহা স্পষ্টই আছে।

৪। আমি আজ্ঞামতে আরো এই আদেশ করিতেছি, বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদের মত জানাইলে পর যদি এই নিয়ম গ্রাহ্য হয়, তবে যে বিধিমতে কার্য্য করিবার পরামর্শ করিবেন, তাহারও পাণ্ডুলিপি লিখিয়া পাঠান।

৫। শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব বোধ করেন যে এই এক বিধিতে সকলের সম্মতি হইবেক, অর্থাৎ, যে জমা দিবার করারে কোন মহাল বিক্রয় হয়, তাহার মোট জমার তুল্য খরচবাদে নিতান্ত ফাজিল না থাকিলে, সেই মহাল বিক্রয় হইবেক না।

(যথার্থ নকল।)

ই টি ট্রেবর। সেক্রেটারী।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৯ জুন।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৮ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত জজ সাহেব বরাবরেষু।

গত জানুআরি মাসের ১৪ তারিখের ১ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডর মতান্তর হইল, ও সদর আদালতের আজ্ঞামতে তোমাকে এই কথা জানাইতেছি। প্রসিডেন্সি কালেজের লা ডিপ্লোমা (অর্থাৎ আইনসম্পর্কীয় যোগ্যতাপত্র) যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারদের প্রতি যেমন অনুমতি হইয়াছে, তেমনি কলিকাতার উনিবর্সিটির লা ডিগ্রী (অর্থাৎ আইনসম্পর্কীয় উপাধি) যে জন পান তিনিও সদর আদালতে ও জিলার জজ সাহেবের ও প্রধান সদর আমীনের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম করিবার ক্ষমতাপন্ন হন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে তিনি প্রথমে আবশ্যক সর্টিফিকট লইয়া সদর আদালতে উপস্থিত হন ও রীতমতের সনন্দ প্রাপ্ত হন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৫ আপ্রিল।

১২ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত জজ সাহেব বরাবরেষু।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন আগামি জুলাই মাসের ১ তারিখঅবধি আমলে আসিবেক। সেই আইনের বিধানমতে মোকদ্দমা প্রথমে শুনিবার ক্ষমতাপন্ন সকল আদালতের নূতন যে এক কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহা অধঃস্থ সকল আদালতের বিচারকর্ত্তাদিগকে জ্ঞাত করা আবশ্যক. এই বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা জিলার জজ সাহেবদিগকে মনোযোগ করাইতেছেন। এইক্ষণে যে আইন রহিত হইতে লাগিয়াছে সেই আইনমতে আদালতের হস্তক্ষেপ বিনা উভয় পক্ষের লোকেরদের আপন২ মোকদ্দমার প্রথম স্থলীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিন্তু মোকদ্দমার কার্য্য চালাইবার নূতন বিধানমতে নূতন নিয়ম করা গেল, অর্থাৎ মোকদ্দমার রেজিষ্টরী করিবার যে বহী রাখিতে আজ্ঞা হইয়াছে সেই বহীতে কোন মোকদ্দমা রেজিষ্টরী করিবার আগে, নালিশের

summons for the appearance of the defendants or other processes during the progress of the case can issue without the direct order of the presiding Judge.

2. These are matters which must not be lost sight of from the moment the code comes into operation. The Court therefore wish the Zillah Judges to draw the immediate attention of their subordinates to the difference of practice which will at once ensue; and the necessity it will create of *personally* superintending the progress of a case, and of so regulating the attendance of parties and witnesses as to avoid confusion and at the same time to take up the cases in their proper order of routine.

(Signed) A. W. Russell,
Register.

Fort William, the 22nd June, 1859.

No. 15.

To the Civil Authorities in the Lower Provinces and the Deputy Commissioner of Hazareebagh.

With a view to the speedy and correct ascertainment, whether or not any appeal filed in this Court under Act VIII. 1859 have been presented within time, and what time must be deducted from the account, as having been necessarily consumed in procuring copy of the decision appealed against, which it is enacted must accompany every appeal, the Court have ruled that the time "necessary for procuring copy of any decision appealed against," shall be considered to be the time elapsed between date of presentation of petition in the Lower Court for copy thereof, and date of delivery of the same or of certificate that it was ready for delivery to the petitioner exclusive of those two dates; and they therefore request that, on the back of every such copy granted to any party under Section 198, you will note the date of presentation of petition for the same and the date of delivery, or on which the copy was ready for delivery to the party.

(Signed) A. W. Russell,
Register.

Fort William, the 27th June, 1859.

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 2.

To the Criminal Authorities in the Lower and Extra-Regulation Provinces.

I am directed by the Court to forward to you for your information and guidance, the accompanying copy of an opinion delivered by the Advocate General, regarding the liability to the Mofussil Crimi-

আরজী দেখিবার ও তাহা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে কি না এই কথা নির্দ্ধার্য্য করিবার ভার বিচারপতির প্রতি হয়। সেই প্রকারেও বিচারপতির স্পষ্ট হুকুম না হইলে, আসামীর হাজির হইবার কোন সমন কিম্বা মোকদ্দমা চলিবার সময়ে অন্য কোন পরওয়ানা জারী হইতে পারিবেক না।

২। ঐ আইন যে সময়ে আমলে আইসে, সেই সময় অবধি উক্ত সকল কার্য্যের কোনমতে ত্রুটি না হয়। অতএব নূতন যে নিয়ম অবাধে চলন হইবেক তাহাতে, ও তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমার কার্য্য চলিতে২ তাহার তত্ত্বাবধারণ বিচারপতির স্বয়ং করিতে, ও গোলমাল যাহাতে না হয় ও মোকদ্দমাসকলের উপযুক্ত দাঁড়ামতে বিচার হয় এই নিমিত্তে উভয় পক্ষের ও সাক্ষিদিগের হাজির হইবার নিয়ম করিতে বিচারপতির আবশ্যক, এই কথায় জিলার জজ সাহেবেরা আপনারদের অধীন কার্য্যকারকদিগকে মনোযোগ করান, সদর আদালতের সাহেবেরদের এই আদেশ।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ২২ জুন।

---

১৫ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব ও হাজারীবাগের শ্রীযুত ডেপুটী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনমতে এই আদালতে কোন আপীল দাখিল করা গেলে, তাহা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করা যায় কি না ইহা অন্যায় ও শুদ্ধমতে নিশ্চয় করিবার অভিপ্রায়ে, আরো যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহার নকল আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবেক এই বিধানও হইয়াছে, অতএব ঐ নকল পাইবার আবশ্যক সময় বলিয়া যত দিন সেই মিয়াদের হিসাবে বাদ দিতে হইবেক, তাহা অন্যায় ও শুদ্ধমতে জানিবার অভিপ্রায়ে, সদর আদালতের সাহেবেরা এই বিধান করিয়াছেন। যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহার নকল পাইবার দরখাস্ত যে তারিখে অধঃস্থ আদালতে দেওয়া যায় সেই তারিখ অবধি, দরখাস্তকারিকে সেই নকল দিবার তারিখ কিম্বা দিবার জন্যে প্রস্তুত হইল এই সর্টিফিকটের তারিখপর্য্যন্ত, ঐ দুই তারিখ ছাড়া যত দিন যায়, তাহা ঐ নিষ্পত্তির নকল পাইবার আবশ্যক সময় জ্ঞান হইবেক। অতএব তাঁহারা এই আদেশ করিতেছেন। ১৯৮ ধারামতে সেই প্রকারের যে কোন নকল কোন পক্ষকে দেওয়া যায়, ঐ নকল পাইবার দরখাস্ত যে তারিখে দাখিল হয় সেই তারিখ, ও যে তারিখে তাহাকে ঐ নকল দেওয়া যায় কিম্বা দিবার জন্যে প্রস্তুত হয় সেই তারিখ, ঐ নকলের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।

১৮৫৯ সাল ২৭ জুন।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর নিজামৎ আদালতের সরকুলর অর্ডর।

---

২ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও আইনবহির্ভূত প্রদেশের ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

ইউরোপ দেশের জাত ব্রিটনীয় প্রজা হইয়া কোন পুরুষের ঔরস সন্তানেরা ব্রিটনীয় প্রজা কোন স্ত্রীর কি অন্য স্ত্রীর উদরে এই দেশে জন্মিলে তাঁহারদের বিচার মফঃসলের ফৌজদারী আদালতে হইতে পারে কি না

nal Courts of persons born in this country, lawfully descended, on the father's side, from European, natural-born, British subjects; but whose female ancestors may or may not have been British subjects.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 17th March, 1859.

(COPY.)

Opinion of the Advocate General, on a reference from the Joint Magistrate of Mirzapore, regarding the liability to the Mofussil Criminal Courts of persons born in this country, descended from European, natural-born, British subjects; but whose female ancestors may or may not have been British subjects.

In reply to your letter No. 543, dated the 18th instant, I have the honor to state that I am of opinion that in the case put by you, B, as the son born in wedlock of A, who was the son born in wedlock in British India, of a European British subject, is clearly a British subject within the meaning of the Charter of, and Acts relating to, the Supreme Court; and is not amenable to the jurisdiction of the Mofussil Criminal Court.

2. The circumstance that A's mother was an Armenian, and that B's mother was not a European British subject makes no difference in this respect. The son of a father, who was a European British subject, and the son of such son, are both British subjects within the meaning of the Charter and Statutes, whatever be the race or country of their mother, provided the sons were born in wedlock.

3. The second question put by you is a more difficult one. It is certain that the legitimate grand-sons in the male line of a European British subject are entitled to all the privileges of British subjects within the meaning of the Charter and Statutes, though both they and their fathers may have been born in this country of Native, Armenian, East Indian, or foreign mothers. Whether the privilege extends beyond the grand-son has never been determined, and may be treated as an open and doubtful question.

4. My own opinion is that if the East India Company's possessions in India continued in the same state in respect of Sovereignty as they were in 1774 when the Charter and the first Statute relating to the Supreme Court were passed, no descendant beyond the grand-son of a European British subject, would be entitled to the privileges of a British subject, such descendant, and his father, intermediate male ancestor or ancestors being born in this country. For in that case, as India was when the Charter and Statute passed out of the allegiance of the Crown, and its inhabitants were in theory the subjects of the great Mogul, the descendants born in this country of a European British subject would be born out of the allegiance, and would be aliens but for the operation of certain

তদ্বিষয়ে শ্রীযুত আড্বোকেট জেনরল সাহেব যে রায় লিখিয়াছেন তাহার এক কেতা নকল তোমার জ্ঞাত হইবার জন্যে ও তোমার উপদেশের নিমিত্তে আদালতের আজ্ঞামতে ইহার সঙ্গে পাঠাইতেছি।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৭ মার্চ।

(নকল।)

ইউরোপীয় ব্রিটন দেশের জাত প্রজা হইয়া কোন পুরুষের ঔরস সন্তানেরা ব্রিটনীয় প্রজা কোন স্ত্রীর কিম্বা অন্য স্ত্রীর উদরে এই দেশে জন্মিলে তাঁহারদের বিচার মফঃসলের ফৌজদারী আদালতে হইতে পারে কি না এই কথা মির্জাপুরের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলে আডবোকেট জেনরল সাহেব যে মত লিখিয়াছেন তাহা এই।

তোমার বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখের ৫৪৩ নম্বরের পত্রেতে তুমি এই দৃষ্টান্ত লিখিয়াছ ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা হইয়া কোন পুরুষ স্ত্রীকে বিবাহ করিলে ব্রিটনীয়েরদের শাসিত ভারতবর্ষ দেশে তাঁহার A নামক পুত্র হইয়াছেন, সেই পুত্রও বিবাহ করিলে তাঁহার B নামক পুত্র হইয়াছেন, ইহাতে আমার এই মত। সুপ্রিম কোর্টের চার্টরে ও সেই কোর্টের সম্পর্কীয় আইনেতে যাঁহারদিগকে ব্রিটনীয় প্রজা বলা গিয়াছে ঐ B নামক পুত্র সেই প্রকারের প্রজা বটেন। ও মফঃসলের ফৌজদারী আদালতে তাঁহার বিচার হইতে পারে না।

২। A নামক পুত্রের মাতা আরমানী লোক, ও B নামক পুত্রের মাতা ব্রিটনীয় প্রজা ছিলেন না, তথাপি তাহাতে কিছু বিশেষ হয় না। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা যিনি ছিলেন তাঁহার পুত্র ও তাঁহার পৌত্র যদি বিবাহিতা স্ত্রীর উদরে জন্মেন, তবে মাতা যে কোন জাতির কি দেশের লোক হউন, ঐ পুত্র ও পৌত্র চার্টরের ও আইনের অভিপ্রায়মতে ব্রিটনীয় প্রজা হন।

৩। দ্বিতীয় যে কথার জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা কিছু কঠিন। ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার ঔরস পুত্র ও পৌত্র এই দেশীয় কি আরমানী কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কি বিদেশীয় মাতার উদরে এদেশে জন্মিলেও, সেই পৌত্রেরা চার্টরের ও রাজকীয় বিধির অর্থমতে ব্রিটনীয় প্রজার সমান সমস্ত অনুগ্রহের স্বত্ত্ববান হন। ইহার কিছু সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রপৌত্রপ্রভৃতি সেই প্রকারের অনুগ্রহ পাইতে পারেন কি না, এই কথা কখন স্থির করা যায় নাই, অতএব বিবেচনার যোগ্য ও সন্দিগ্ধ কথা বলিয়া তাহার বিচার হইতে পারে।

৪। আমার নিজ মত এই। ১৭৭৪ সালে সুপ্রিম কোর্টসম্পর্কীয় চার্টর ও রাজকীয় প্রথম বিধান জারী হইয়াছিল। তৎকালে ভারতবর্ষেতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত যে দেশ ছিল, সেই দেশের রাজত্ব সম্পর্কের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা যদি অদ্যাপি থাকিত, তবে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার পুত্র পৌত্রাদি এই দেশ জাত হইলে তাঁহার পৌত্রের পর তাঁহার বংশের কোন লোক ব্রিটনীয় প্রজার সমান অনুগ্রহের স্বত্ত্ববান হইতেন না। কেননা ঐ চার্টর ও রাজকীয় বিধি যে সময়ে জারী হইয়াছিল সেই সময়ে ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ডীয় রাজার বশতাপন্ন ছিল না, ও ভারতবর্ষ নিবাসি লোকসকল মহা মোগলের প্রজা ছিলেন। অতএব ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার যে পুত্রপৌত্রাদি এই দেশে জন্মিতেন, তাঁহারা কেহ সেই ইঙ্গলণ্ডীয় রাজার প্রজা হইয়া জন্মিতেন না। ও ইঙ্গলণ্ডীয় কএক সাধারণ বিধি, অর্থাৎ তৃতীয় এড্বার্ড রাজার ২৫ বৎসরের ২ অধ্যায়ের ও সপ্ত-

general English Statutes (25 Edward III., chapter 2; 7 Anne, chapter 5; 4 George II., chapter 21; 13 George III., chapter 21;) and by these Statutes the privileges of a British subject are limited to grand children by the father's side of natural-born subjects. The same result would follow whether the mother of female ancestors were British subjects or not.

5. But my impression is that from the time when our possession in India became the dominion of the Crown a different result followed: and that all children, grand-children, or more remote legitimate descendants, born after that time within those dominions of a European British subject, became themselves entitled to all the privileges of a British subject without the aid of the general Statutes above referred to, as being born within, and not out of the allegiance of the Crown. I therefore am inclined to think that in respect of all persons descended legitimately from a male European British subject, and born in British India subsequently to the vesting of the Sovereignty in the Crown,* there is no limit in point of degree of descent, to the rights of such persons to claim the privileges of British subjects.

6. The Construction No. 759, of the Sudder Nizamut Adawlut, appears to be still in force in that Court. But it is I apprehend inaccurately framed, and has been remarked on as incorrect, by the late Chief Justice Sir Lawrence Peel in the Supreme Court. It is also, if taken without qualification, opposed to the spirit of the Privy Council's decision in Calder *vs.* Halnett.† I think, however, that the Rule itself is not incorrect, if it be taken with the following qualification. If the Magistrate know that the prisoner is a European British subject, it is his duty, whether the prisoner claims exemption or not, to abstain from further proceedings against him as a Magistrate. If without any actual knowledge on the subject, the Magistrate have reason to suppose that the prisoner is such a British subject, it is the Magistrate's duty to ascertain from him, whether he alleges or denies that he is one. And if he alleges that he is, to give him every facility by allowing time, and otherwise for proving that he is, the burden of such proof being on him. A Magistrate will not be justified if he has reason to suppose that a prisoner is a European British subject, in proceeding against him as if he were not one, without first giving him a distinct opportunity of pleading that he is one. If he do not so plead, or be not able, upon time being allowed him for that purpose, to adduce any satisfactory proof of his being a European British subject, the Magistrate will be quite warranted in proceeding

* The date of such vesting, it was certainly after 1774 and previous to 1813. Practically for the present purposes, I think the beginning of the century may be taken as the period.

† R. *vs* Foy. Tayler and Bell's Report. P. 219.

[*Government Gazette, 12th July, 1859.*]

রাণী আনের ৭ বৎসরের ৫ অধ্যায়ের ও দ্বিতীয় জর্জ রাজার ৪ বৎসরের ২১ অধ্যায়ের ও তৃতীয় জর্জ রাজার ১৩ বৎসরের ২১ অধ্যায়ের বিধি যদি প্রবল না হইত তবে তাঁহারা বিদেশীয় লোক তুল্য হইতেন। সেই বিধিমতে ব্রিটন দেশজাত লোকের পৌত্রপর্য্যন্ত ব্রিটনীয় প্রজার সমান অনুগ্রহ ভোগ করিতে পারিলেন। ও মাতামহী কি প্রমাতামহীরা ব্রিটনীয় প্রজা হইলে কি না হইলেও সেই ফল হইত।

৫। পরন্তু ভারতবর্ষেতে আমারদের অধিকৃত দেশ যে সময়ে ইঙ্গলণ্ডের রাজার অধিকারভুক্ত হয়, সেই সময়াবধি অন্য ফল হইল, আমার এই মত বিবেচনা হইতেছে। তৎকালের পরে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার ঔরসজাত যে সকল পুত্রপৌত্রাদি ঐ দেশের মধ্যে জন্মিতেন তাঁহারা ইঙ্গলণ্ডীয় রাজার বশতাপন্ন অবস্থায় জাত হওয়াতে, ঐ সাধারণ বিধান যদিও না থাকিত তথাপি তাঁহারা আপনারাই ব্রিটনীয় প্রজার সমস্ত অনুগ্রহের স্বত্ববান হইতেন। অতএব ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত যে দেশ, তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় রাজার অধিকারভুক্ত হইলে পর * সেই দেশে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার ঔরসজাত বংশোদ্ভব সকল সন্তান ব্রিটনীয় প্রজার তুল্য অনুগ্রহ দাওয়া করিবার স্বত্ববান হন, আমার এই মত।

৬। বোধ করি সদর নিজামৎ আদালতের ৭৫৯ নম্বরের আইনের অর্থ এখনও সেই আদালতে বলবৎ আছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সরকুলরের লিখনের কিছু দোষ আছে, ও সুপ্রিম কোর্টে সাবেক চীফ জুষ্টিস শ্রীযুত সর লারেন্স পীল সাহেব তাহা অশুদ্ধ কহিয়াছিলেন। ও কিছু ভাবান্তর গ্রহণ না করিলে তাহা কালডর বনাম হালনেট সাহেবের মোকদ্দমার প্রিবি কৌন্সেলের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার ভাবের বিপক্ষ হয়। কিন্তু আমি বোধ করি, নীচের লিখিত ভাব ধরিয়া পাঠ করিলে বিধি অশুদ্ধ হয় না। অর্থাৎ আসামী ব্রিটনীয় প্রজা আছেন এই কথা যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব জানিতে পান, তবে সেই আসামী তাঁহার এলাকার বহির্ভূত থাকার দাওয়া করুন কি না করুন, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্য এই যে, মাজিষ্ট্রেট বলিয়া সেই মোকদ্দমার আর হস্তক্ষেপ না করেন। সেই কথা নিশ্চয়মতে যদি জানা নহে, কিন্তু সেই আসামী ব্রিটনীয় প্রজা হইতে পারেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যদি এমত অনুভব করিবার কারণ থাকে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্য এই যে আসামী আপনাকে ব্রিটনীয় প্রজা কহেন কি না। এই কথা তাঁহার স্থানে জ্ঞাত হন। আসামী যদি কহেন যে, আমি ব্রিটনীয় প্রজা, তবে সেই কথার প্রমাণ করিতে তাঁহাকে অবকাশ দেওয়া ও প্রকারান্তরে তাঁহার সাহায্য করা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কর্ত্তব্য। ইহাতে সেই কথার প্রমাণ করার ভার আসামীর উপর থাকিবেক। আসামী ব্রিটনীয় প্রজা আছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত অনুভব করিবার কারণ থাকিলে, আসামীকে সেই কথার প্রমাণ করিবার সপষ্টরূপে সুযোগ না দিয়া, ব্রিটনীয় প্রজা না হওয়ার মতে তাঁহার বিচারাদি করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নির্দ্দোষী হইবেন না। আসামী যদি আপনাকে ব্রিটনীয় প্রজা না কহেন কিম্বা আপনি ইউরোপীয়

* ১৭৭৪ সালের পর ও ১৮১৩ সালের পূর্ব্বে কোন সময়ে এই দেশ ইঙ্গলণ্ডীয় রাজ্যাধিকারভুক্ত হয়। উপস্থিত কার্য্যের নিমিত্তে ১৮০০ সাল অবধি ধরিলে হয়।

† রাজা বনাম ফয়। টেলর ও বেল সাহেবের রিপোর্ট। ২১৯ পেজ।

against him. If he do so plead, and give proof or produce documents, which, although not amounting to full legal proof of his status, satisfy the Court that he is really a European British subject the Magistrate should, without putting the prisoner fully to complete his proof by strict legal evidence, take up the case as a Justice of the Peace, and sentl it up to the Supreme Court, taking care to record distinctly the statement made by the prisoner that he is a British subject of lawful European descent.

7. The regular course of taking the opinion of the Advocate General upon such questions as these is by application through the Secretary to the Government in the Home Department. To save time however, I write to you direct in the present instance, but send copies of your letter and of my reply to the Secretary.

(True Copy,)

R. STUART,
Assistant Register.

No. 3.

To the Criminal Authorities in the Lower and Extra-Regulation Provinces.

In continuation of the Court's Circular Order No. 2, dated the 17th ultimo, I am directed to call your attention to C. O. No. 133 dated the 21st April 1843, and to request that you will in future, whenever you may have occasion to require the opinion of the Advocate General, tranam it your reference to the Nizamut Adawlut, who, if they think fit, will forward the same to the Government Solicitor for submission to the Advocate General, whose opinion, when received, will be made known by the Court to the referring Officer.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 15th April, 1859.

No. 4.

To the Criminal Authorities in the Lower Provinces and Deputy Commissioner of Chota Nagpore.

The Supreme Government of India having directed the Sudder Court to issue instructions to the Subordinate Officers with the view of enforcing uniformity of practice in carrying out the provisions of Act 33 of 1854, the Court deem it necessary to declare that the law requiring orders to be written in the Vernacular of the Officer passing the same, is limited to three distinct provisions

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১১ জুলাই।]

ব্রিটনীয় প্রজা আছেন ইহার প্রমাণ করিবার অবকাশ পাইলেও যদি তাহার প্রমাণ খাতিরজমামতে করিতে না পারেন, তবে তাঁহার নামের মোকদ্দমার বিচারাদি করিতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবেক। যদি সেই কথা কহেন, ও যে প্রমাণ দেন কি যে দলীল দাখিল করেন, তাহাতে যদি তাঁহার নিতান্ত ব্রিটনীয় প্রজা হওয়ার আইনমতের পুরা প্রমাণ না হয় কিন্তু তিনি ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা আছেন, এই কথা যদি আদালতের হৃদ্বোধ হয়, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই কর্ত্তব্য যে আসামীকে আঁটাআঁটিরূপে আইনমতের পুরা প্রমাণ দিবার আজ্ঞা না করিয়া, জুষ্টিস অফ দি পীসস্বরূপে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করেন, ও আসামী ইউরোপীয় লোকের ঔরসজাত সন্তান বলিয়া আপনাকে ব্রিটনীয় প্রজা কহিয়াছেন, এই কথা স্পষ্টরূপে লিখিয়া মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে অর্পণ করেন।

৭। এমত সকল বিষয়ে আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত গ্রহণ করিবার ধারা এই, হোম ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা পত্র লিখিতে হয়। কিন্তু সময় রক্ষা করিবার জন্যে আমি উপস্থিত বিষয়ের পত্র একেবারে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। কিন্তু তোমার পত্রের ও আমার উত্তরের এক২ কেতা নকল সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইতেছি।

(যথার্থ নকল।)

আর আর্ট।
আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টর।

---

৩ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও আইনবহির্ভূত প্রদেশের ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের গত মাসের ১৭ তারিখের ২ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের অতিরিক্ত তোমাকে ১৮৪৩ সালের ২১ আপ্রিল তারিখের ১৩৩ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরে মনোযোগ করাইতে আজ্ঞা পাইয়াছি, ও তোমার নিকটে এই আদেশ হইতেছে। ইহার পর যখন আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন থাকে, তখন তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাও তাহার পত্র নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের নিকটে পাঠাও। তাঁহারা উপযুক্ত বোধ করিলে, সেই পত্র আডবোকেট জেনরল সাহেবের নিকটে অর্পণ করিবার জন্যে গবর্ণমেণ্টের সলিসিটর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ও আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত প্রাপ্ত হওয়া গেলে আদালতের সাহেবেরা এ কথা জিজ্ঞাসা করণিয়া কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।
ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৫ আপ্রিল।

---

৪ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব ও ছোটা নাগপুরের শ্রীযুত ডেপুটী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।

১৮৫৪ সালের ৩৩ আইনের বিধানমতে কার্য্য করিবার একি প্রকারের রীতি সকল আদালতে চলন হয় এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট সদর আদালতকে অধঃস্থ কার্য্যকারক সাহেবেরদের নিকটে উপদেশপত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব সদর আদালতের বিবেচনায় এই কথা ব্যক্ত করা আবশ্যক। কোন কার্য্যকারক সাহেব যে হুকুম করেন তাহা স্বদেশীয় ভাষায় লিখিবেন, এই আইনমতে এই তিন বিধান মানিয়া কার্য্য করিতে হইবেক। অর্থাৎ

1st. That the Officer is "acting judicially."

2nd. That the order is "a decision, sentence or final order."

3rd. That the order shall be *signed* in Court at the time of making it.

2. The requirements of the Law will be fully acted up to if these three provisions are complied with, but in calling the attention of the subordinate Courts to what the law makes imperative, the Court does not wish it to be understood that an Officer should not record in his own language orders or opinions to which the law does not refer, if he has any special reasons for so doing. Neither does the Court intend to deter Officers from writing their judgments in open Court when able and inclined to do so. All that the Court wishes to do is to point out what the law imperatively requires, so that the subordinate Courts may not suppose that the Act in question impedes the course of business by imposing upon them more work than is really the case.

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 18th May, 1859.

প্রথম। ঐ কার্য্যকারক সাহেব যখন "বিচারকর্ত্তারূপে" কর্ম্ম করিতেছেন তখন স্বদেশীয় ভাষায় লিখিবেন।

দ্বিতীয়। যে হুকুম করেন তাহা "নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা কি চূড়ান্ত হুকুম" হইলে স্বদেশীয় ভাষায় লিখিবেন,

তৃতীয়। হুকুম যে সময়ে করা যায় সেই সময়ে তাহার দস্তখৎ আদালতে করিতে হইবেক।

২। এই তিন বিধান মানিয়া কর্ম্ম করিলে ঐ আইনমতের কার্য্য সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু ঐ আইনমতে যাহার দৃঢ় আজ্ঞা হইয়াছে তাহাতে অধঃস্থ আদালতের বিচারকর্ত্তারদের এইরূপে মনোযোগ করাইলেও, সেই আইন যাহাতে না লাগে এমত কোন হুকুম কি রায় স্বদেশের ভাষাতে লিখিবার কোন বিশেষ কারণ জানিলে, বিচারপতি যে তাহা না করেন আদালতের এমত কোন অভিপ্রায় নাই। আর বিচারপতিরা যদি আপনারদের নিষ্পত্তি খোলা কাছারীতে লিখিতে পারেন ও তাহা করিতে চাহেন, তবে তাহাও নিষেধ করা সদর আদালতের অভিপ্রায় নাই। ফলতঃ ঐ আইনেতে যাহার দৃঢ় আজ্ঞা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া আদালতের অভিপ্রায়, তাহাতে অধঃস্থ আদালতের প্রতি যত কর্ম্ম করিবার নিতান্ত আজ্ঞা হইয়াছে তাহার অধিক করিতে হওয়াতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করার বাধা হইতেছে, তাঁহারা এমত অনুভব না করেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৮ মে।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator*

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

বিজ্ঞাপন।

১৫৭৮ নম্বর।

১৮৫৯ সাল ৫ মার্চ।

জিলা রঙ্গপুরের জলপাইগোরীর এলাকাখণ্ড ইহার পরঅবধি তেঁতুলিয়া এলাকাখণ্ড নামে বলা যাইবেক। যে সাহেব ঐ এলাকার ভার পাইয়াছেন তাঁহার সদর মোকাম তেঁতুলিয়া।

৩৫৯৫ নম্বর।

১৮৫৯ সাল ৭ জুন।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন যাঁহারা তাবেদার হইয়া সরকারী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারদিগকে এই২ বিধিতে মনোযোগ করিবার আদেশ হইতেছে। সেই২ বিধি অতিদৃঢ়মতে মানিয়া কার্য্য হইবেক।

১। যাঁহারা তাবেদার হইয়া সরকারী কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর নিয়মমতে পরীক্ষা না দিলে উক্ত পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা ১৮৫৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের আগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ও যাঁহারদিগের পরীক্ষা দেওয়ার বিশেষমতে ক্ষমা হয় তাঁহারদের পরীক্ষা দিতে হইবেক না।

২। যে২ কার্য্যকারকেরা নূতন নিযুক্ত হন তাঁহারা যাবৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা না দেন তাবৎ তাঁহারা কেবল শিক্ষানবীসের তুল্য জ্ঞান হইবেন। যত কাল তাঁহারদের সেই ভাবে থাকিতে হইবেক তাহা তাঁহারদের নিযুক্ত করণপত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক।

৩৯১৭ নম্বর।

১৮৫৯ সাল ১৫ জুন।

সিবিল সম্পর্কীয় যে কার্য্যকারক সাহেবেরা নূতন নিযুক্ত হন তাঁহারদের যে বিধিমতে এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা দিতে হইবেক সেই বিধিমতে পরীক্ষা না দিলে ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্‌টরের পদে কেহ চিরকালমতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

[*Government Gazette*, *19th July*, 1859.]

১৮৫৯ সাল ১৫ জুন।

"দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার ক্ষমতাপন্ন যে২ আদালত রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত হয় নাই সেই২ আদালতে মোকদ্দমার কার্য্য সহজ করিবার আইন" নামে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের এজেন্টীর অন্তঃপাতি হাজারীবাগ ও লোহারডগা ও মানভূম, আইনবহির্ভূত এই৩ জিলাতে চালাইবার অনুমতি করিয়াছেন।

২। সেই২ জিলাতে ভূমি নীলাম করিবার যে২ নিষেধ এখন প্রবল আছে তাহা বহাল রাখিবার উত্তম ও মাতবর কারণ আছে. এই নিমিত্তে ইহাতে আজ্ঞা হইতেছে যে, ঐ আইনের ২০৫ ধারামতে এই বিধি মানিয়া কার্য্য করিতে হইবেক, অর্থাৎ, অদ্যাপি যেমন হইতেছে তেমনি ঐ প্রদেশের কমিস্যনর সাহেবের অনুমতি প্রথমে না পাওয়া গেলে, হাজারীবাগ ও লোহারডগা ও মানভূম জিলার অন্তঃপাতি কোন জমীর নীলাম করিতে হইবেক না।

৩৯৯২ নম্বর।

১৮৫৯ সাল ১৫ জুন।

যশোহর জিলার গোপালগঞ্জ এলাকাখণ্ড ইহার পরঅবধি নরেল এলাকাখণ্ড নামে বলা যাইবেক। যে সাহেব ঐ এলাকাখণ্ডের ভার পাইয়াছেন তাঁহার সদর মোকাম মহেশপোতা।

৪০৬৯ নম্বর।

১৮৫৯ সাল ২৫ জুন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেব নদীয়া জিলাতে নূতন এলাকাখণ্ড করিবার অনুমতি দিয়াছেন। তাহা দামুরহুদা এলাকাখণ্ড নামে বলা যাইবেক। তাঁহার সদর মোকাম দামুরহুদা। তাহার শামিল এই২ থানা থাকিবেক, দামুরহুদা ও হাঁসখালী ও দৌলতগঞ্জ।

এ আর ইংস।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS.

OPIUM.

গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

আফিম।

আফিমের ইশ্‌তিহার।

ইশ্‌তেহার দেওয়া যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে দিবা এগার ঘণ্টার সময়ে মোকাম কলিকাতার এক্ট চেঞ্জ ঘরে সন ১৮৫৭। ৫৮ সালের পরদায়লী আফিমের অষ্টম নীলাম হইবেক এবং ঐ নীলামে ২২৬০ সিন্দুক আফিম বিক্রয় হইবেক তাহার বিশেষ এই।

বেহারের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম	১৯১৫
বানারসের এজেন্সীর উৎপন্ন আফিম	৩৪৫
জুমলা সিন্দুক	২২৬০

২ দফা। এইক্ষণে যে নীলামের ইশ্‌তেহার হইল তাহার সাধারণ নিয়ম অর্থাৎ সরত সকল ধারানুসারে সন ১৮৫৮ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখের লিখিত ইশ্‌তেহারে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে এবং কলিকাতা ও এরূপ চেঞ্জ গেজেট কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলে অথবা রিবিনিউ বোর্ডের দপ্তরখানায় দরখাস্ত করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

৩ দফা। ডিপাজিট অর্থাৎ আমানত পেশগীর টাকা দাখিলের শেষ তারিখ এবং কিলিয়রেন্স অর্থাৎ কিস্মতের টাকা দিয়া আফিম খালাসের শেষ তারিখ সন ১৮৫৯ সালের ১৬ এবং ২৬ আগষ্ট এই দুই দিবস ক্রমশঃ স্থির করা গেল অতএব নীলামি খরিদারাণ যে সকল প্রমিস্বরী নোট অর্থাৎ তমসুক লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহার খালাস করণার্থে সবত্রেজরর সাহেবের দস্তখতী ত্রেজুরী রসিদ অথবা কোন রকম সরকারী মাতবরী দস্তাবেজাত যাহা আমানতের হিসাবে দাখিল হইয়া থাকে তাহা সন ১৮৫৯ সালের ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না এবং ঐ আফিমের লটিখালাসী সববে কিস্মতের পুরা টাকার দরুণ কোন ত্রেজুরি রসিদ সন ১৮৫৯ সালের ২৬ আগষ্ট শুক্রবার বেলা দুই প্রহর ৪ ঘণ্টার পর আর লওয়া যাইবেক না।

৪ দফা। উপরের লিখিত নীলামের ইশ্‌তেহারের মেকদার আফিম সেওয়ায় ইমসন নীচের লিখিত মেকদার বেহার ও বানারসের আফিম কিঞ্চিৎ কমী বা বেশী হউক পশ্চাৎ লিখিত তারিখে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ নীলামে ধরা যাইবেক আর যদিস্যাৎ কোন হেতুপ্রযুক্ত নীলামের তারিখ বদল করার আবশ্যক হয় তবে সাহেবান বোর্ডের এক্তিয়ার থাকিল যে আবশ্যকমতে তারিখ বদল করিবেন।

				বেহারের সিন্দুক	বানারসের সিন্দুক	জুমলা সিন্দুক
সন ১৮৫৯ সালের	৯ সেপ্টেম্বর	শুক্রবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	১৪ অক্টোবর	শুক্রবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	৭ নবেম্বর	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯১৫	৩৪৫	২২৬০
ঐ	৫ ডিসেম্বর	সোমবার	অথবা কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ	১৯০৪	৩৭৯	২৩১৩
				৭৬৭৯	১৪১৪	৯০৯৩

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ৪ জুলাই।

ই টি টুরর সেক্রেটারী।

নং ৬৫০।

ইশ্তেহার।

জেলা হিজলীর কমী বা বেশী হউক মোং রাজী ৮,০০,০০০/ মোন নেমক উক্ত এজেন্সীর হাশীয়ার লিখিত তিন ঘাটের গোলাহায়হইতে মোং সালিখার সরকারী গোলায় ঢোলাই করিয়া আনিবার কারণ টেণ্ডরের দরখাস্ত লওয়া যাইবেক। কিন্তু অক্টোবর মাসের প্রথম কোটালে এবং সন ১৮৬০ সালের ১ ফিব্রুআরির মধ্যে উক্ত নেমক সালিখা মোকামে আনিয়া দাখিল করিতে হইবেক। সন ১৮৫৯ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখে বেলা দুই প্রহরের পর কোন টেণ্ডরের দরখাস্ত লওয়া যাইবেক না।

২ দফা। দরখাস্তকারি ব্যক্তিরা যে দরে ও যে নিয়মে এ নেমক উক্ত মোকামে ঢোলাই করিয়া আনিতে স্বীকার করিবেক তাহা ঐ টেণ্ডরের দরখাস্তে লিখিয়া দিতে হইবেক।

৩ দফা। উক্ত তিন ঘাটে উক্ত নেমক কান্ট্রাকটদারকে ওজন দেওয়া যাইবেক এবং কান্ট্রকটদারের নিজ খরচায় সেই স্থানে মুলুপ বা কিস্তী বোঝাই হইবেক। আর সালিখা মোকামে উক্ত নেমক সরকারী খরচায় মুলুপ বা কিস্তী হইতে উঠাইয়া লইয়া ওজন করা যাইবেক।

বিমৌজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৫ জুলাই।

	মোন
কৃষ্ণনগর	২,৮৫,০০০/
রামনগর	৪,২০,০০০/
পুরীঘাটা	৯৫,০০০/

ই টি টুবর। সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইশ্তিহার।

জিলা ফরিদপুর।

সন ১৮৪৫ সনের ১ আইনের ৬ ধারাক্রমে ইহার দ্বারায় সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মহকুমা ফরিদপুরের নীচের লিখিত মহাল ১৮৫৮। ৫৯ সনের লাং কিস্তী আপ্রিলের বাকী মালগুজারির নিমিত্তে এবং চলিত আইন ও আকটের দ্বারায় অন্যান্য যে যে দাওয়া বাকী মালগুজারির ন্যায় আদায় হইবার হুকুম আছে তাহার নিমিত্তে ইং ১৮৫৯ সনের ২৬ জুলাই মোতাবেক ১২৬৬ সনের ১১ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার অত্র কালেক্টরির কাছারিতে নীলামে ধরা যাইবেক ও বিনা বাধাতে বিক্রয় হইবেক ইতি ১৮৫৯। ২৯ জুন মোতাবেক সন ১২৬৬ সন তারিখ ১৬ আষাঢ়।

১ প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারি জমা ধার্য্যহওয়া মহাল ৯২৪ নম্বর পরগনে মহিমসাহি কিং ইকড় চালা তালুক শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন সদর জমা ১৸/১১ পাই

J. W. Ravenshaw, *Offg. Deputy Collector.*

জিলা দিনাজপুর।

ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জিলা দিনাজপুরের কালেক্টরীভুক্ত নীচের লিখিত মহালাৎ সদর মালগুজারির দায়ে ইংরেজি ১৮৫৯ সালের ২৬ জুলাই মোতাবেক ১২৬৬ সালের ১১ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার উক্ত কালেক্টরীর কাছারীতে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণী। এস্তমুরারী ধার্য্যহওয়া মহাল।

৩৯১ নম্বর মৌজে বুনাকিপুর পরগনে খাসতালুক মিলকিয়ত চন্দ্রমণিদাস্যা মাদরে বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ নাবালগ সদর জমা ১৩৭।/১১৸

৬৬২ নম্বর মৌজে আমদনগর পরগনে খলসি মিলকিয়ত শাদুল্লা খয়ং ও শাদিমুল্লা নয্য সদর জমা ৬॥৶৩৸

সন ১৮৫৯ ইং ৪ জুলাই।

F. A. E. Dalrymple, *Collector.*

জিলা চব্বিশপরগনা।

এস্তেহারনামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চব্বিশপরগনা এই যে।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে জেলা চব্বিশপরগনার নীচের লিখিত মহালাত মালগুজারীর বাকী বাবৎ ইংরাজী সন ১৮৫৯ সালের ৩০ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৬ সাল ১৫ শ্রাবণ রোজ শনিবার ঐ জেলার কালেক্টরী কাছারীতে বিনা ওজর নীলাম ধরা যাইবেক ইংরাজী সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১১ জুলাই মোতাবেক সন ১২৬৬ সাল তারিখ ২৮ আষাঢ়।

চতুর্থ শ্রেণী অন্য মহালের বাকী মালগুজারীর বাবৎ যে২ মহাল নীলাম হইবেক।

২৮১ নং কিং পং মেদন মোল্লা কিং কন্দর্পপুর ওং লিখিত মালিক সৌদামিনী দাসী সদর জমা কোং ৫২৭৸৶১১

প্রথম শ্রেণী এস্তমুরারী জমা ধার্য্যহওয়া মহাল।

৬০৫ নং কিং পং তালুকা কিং তালুকা লিখিত মালিক গৌরীচরণ ঘোষ সদর জমা কোং মারপুলীয় ১৪২৪৩৸৶৮

দ্বিতীয় শ্রেণী গএর বন্দবস্তীহওয়া মহাল।

১৩৬৭ নং বিল দাত ভাঙ্গা লিখিত মালিক হরিনারায়ণ ঘোষ ওগায়রহ সদর জমা কোং ১১০৶০

G. Bright, *Collector.*

[*Government Gazette, 19th July, 1859.*]

IN THE COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of JAMES CALDER, and others, Insolvents.

On Saturday, the Fourth day of June 1859, upon an application of the Assignee in this Matter, it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 24,407-0-8 in his hands, pay a dividend at the rate of Co.'s Annas 1 and 5 pie per cent. Sa. Rs. (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 22,135-6-8,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvents so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Official Assignee's Office, Calcutta, 13th July, 1859.

যোত্রহীনের উপকারার্থ আদালত।

যোত্রহীন জেমস কাল্‌ডর সাহেবের ও অন্যেরদের বিষয়ে।

আসৈনি সাহেব ১৮৫৯ সালের জুন মাসের ৪ তারিখ শনিবারে প্রার্থনা করিলে হুকুম হইয়াছিল যে উক্ত যোত্রহীনেরদের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুদ হইবামাত্র তাঁহার হাতে কোম্পানির যে ২৪,৪০৭ ।৮ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শত টাকার প্রতি ১৫ এক আনা পাঁচ পাইর হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেন। অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ২২,১৩৫ ।৶৮ কোম্পানির টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দফ্তরখানা। কলিকাতা ১৮৫৯ সাল ১৩ জুলাই।

In the matter of EDWARD PRYCE GRIFFITHS, and another, Insolvents.

On Saturday, the Fourth day of June 1859, upon an application of the Assignee in this Matter, it was ordered that the said Assignee do from and out of the sum of Co.'s Rs. 22,874 in his hands, pay a Dividend at the rate of Co.'s Rs. Two per cent. (which will amount to the sum of Co.'s Rs. 20,000,) upon the several claims admitted on the Schedule of the said Insolvents so soon as such claims shall be duly substantiated to the satisfaction of the said Assignee.

Notice whereof is hereby given.

Official Assignee's Office, Calcutta, 13th July, 1859.

যোত্রহীন এড্বার্ড প্রাইস গ্রিফিথ সাহেবের ও অন্যেরদের বিষয়ে।

আসৈনি সাহেব ১৮৫৯ সালের জুন মাসের ৪ তারিখ শনিবারে প্রার্থনা করিলে হুকুম হইয়াছিল যে উক্ত যোত্রহীনেরদের তফসীলে যে সকল দাওয়া মঞ্জুর হইয়াছে তাহা উক্ত আসৈনি সাহেবের খাতিরজমামতে সাবুদ হইবামাত্র তাঁহার হাতে কোম্পানির যে ২২,৮৭৪৲ টাকা আছে তাহাহইতে তিনি ঐ প্রত্যেক দাওয়ার উপর শত টাকার প্রতি ২৲ টাকার হিসাবে ডিবিডেণ্ড দেন। অর্থাৎ সর্ব্বসুদ্ধ ২০,০০০৲ কোম্পানির টাকা দেন।

ইহার দ্বারা সম্বাদ দেওয়া গেল।

সরকারী আসৈনি সাহেবের দফ্তরখানা। কলিকাতা ১৮৫৯ সাল ১৩ জুলাই।

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. সাধারণ ব্যক্তিরদের ইশতিহার।

সুপ্রিম কোর্ট।

রিশীবর আফিশ।

ইজারা।

আশুতোষ দেদিগর বাদী।

রাজকুমারী দাসীদিগর প্রতিবাদিনীগণ।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ২৯ জুলাই শুক্রবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসীবর শ্রীযুত জেমস ওয়েলচ সাহেব তাঁহার আফিসে মৃত কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাসের ইস্টেটের বস্ত জেলা চব্বিশপরগনার শামিল নীচের লিখিত গ্রামহায়ের ইজারার ডাক লইবেন যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হএন ঐ সময়ে রিসীবর আফিসে উপস্থিত হইবেন।

পরগনে কলিকাতা মহল মাদরশার অন্তঃপাতি তরফ হাদিয়ার মৌজে নিজ হাদিয়া ও মৌজে খেরাদহ।

ঐ পরগনার মহল শ্রীবাটীর অন্তঃপাতি মৌজে কুমার পুখরিয়া।

আর২ বৃত্তান্ত রিসীবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কোর্ট হোউস রিসীবর আফিস তারিখ ১২ জুলাই ১৮৫৯ সাল।

NOTICE.

Plundered by the Rebel Nana during the mutiny at Bithoor, Zillah Cawnpoor, the undermentioned Government Promissory Notes lastly endorsed to Ujoodhya Baee Thuttee by Chummunloll and Samloll.

Former No.	110 of 1841-42,	New No.	46374 of 1854 55,	for Co.'s Rs.		800	0	0
,, No.	16257 of Do.	,, No.	46376 of Do.	,,	,,	500	0	0
,, No,	12046 of 32594, of Do.	,, No.	46350 of Do.	,,	,,	3000	0	0
,, No.	857 of 5237, of Do.	,, No.	46375 of Do.	,,	,,	600	0	0

Payment of the above Notes and of Interest thereupon has been stopped at the Loan Office and Duplicates will be applied for.

UJOODHYA BAEE THUTTEE,
Proprietor.
PER RUGHOONAUTH RAO MOOKHTAR.

Cawnpoor, 21st June, 1859.

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ১৯ জুলাই।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্তৃক মুদ্রিত হইল।

Numb. 1040

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, JULY 26, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ২৬ জুলাই।

DRAFTS OF ACTS.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 9TH JULY, 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 9th July 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 13th of October next:—

A Bill to amend the law relating to the Emigration of Native Inhabitants of India to the Island of Mauritius and other places.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to amend the law relating to the Emigration of the Native Inhabitants of India to the Mauritius and to other places to which the provisions of this Act shall be extended by the Governor General in Council: It is enacted as follows:—

[Contracts with Emigrant laborers to be in writing signed in the presence of the Protector. Contracts to be explained to Emigrant by the Protector.]

I. Every contract which shall be entered into with any Native of India for labor to be performed in the Mauritius shall be in writing and shall be signed by the Emigrant in the presence of the Protector of Emigrants. It shall be the duty of such Protector to satisfy himself, with the aid if necessary of a duly qualified interpreter, that the contract is fully understood by the Emigrant or Emigrants who shall sign the same, and such Protector shall sign a Memorandum or Certificate on the contract to the effect that the contract was signed in his presence and fully explained to the Emigrant or Emigrants signing the same.

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৯ জুলাই।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৯ জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হইল। তাঁহারা আগামি অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখের পর সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

ভারতবর্ষ দেশের লোকেরদের মরিচ উদ্বীপে ও অন্য২ স্থানে যাইবার আইন সংশোধন করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

মরিচ উদ্বীপে, ও অন্যান্য যে স্থানে হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এই আইনের বিধান চলন করান সেই২ স্থানে ভারতবর্ষ দেশের লোকেরদের যাইবার আইন শুধরাণ বিহিত, এই কারণে এই২ বিধান হইল।

[যে মজুরেরা বিদেশে যায় তাহারদের সঙ্গে যে করার হয় তাহা লেখা হইয়া রক্ষক সাহেবের সাক্ষাতে দস্তখৎ হইবার কথা। ও তাহার ভাব ঐ মজুরেরদের নিকটে রক্ষক সাহেবের বুঝাইয়া দিবার কথা।]

১ ধারা। মরিচ উপদ্বীপে মজুরী করিবার যে করার ভারতবর্ষ দেশের কোন লোকের সঙ্গে করা যায় তাহা লিখিয়া করিতে হইবেক। ও তাহাতে প্রত্যেক জন, ঐ মজুরেরদের রক্ষক সাহেবের সাক্ষাতে দস্তখৎ করিবেক। ও যে মজুর কি মজুরেরা তাহাতে দস্তখৎ করে সে কি তাহারা ঐ করারের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছে, এই কথা ঐ রক্ষক সাহেবের থাতিরজমামতে জানিতে হইবেক, ও যদি আবশ্যক হয় তবে উপযুক্ত দোভাষির সাহায্য লইবেন। ও সেই করারনামায় রক্ষক সাহেবের সাক্ষাতে দস্তখৎ হইয়াছে ও যে মজুর কি মজুরেরা তাহাতে দস্তখৎ করিয়াছে, তাহারদিগকে তাহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেওয়া গিয়াছে, ঐ করারনামার উপর লেখা এই মর্ম্মের এক লিখনে কি সর্টিফিকটে ঐ রক্ষক সাহেব দস্তখৎ করিবেন ইতি।

[Penalty for illegal contract.]

II. If any person shall contract with any Native of India for labor to be performed in the Mauritius otherwise than according to the provisions of this Act, he shall be liable on conviction before a Magistrate or Justice of the Peace to a fine not exceeding two hundred Rupees for every Native with whom he shall so contract; and every such contract shall be void and of no effect.

[Repeal of laws prohibiting contracts with Emigrant laborers &c.]

III. Act XIV. of 1839 in so far as it subjects to a fine any person who shall make with any Native of India a contract for labor to be performed in the Mauritius, and Acts XXI. of 1843, VIII. of 1847, and IV. of 1852 so far as they prohibit the embarkation of any Emigrant without a certificate from the Agent appointed by the Governor of the Mauritius countersigned by the Protector of Emigrants to the effect that such person has been engaged by him as an Emigrant to that Island on the part of the said Government—are repealed from the 2nd of April 1859.

[Provisions of this Act may be extended.]

IV. The Governor General in Council may order that the provisions of this Act or such of them as he may deem necessary shall be applicable to the Emigration of Natives of India to any Colony or place to which the Emigration of Natives of India is or shall be regulated by any law passed by the Governor General in Council, and to contracts to be entered into with them previously to their embarkation.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

The 9th July, 1859.

The following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 9th July 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 13th of October next:—

A Bill relating to the Emigration of Native Laborers to the British Colony of Saint Vincent.

[Preamble.]

Whereas it is expedient to render lawful the Emigration of laborers, being Native Inhabitants of British India, to the British Colony of Saint Vincent, and to extend the provisions of Act XXXI. of 1855 *(relating to the emigration of Native laborers to the British Colonies of Saint Lucia and Grenada)* to the emigration of Native Inhabitants of British India who may emigrate to Saint Vincent: It is enacted as follows:—

[বেআইনী করার করিবার দণ্ড।]

২ ধারা। মরিচ উপদ্বীপে মজুরী করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষ দেশের কোন লোকের সঙ্গে যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধানমতে না হইয়া অন্য কোন প্রকারে করার করে, তবে তাহার দোষ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের সম্মুখে সাবুদ হইলে, যত জনের সঙ্গে সেইরূপ করার করিয়াছে তাহারদের জন প্রতি দুই শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক, ও সেই করারও বাতিল ও নিষ্ফল হইবেক ইতি।

[বিদেশে যাইবার মজুরপ্রভৃতির সঙ্গে করার করিবার নিষেধ যে আইনেতে হইয়াছে তাহা রদ করিবার কথা।]

৩ ধারা। মরিচ উপদ্বীপে কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষ দেশের কোন লোকের সঙ্গে যে কেহ করার করে, তাহার জরীমানা হইবার যে কথা ১৮৩৯সালের ১৪ আইনেতে আছে সেই কথা,—ও কোন লোককে মরিচ উপদ্বীপের গবর্ণমেণ্টের তরফে সেই উপদ্বীপে মজুরস্বরূপে যাইতে বিদেশে যাইবার মজুরেরদের রক্ষক সাহেব করার করিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন এই মর্ম্মের সর্টিফিকট মরিচ উপদ্বীপের গবরনর সাহেবহইতে নিযুক্ত এজেণ্ট সাহেব না দিলে, ও তাহাতে এ বিদেশে যাইবার লোকেরদের রক্ষক সাহেবের দস্তখৎ না থাকিলে, বিদেশে যাইবার কোন মজুর জাহাজে উঠিবেক না এইরূপ নিষেধ ১৮৪৩সালের ২১ আইনের ও ১৮৪৭ সালের ৮ আইনের ও ১৮৫২ সালের ৪ আইনের যে২ কথাতে হইয়াছে সেই২ কথা—১৮৫৯ সালের আপ্রিল মাসের ২ তারিখঅবধি রদ হইল ইতি।

[এই আইনের বিধান অন্য২ স্থানে চালাইবার কথা।]

৪ ধারা। কোন বসতি স্থানে কি অন্য যে স্থানে ভারতবর্ষ দেশের লোকেরদের যাইবার বিধান হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের জারীকরা কোন আইনেতে হইয়াছে কি পরে হয়, সেই স্থানে ভারতবর্ষ দেশের লোকেরদের গমনের উপর, ও জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বে তাহারদের সঙ্গে যে করার করিতে হইবেক তাহার উপর এই আইনের সকল বিধান, কিম্বা যত বিধান হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর আবশ্যক জ্ঞান করেন তত বিধান চলন হয়, তিনি এমত হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ৯ জুলাই।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ৯ জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। আগামি অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

[সেণ্ট বিনসেণ্ট নামক ব্রিটনীয় বসতি স্থানে এদেশীয় মজুরেরদের যাইবার আইনের মুসাবিদা।]

[হেতুবাদ।]

ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের লোকেরদের মজুরস্বরূপে সেণ্ট বিনসেণ্ট নামক ব্রিটনীয় বসতি স্থানে যাওয়া আইনসিদ্ধ করা বিহিত। ও ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের যে লোকেরা সেণ্ট বিনসেণ্টে যায় তাহারদের উপর ১৮৫৫ সালের ৩১ আইনের (অর্থাৎ সেণ্ট লুসিয়া ও গ্রেনেডা নামক ব্রিটনীয় বসতি স্থানে এদেশীয় মজুরেরদের গমন করিবার আইনের) বিধান চলন করাণ বিহিত, এই২ কারণে এই২ বিধান হইল।

[Act repealed.]

I. Act XIV. of 1839, in so far as it renders liable to penalties every person who shall make with any Native of India any contract for labor to be performed in the British Colony of Saint Vincent, or who shall knowingly aid or abet any Native of India in emigrating from the Ports of Calcutta, Madras, and Bombay respectively, to the said Colony, is repealed.

[Act XXXI. of 1855 extended.]

II. All the provisions of Act XXXI. of 1855 and of the Schedule thereto shall extend and apply to Native Inhabitants of the British Territories in India who shall emigrate to Saint Vincent, and that Act shall be read as if the words "or the British Colony of Saint Vincent" had been inserted therein after the words "Saint Lucia and Grenada," or "Saint Lucia or Grenada," wherever those words occur in the said Act.

[Commencement of Act.]

III. This Act shall take effect as to the said Colony of Saint Vincent from the day when the Governor General of India in Council shall notify in the Calcutta Gazette that such Regulations have been provided and such measures taken as the Governor General in Council deems necessary for the protection of such Emigrants during their residence in the said Colony of Saint Vincent and in respect of their return to India.

W. Morgan,
Clerk of the Council.

The 16th July, 1859.

The following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 16th July 1859, and was referred to a Select Committee who are to report thereon after the 20th of October next :—

A Bill for declaring the Law in relation to Bills of Exchange and Promissory Notes becoming payable on days generally observed as Holidays.

[Preamble.]

Whereas no sufficient provision is at present made by law concerning the presentment of Bills of Exchange and Promissory Notes, becoming due and payable upon days which by general custom are observed in India as holidays; and whereas, notwithstanding the general usage of Merchants, doubts have arisen regarding the proper time for presenting such Bills of Exchange and Promissory Notes, and for giving notice of the dishonor of the same; and whereas similar doubts have arisen with respect to Bills of Exchange and Promissory Notes falling due as aforesaid upon days specially appointed by the Proclamation of the Governor General of India in Council for days of prayer and supplication or for days of public thanksgiving; and whereas it is expedient to remove all such doubts; It is enacted and declared as follows :—

[যে আইন রদ হইল তাহার কথা।]

১ ধারা। সেণ্ট বিনসেণ্ট নামক ব্রিটনীয় বসতি স্থানে মজুরী করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষ দেশের কোন লোকের সঙ্গে যে কেহ কোন করার করে, কিম্বা কলিকাতা কি মাদ্রাজ কি বোম্বাইয়ের কোন বন্দরহইতে ভারতবর্ষ দেশের কোন লোকের সেই বসতি স্থানে যাইতে যে কেহ জানিয়াশুনিয়া সাহায্য করে তাহার জরীমানা হইতে পারিবেক এই মর্ম্মের যে কথা ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনেতে আছে সেই কথা রদ হইল ইতি।

[১৮৫৫ সালের ৩১ আইনের কথা খাটিবার কথা।]

২ ধারা। ১৮৫৫ সালের ৩১ আইনের ও তাহার তফসীলের সকল বিধান বিস্তারিত হইয়া ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত ভারতবর্ষ দেশের যে সকল লোক সেণ্ট বিনসেণ্টে যায় তাহারদের উপরও খাটিবেক। ও "সেণ্ট লুসিয়া ও গ্রেনেডা" ও "সেণ্ট লুসিয়া কি গ্রেনেডা" এই২ কথা ঐ আইনের যে কোন ধারার মধ্যে থাকে তাহার পর "কিম্বা সেণ্ট বিনসেণ্ট নামক ব্রিটনীয় বসতি স্থান" এই কথাও লেখা থাকিবার মতে পাঠ হইবেক ইতি।

[এই আইন আমলে আসিবার কথা।]

৩ ধারা। সেণ্ট বিনসেণ্ট নামক উক্ত বসতি স্থানে ঐ প্রকার মজুরেরা যত কাল বাস করে তত কাল তাহারদের সুরক্ষার ও ভারতবর্ষে তাহারদের ফিরিয়া আসিবার যে সকল বিধান ও নিয়ম হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই সকল বিধান ও নিয়ম করা গিয়াছে, এই কথা হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর যে তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করেন, সেই তারিখঅবধি এই আইন সেণ্ট বিনসেণ্ট নামক উক্ত বসতি স্থানের সম্পর্কে চলন হইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১৬ জুলাই।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১৬ জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। আগামি অক্টোবর মাসের ২০ তারিখের পর তাহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

যে২ দিন সাধারণমতে বন্দের দিন বলিয়া মান্য হয় সেই২ দিনে বিল অফ এক্সচেঞ্জের ও নিদর্শনপত্রের টাকা দেনা হইলে তদ্বিষয়ের আইন করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

ভারতবর্ষে সাধারণ লোকাচারমতে যে২ দিন বন্দের দিন বলিয়া মান্য হয় সেই২ দিনে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের টাকা পাওনা হইলে ও দেনা হইলে তাহা দাখিল করিবার কোন উপযুক্ত বিধান এইক্ষণে আইনেতে নাই। আরো সওদাগরেরদের যে রীতি সাধারণমতে চলন আছে তাহা হইলেও, সেই প্রকারের বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও নিদর্শনপত্র দাখিল করিবার ও তাহা অগ্রাহ্য হইবার সম্বাদ দেওনের উপযুক্ত সময় কি হয় তাহার সন্দেহ জন্মিয়াছে। আরো হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিবার কি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার যে২ দিন বিশেষমতে নিরূপণ করেন সেই২ দিনে বিল অফ এক্সচেঞ্জের ও নিদর্শনপত্রের টাকা উক্ত মতে দেনা হইলে তদ্বিষয়ের উক্তমতের সন্দেহ জন্মিয়াছে। ও সেই সকল সন্দেহ দূর করা বিহিত এই২ কারণে এই২ বিধান ও আইন হইল।

[Bills &c. falling due on holidays to be payable on the day preceding.]

I. Whenever it shall be officially notified in the Government Gazette, (or in the Straits' Settlement in such public manner as the Governor shall think sufficient), that the Government Public Treasury will be closed upon any day or upon any number of consecutive days, hitherto usually observed as a holiday or holidays, Bills of Exchange and Promissory Notes becoming due and payable on such day or on any of such days in any place at which such notification shall be made or to which it shall be applicable, shall be payable on the day next preceding the day or the first of the days to which such notification refers; and the holder or holders of such Bills of Exchange or Promissory Notes may note and protest the same for non-payment on the day next preceding the day or the first of the days on which the Treasury is closed, in like manner as if such Bills and Promissory Notes had fallen due and become payable on that day.

[Notice of dishonor may be given on the day next after the holiday.]

II. When Bills of Exchange or Promissory Notes shall be payable either under the above Section or otherwise on the day preceding any holiday or holidays notified as aforesaid, it shall not be necessary for the holder or holders of such Bills of Exchange or Promissory Notes to give notice of the dishonor thereof until the day next after such holiday or holidays.

[When the holiday falls on Monday.]

III. Whenever such holiday or the first of such holidays shall fall on a Monday, it shall not be necessary for the holder or holders of such Bill or Promissory Note as shall be payable either under the above Section or otherwise, on the preceding Saturday, to give notice of the dishonor thereof until the next day after such holiday or the last of such holidays.

[Christmas Day. Good Friday.]

IV. The foregoing provisions shall extend to all Bills of Exchange and Promissory Notes becoming due and payable on Christmas Day or on Good Friday, whether it shall have been notified as aforesaid that the Public Treasury of the Government will be closed on those days respectively or not.

[Retrospective operation of foregoing provisions.]

V. The foregoing provisions shall be deemed to apply as well to all Bills of Exchange or Promissory Notes which fall due on any holiday or holidays so notified as aforesaid before the passing of this Act, as to all Bills of Exchange or Promissory Notes which shall fall due after the passing of this Act.

[Bills &c. falling due on a Thanksgiving Day.]

VI. From and immediately after the 1st day of July 1859, in all cases where Bills of Exchange or

[ছুটীপ্রভৃতির টাকা বন্দের দিনে দেনা হইলে তাহা পূর্ব্ব দিনে দিবার কথা।]

১ ধারা। পূর্ব্বাবধি যে দিন কি যে২ দিন রীতিমতে বন্দের দিন বলিয়া মান্য হয়, সেই২ দিনে কিম্বা ক্রমশঃ কতক দিনপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের ত্রেজুরী বন্দ থাকিবেক, এমতের সরকারী সম্বাদ যদি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে দেওয়া যায়, (কিম্বা মোহনার বসতি স্থানে গবর্ণরের সাহেব প্রকাশরূপে যে সম্বাদ দেওয়া গেলে উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমত সম্বাদ যদি দেওয়া যায়) তবে সেই সম্বাদ যে স্থানে করা যায় কিম্বা যে স্থানে খাটে এমত কোন স্থানে যে সকল বিল অফ এক্সচেঞ্জের ও নিদর্শনপত্রের টাকা সেই দিনে কি তাহার মধ্যে কোন দিনে পাওনা হয় ও দেনা হয়, সেই টাকা ঐ সম্বাদের লেখা বন্দের দিনের কি তাহার মধ্যে প্রথম দিনের পূর্ব্ব দিনে দেনা হইবেক। ও ত্রেজুরী যে দিনে বন্দ হয় তাহার পূর্ব্ব দিনে কিম্বা যে২ দিনে বন্দ হয় তাহার মধ্যে প্রথম দিনের পূর্ব্ব দিনে ঐ বিল অফ এক্সচেঞ্জের ও নিদর্শনপত্রের টাকা না দেওয়া গেলে, ঐ বিল কি নিদর্শনপত্রের টাকা যাঁহার কি যাঁহারদের পাওনা হয় তিনি কি তাঁহারা সেই পূর্ব্ব দিনে ঐ টাকা পাওনা ও দেনা হইবার মতে ঐ না দেওয়ার কথা তাহাতে লিখিতে ও দস্তখৎপ্রভৃতি করিতে পারিবেন ইতি।

[অগ্রাহ্য হইবার সম্বাদ ঐ বন্দের পর দিনে দিতে পারিবার কথা।]

২ ধারা। বন্দের যে দিনের কি যে২ দিনের সম্বাদ পূর্ব্বোক্তমতে দেওয়া গেল তাহার পূর্ব্ব দিনে যখন বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের টাকা ইহার পূর্ব্বের ধারামতে কি অন্য প্রকারে দেনা হয়, তখন ঐ টাকা যাঁহার কি যাঁহারদের পাওনা হয় তাঁহার কি তাঁহারদের ঐ বন্দের পর দিনের আগে ঐ বিলপ্রভৃতির অগ্রাহ্য হইবার সম্বাদ দেওয়ার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

[সোমবারে বন্দ হইলে তাহার কথা।]

৩ ধারা। সেই বন্দের দিন কিম্বা তাহার প্রথম দিন যদি সোমবার হয় তবে উক্ত ধারামতে কিম্বা অন্য প্রকারে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের টাকা তাহার পূর্ব্ব শনিবারে দেনা হয় তাহার টাকা যাঁহার কি যাঁহারদের পাওনা হয় তাঁহার কি তাঁহারদের সেই বন্দের পর দিনের আগে ঐ বিলপ্রভৃতির অগ্রাহ্য হইবার সম্বাদ দেওয়ার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

[ক্রিসমাস ডের ও গুড ফ্রাইডের কথা।]

৪ ধারা। ক্রিসমাস ডে ও গুড ফ্রাইডে এই দুই দিনে গবর্ণমেণ্টের ত্রেজুরী বন্দ হইবার সম্বাদ পূর্ব্বোক্তমতে প্রকাশ করা গেলে কি না গেলেও, সেই২ দিনে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের টাকা দেনা ও পাওনা হয় তাহার উপর পূর্ব্বলিখিত সকল বিধান খাটিবেক ইতি।

[পূর্ব্বলিখিত বিধি এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বকালাবধি চলিবার কথা।]

৫ ধারা। এই আইন জারী হইবার পরে যে সকল বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের টাকা পাওনা হয় তাহার উপর পূর্ব্বলিখিত সকল বিধি যেমন খাটিবেক তেমনি এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তমতের যে বন্দের সম্বাদ দেওয়া যায় সেই বন্দের কোন দিনে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের টাকা পাওনা হয় তাহার উপরও খাটে, এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি।

[পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার দিনে যে বিলপ্রভৃতির টাকা পাওনা হয় তাহার কথা।]

৬ ধারা। ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিনঅবধি ও তাহার পরে, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর-

Promissory Notes shall become due and payable on any day appointed by the Proclamation of the Governor General of India in Council for a day of special prayer and supplication or for a day of public thanksgiving, the same shall be payable on the day next preceding such day of special prayer or day of thanksgiving, and in case of non-payment may be noted and protested on such preceding day, and it shall not be necessary for the holder or holders of such Bills of Exchange or Promissory Notes to give notice of the dishonor thereof until the day next after such day of special prayer or day of thanksgiving.

[When day of Thanksgiving is appointed on a Monday.]

VII. Whensoever such day of special prayer or day of thanksgiving shall be appointed on a Monday, it shall not be necessary for the holder or holders of such Bills or Promissory Notes as shall be payable on the preceding Saturday to give notice thereof until the Tuesday next after such day of special prayer or day of thanksgiving.

[Validity of notice of dishonor given at time authorized by this Act.]

VIII. Every notice of dishonor given at the time authorized by this Act, if in other respects sufficient, shall be valid and effectual to all intents and purposes.

[Interpretation.]

IX. The words "Bill of Exchange" as used in this Act shall include Bank Post Bills, and all Native Drafts or Hoondees requiring by law presentment and notice of dishonor.

W. MORGAN,
Clerk of the Council.

CIRCULAR ORDER OF THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

No. 13.

To the Civil Authorities in the Extra Regulation Provinces.

With reference to their Circular Order No. 6, dated the 26th February last, the Court are pleased with the approval of Government, to modify the period within which appeals should be admitted in the several appellate Courts in the non-Regulation Districts, in the following manner. The term instead of being reckoned "from the date on which an attested copy of the decision appealed from is delivered to or certified to be ready for delivery to the parties or their pleaders," shall be reckoned "from and exclusive of the day on which judgment was pronounced, and also exclusive of such time as may be requisite for obtaining a copy of the decree appealed against."

(Signed) A. W. RUSSELL,
Register.

Fort William, the 14th June, 1859.

[*Government Gazette, 26th July, 1859.*]

নর জেনরল বাহাদুর ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া পরমেশ্বরের নিকটে বিশেষমতে প্রার্থনা করিবার কিম্বা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার যে দিন নিরূপণ করেন সেই দিনে যদি বিলের কি নিদর্শনপত্রের টাকা দেনা হয় ও পাওনা হয়, তবে তাহা ঐ প্রার্থনা করিবার কি ধন্যবাদ করিবার পূর্ব্ব দিনে দেনা হইবেক। ও যদি অগ্রাহ্য হয় তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবার কথা সেই পূর্ব্ব দিনে তাহাতে লেখা ও দস্তখৎপ্রভৃতি করা যাইতে পারিবেক। ও যাঁহার কি যাঁহারদের সেই টাকা পাওনা হয় তাঁহার কি তাঁহারদের সেই প্রার্থনা কি ধন্যবাদ করিবার পর দিনের আগে সেই বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের অগ্রাহ্য হইবার সম্বাদ দেওয়ার আবশ্যক হইবেক না ইতি।

[সেই ধন্যবাদ করিবার নিরূপিত দিন সোমবার হইলে তাহার কথা।]

৭ ধারা। সেই বিশেষ প্রার্থনা কি ধন্যবাদ করিবার দিন যদি সোমবার হয়, তবে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি নিদর্শনপত্রের টাকা তাহার পূর্ব্ব শনিবারে দেনা হয় তাহা অগ্রাহ্য হইলে, যাঁহার কি যাঁহারদের ঐ টাকা পাওনা হয় তাঁহার কি তাঁহারদের, ঐ বিশেষ প্রার্থনা কি ধন্যবাদ করিবার দিনের পর যে মঙ্গলবার হয় তাহার পূর্ব্ব ঐ বিল অফ এক্সচেঞ্জপ্রভৃতি অগ্রাহ্য হওয়ার সম্বাদ দিবার প্রয়োজন হইবেক না ইতি।

[এই আইনের নিরূপিত সময়ে অগ্রাহ্য হওয়ার সম্বাদ দিবার মাতব্বরীর কথা।]

৮ ধারা। এই আইনমতে অগ্রাহ্য হইবার সম্বাদ যে সময়ে দিবার অনুমতি হয় সেই সময়ে দেওয়া গেলে যদি অন্য প্রকারে উপযুক্তমতে হইয়া থাকে তবে সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ ও সফল হইবেক ইতি।

[অর্থ করিবার ধারা।]

৯ ধারা। "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই যে শব্দ এই আইনে লেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে সকল ব্যাঙ্ক পোষ্ট বিলও ধরা যাইবেক। ও এদেশীয় লোকেরদের যে সকল দ্রাফ্ট কি হুণ্ডী দাখিল করিবার ও অগ্রাহ্য হইবার সম্বাদ দেওয়ার হুকুম আইনেতে হইয়াছে তাহাও বুঝাইবেক ইতি।

ডবলিউ মর্গান।
কৌন্সেলের ক্লার্ক।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

১৩ নম্বর।

আইনবহির্ভূত প্রদেশের দেওয়ানীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

আইনবহির্ভূত প্রদেশের নানা আপীল আদালতে আপীল দাখিল করিবার যে মিয়াদ সদর আদালতের গত ফেব্রুআরি মাসের ২৬ তারিখের ৬ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা, সদর আদালতের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে নীচের লিখিত মতে মতান্তর করিয়াছেন। "যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহার দস্তখৎকরা নকল যে তারিখে উভয় পক্ষকে কি তাহারদের উকীলদিগকে দেওয়া যায়, কিম্বা দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত আছে এই কথার সার্টিফিকট যে তারিখে লেখা যায়, সেই তারিখঅবধি ঐ মিয়াদ" না গণিয়া "নিষ্পত্তি যে তারিখে প্রকাশ হয় সেই তারিখ ছাড়া, ও যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকল পাইবার যত সময় আবশ্যক তাহা বাদ দিয়া, ঐ নিষ্পত্তির তারিখঅবধি মিয়াদ গণ্য হইবেক।"

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ১৪ জুন।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

CIRCULAR ORDERS OF THE SUDDER NIZAMUT ADAWLUT.

No. 5.

To the Criminal Authorities in the Lower Provinces.

I am directed by the Court to request that you will report, along with your next annual statements, upon the cases instituted in your courts under Sections 13 and 14 of Act III. of 1857, the number of persons arrested and tried, and the results of their trials in the form as per margin;* and generally, upon the working of the Act in the diminution of assaults and affrays on account of cattle trespass.

(Signed) A. W. Russell,
Register.

Fort William, the 9th June, 1859.

*Number of Cases.	Persons Arrested.	Persons Convicted.	Persons Acquitted.
Cases under Sec. 13 for 1859.			
Do. under Sec. 14.			

No. 6.

To the Criminal Authorities in the Lower Provinces.

The Court are pleased to direct the alteration as per margin,* of heading C 4 in the schedule of miscellaneous offences which accompanied their Circular Order No. 7, dated the 26th June 1855, and the entry of an additional heading as indicated in the margin † under letter C of that schedule to meet cases coming under the provisions of Act III., 1857.

(Signed) A. W. Russell,
Register.

Fort William, the 9th June, 1859.

* Chowkeedaree Cases under Act 20 of 1856.

† Cattle Trespass under Act 3, 1857.

CIRCULAR ORDERS OF THE ACCOUNTANT GENERAL.

No. 996.

To the Collector of Land Revenue, Lower Provinces.

I have the honor to annex for your information copy of a letter from the Secretary to the Government of Bengal No. 691 of the 22nd Instant, with enclosures and to request that you will act according to the advice given by the Advocate General in deal-

সদর নিজামৎ আদালতের সরক্যুলর অর্ডর।

৫ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের আজ্ঞামতে এই আদেশ করিতেছি। ১৮৫৭ সালের ৩ আইনের ১৩ ও ১৪ ধারামতে যে সকল মোকদ্দমা তোমার আদালতে উপস্থিত করা যায়, ও যত জনের গ্রেফ্তার হইয়া বিচার হয় ও তাহারদের বিচারের যে ফল হয় এই সকল কথার রিপোর্ট নীচের লিখিত নক্শামতে তোমার বার্ষিক আগামি কৈফিয়তের সঙ্গে পাঠাও। ও গোমেষাদির দ্বারা ফসল তসরুফ হওয়াতে যত চড়াউ ও দাঙ্গা হইত তাহা কম হইয়া ঐ আইনের সাধারণমতে যে ফল হইয়াছে তাহার রিপোর্ট কর।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম। ১৮৫৯ সাল ৯ জুন।

যত মোকদ্দমা	যত জন গ্রেফ্তার হয়	যত জনের দোষ সাবুদ হয়	যত জনকে নির্দ্দোষ করা যায়।
১৮৫৯ সালে ১৩ ধারামতের যত মোকদ্দমা			
ঐ ১৪ ধারামতের ঐ			

৬ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ফৌজদারীর শ্রীযুত কার্য্যকারক সাহেব বরাবরেষু।

সদর আদালতের সাহেবেরদের ১৮৫৫ সালের ২৬ জুন তারিখের ৭ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের সঙ্গে বিবিধ প্রকারের অপরাধের যে তফসীল পাঠান গিয়াছিল তাহার C ৪ এই চিহ্নের ঘরের কথা নীচের লিখিতমতে * বদল হয় তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়াছেন। ও ১৮৫৭ সালের ৩ আইনের বিধানমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা লিখিবার জন্যে ঐ তফসীলের C অক্ষরের তলে নীচের লিখিত কথার † নূতন এক ঘর করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
১৮৫৯ সাল ৯ জুন।

* ১৮৫৬ সালের ২০ আইনমতের চৌকীদারী মোকদ্দমা।

† ১৮৫৭ সালের ৩ আইনমতে গোমেষাদির ফসল তসরুফ।

আক্কৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের সরক্যুলর অর্ডর।

৯৯৬ নম্বর।

বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ভূমির রাজস্বের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেব বরাবরেষু।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত সেক্রেটারী সাহেবের বর্ত্তমান মাসের ২২ তারিখের ৬৯১ নম্বরের পত্রের ও তাহার সঙ্গে প্রেরিত পত্রাদির একং কেতা নকল তোমার জানিবার নিমিত্তে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি। মালগুজারীর যে টাকা তোমার খাজানাখানায়

ing with base or counterfeit Rupees tendered in your Treasury in payment of Revenue.

(Signed) R. P. HARRISON,
Offg. Acctt. Govt. of Bengal.

Fort William,
Office of Acctt. to the Govt. of Bengal,
The 20th March, 1859.

No. 691.

From A. R. Young, Esq., Secy. to the Govt. of Bengal to the Offg. Acctt. to the Govt. of Bengal.

Fort William, the 22nd March, 1859.

I am directed to forward herewith an Extract from the Proceedings of the Government of India in the Financial Department No. 1867, dated the 11th Instant, together with the Advocate General's opinion referred to and to request that you will issue instructions to Officers in charge of Treasuries to act according to the advice given by Mr. Ritchie in dealing with base or counterfeit Rupees tendered in payment of Revenue.

(Signed) A. R. YOUNG,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Extract from the Proceedings of the Govt. of India in the Financial Department, (No. 1867 dated the 11th March, 1859.)

Read a letter from the Sub-Treasurer Fort William No. 308 dated the 21st January last, relative to the plugged and counterfeit Rupees tendered in payment of money by the public into the General Treasury at Calcutta.

Read an opinion by the Advocate General on the above, dated the 19th ultimo.

Resolution.—The Governor General in Council observes that the Sub-Treasurer Fort William in reporting that much inconvenience and risk are experienced in his Office, from the constant tender of plugged and counterfeit Rupees in payment of money by the public into the General Treasury, solicits that as the practice of allowing such Rupees, after they have been tendered, to be returned to the holders leads to the same base coins being brought to the Treasury over and over again, he may be empowered to mutilate and divide into two all plugged and counterfeit Rupees that may be tendered at the General Treasury in the same manner as the Collectors of Land Revenue are empowered under the Circular of the Accountant Revenue Department, No. 431 dated 14th July 1832, issued in compliance with the orders of the Sudder Board of Revenue to mutilate all base coins found in remittances from one Government Treasury to another.

2. He further reports that a large number of light weight Rupees are in circulation in Calcutta and are frequently tendered by the public for payment into the General Treasury. These coins have

দাখিল করা যায় তাহার মধ্যে কিছু মেকি কি কৃত্রিম টাকা থাকিলে, তাহা লইয়া তুমি আডবোকেট জেনরল সাহেবের পরামর্শমতে কর্ম্ম কর।

আর পি হারিসন।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং আকেকোণ্টেণ্ট।

ফোর্ট উলিয়ম।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের আকেকোণ্টেণ্ট সাহেবের দপ্তরখানা।
১৮৫৯ সাল ২০ মার্চ।

৬৯১ নম্বর।

বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের শ্রীযুত একটিং আকেকোণ্টেণ্ট সাহেবের নিকটে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুত এ আর ইয়ং সাহেবের পত্র। ফোর্ট উলিয়ম ১৮৫৯ সাল ২২ মার্চ।

ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মাসের ১১ তারিখের ১৮৬৭ নম্বরের কার্য্য বিবরণহইতে গৃহীত কথা, ও তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেবের যে রায় উল্লেখ হইয়াছে তাহা ইহার সঙ্গে পাঠাইয়া এই আদেশ করিতেছি। মালগুজারীর যে টাকা দাখিল করা যায় তাহার মধ্যে কিছু মেকি কি কৃত্রিম টাকা থাকিলে তাহা লইয়া খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবেরা শ্রীযুত রিচি সাহেবের পরামর্শমতে কর্ম্ম করেন তাঁহারদিগকে এমত উপদেশ দেও।

এ আর ইয়ং।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কার্য্য বিবরণহইতে গৃহীত কথা। (১৮৫৯ সালের ১১ মার্চ তারিখের ১৮৬৭ নম্বর।)

কলিকাতার জেনরল ত্রেজুরীতে সাধারণ লোকেরদের টাকা দিবার সময়ে যে মেকি ও কৃত্রিম টাকা দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে ফোর্ট উলিয়মের সব-ত্রেজুরর সাহেব গত জানুআরি মাসের ২১ তারিখের ৩০৮ নম্বরের যে পত্র লেখেন তাহা পাঠ করা গেল।

সেই বিষয়ে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেব গত মাসের ১৯ তারিখে যে মত লেখেন তাহাও পাঠ করা গেল।

নির্দ্ধারণ।

হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এই কথা কহেন। জেনরল ত্রেজুরীতে সাধারণ লোকেরদের টাকা দাখিল করিবার সময়ে মেকি ও কৃত্রিম টাকা অনেকবার দেওয়া গিয়া থাকে ইহাতে সেই ত্রেজুরীতে অনেক ক্লেশ হয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা, ফোর্ট উলিয়মের সব-ত্রেজুরর সাহেব এই কথার রিপোর্ট করিবার সময়ে আরো কহেন যে, সেইপ্রকারের টাকা দাখিল হইবার পরে যাহারা দিয়াছে তাহারদিগকে ফিরিয়া দিবার রীতি থাকাতে সেই মেকি টাকা বারম্বার ত্রেজুরীতে দাখিল করা যাইতেছে। অতএব তাঁহার এই প্রার্থনা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের আজ্ঞামতে রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্টের আকেকোণ্টেণ্ট সাহেব ১৮৩২ সালের ১৪ জুলাই তারিখের ৪৩১ নম্বরের যে সরকুলর লিখিয়াছিলেন, তদনুসারে গবর্ণমেণ্টের এক ত্রেজুরীহইতে অন্য ত্রেজুরীতে যে সকল টাকা চালান হয় তাহার মধ্যে যে সকল মেকি টাকা পাওয়া যায় তাহা ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের কাটিয়া দিবার যেমন ক্ষমতা আছে, তেমনি জেনরল ত্রেজুরীতে যে সকল মেকি ও কৃত্রিম টাকা দেওয়া যায় তাহাও কাটিয়া দুই ভাগ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকেও দেওয়া যায়।

২। আরো তিনি এই রিপোর্ট করেন, অনেক কমী টাকা কলিকাতায় চলিতেছে ও জেনরল ত্রেজুরীতে টাকা দিতে হইলে সাধারণ লোকেরা অনেকবার ঐ প্রকারের টাকা দাখিল করে। সেই সকল টাকার মধ্যে কতক

been either clipped or filed, and silver taken from them, or from the recent system of Electro-plating, a considerable quantity of silver is extracted from Rupees by means of chemical process, and this he states does not admit of ready detection. Under the above circumstances he submits that it is desirable, that the matter should receive the consideration of Government with a view to very stringent Rules being enacted for the preservation of the integrity of the coin and the safety of the public.

ছাটা হইয়া কি উকাতে ঘসা হইয়া তাহার কিছু রূপা বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে কিম্বা ইলেকট্রো প্লেট বলিয়া যে নূতন কৌশল হইয়াছে তদ্দ্বারা অনেক টাকা হইতে কিমিয়া বিদ্যার নিয়মমতে রূপা হরণ করা যায়, তাহা হইলে অনায়াসে ধরা যায় না। ইহাতে ঐ সাহেবের এই পরামর্শ যে, টাকা পূরা রাখিবার ও সাধারণ লোকেরদের ক্ষতি না হইবার জন্যে অতি কঠোর বিধান করা যায়, এই নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের সেই বিষয়ে মনোযোগ হয়।

3. The Advocate General having been requested to state his opinion as to what powers the law confers upon the Government in dealing with the coins referred to by the Sub-Treasurer and with the parties who tender them at the General Treasury, advises that application should be made to the Legislature to pass a fresh law on the subject, the law now in force in India with reference to false coins being in his opinion defective; and meanwhile he thinks that the Sub-Treasurer and the Revenue Officers generally may be authorized to cut or break in two, counterfeit coins and coins that may have been unlawfully tampered with observing at the same time that extreme caution should be exercised in dealing with cases in which coin has been diminished or impaired otherwise than by any of the five modes specified in Act XXXI. of 1839.

৩। সব-ত্রেজুরর সাহেব যে টাকার কথা লিখিয়াছেন তাহা লইয়া ও যাহারা সেই প্রকারের টাকা জেনরল ত্রেজুরীতে দাখিল করে তাহারদিগকে লইয়া যে কার্য্য করিবার ক্ষমতা আইনমতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি থাকে, তদ্বিষয়ে আপনার মত জানাইতে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেবকে আদেশ হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার পরামর্শ এই। কৃত্রিম টাকার বিষয়ে যে আইন এইক্ষণে ভারতবর্ষে চলন আছে তাহা পূরা নহে, অতএব সেই বিষয়ের নূতন আইন করিবার প্রার্থনা ব্যবস্থাপক সাহেবেরদের নিকটে করা উচিত। ইতিমধ্যে কৃত্রিম টাকা ও যে সকল টাকা লইয়া বেআইনীমতের কার্য্য হইয়াছে তাহা দুই ভাগে কাটিয়া কি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ক্ষমতা সব-ত্রেজুরর সাহেবকে ও সাধারণমতে রাজস্বের সকল কার্য্যকারক সাহেবকে দেওয়া যাইতে পারিবেক। পরন্তু তিনি আরো কহেন যে, ১৮৩৯ সালের ৩১ আইনেতে যে পাঁচ প্রকারে টাকার মূল্য কম করিবার কি তাহা ক্ষয় করিবার রীতির উল্লেখ হইয়াছে তদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন প্রকারে টাকা কমী করা যায় তবে সেই টাকা লইয়া অত্যন্ত সতর্ক হইয়া কার্য্য করা উচিত।

4. The Governor General in Council approves of the views of the Advocate General and accordingly directs that a copy of the correspondence on the subject be forwarded to the Home Department with a view to the introduction of a new law as advised by the Advocate General; and pending the passing of such new law His Lordship in Council is pleased to authorize the Sub-Treasurer Fort William, and the Revenue Officers generally, to act upon the advice of the Advocate General.

৪। হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর আডবোকেট জেনরল সাহেবের উক্ত পরামর্শেতে সম্মত হইয়া এই আদেশ করিতেছেন। শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেবের পরামর্শমতে নূতন আইন করা যাইবার নিমিত্তে তদ্বিষয়ের যে সকল লিখনপঠন হইয়াছে তাহার এক কেতা নকল হোম ডিপার্টমেণ্টে পাঠান যায় ও সেই নূতন আইন যত কাল জারী না হয় তত কাল হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ফোর্ট উলিয়মের সব-ত্রেজুরর সাহেবকে ও সাধারণমতে রাজস্বের সকল কার্য্যকারক সাহেবকে আডবোকেট জেনরল সাহেবের পরামর্শমতে কার্য্য করিতে ক্ষমতা দিতেছেন।

Order.—Ordered that a copy of the above Resolution together with a transcript of the correspondence therein referred to, be forwarded to the Home Department for the purpose indicated.

Ordered, also, that a copy of the Resolution together with a transcript of the opinion of the Advocate General referred to therein, be forwarded to the Governments noted in the margin,* with a view to the necessary instructions being issued to the several Officers in charge of Treasuries to act upon the advice of the Advocate General as contained in paragraphs 6 to 10 of that Officer's opinion pending the passing of a new law on the subject.

Ordered, also, that a copy of the Resolution and of

হুকুম।

হুকুম হইল যে, ঐ নির্দ্ধারণের এক কেতা নকল ও তাহার উল্লিখিত লিখনপঠনের এক কেতা নকল পূর্ব্বোক্ত কারণে হোম ডিপার্টমেণ্টে পাঠান যায়।

আরো এই হুকুম হইল সেই বিষয়ের নূতন আইন যাবৎ জারী না হয়, তাবৎ আডবোকেট জেনরল সাহেবের মতপ্রকাশক পত্রের ৬অবধি ১০পর্য্যন্ত সকল দফাতে তিনি যে পরামর্শ দিয়াছেন তদনুসারে খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত সকল কার্য্যকারক সাহেবের কার্য্য করিবার আবশ্যক মতের উপদেশ দেওয়া যায় এই নিমিত্তে ঐ নির্দ্ধারণের এক কেতা নকল ও তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেবের যে মতের উল্লেখ হইয়াছে তাহার এক কেতা নকল নীচের * লিখিত গবর্ণমেণ্টে পাঠান যায়।

আরো এই হুকুম হইল। ফোর্ট উলিয়মের সব-ত্রে-

* Govt. of Bengal.
,, of N. W. Provinces.
,, of Fort St. George.
,, of Bombay.
,, of Punjab.
,, of Straits Settlements.

* অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশের ও উত্তরপশ্চিম দেশের ও ফোর্ট সেণ্ট জর্জের ও বোম্বাইয়ের ও পঞ্জাবের ও সোহনার বসতি স্থানের গবর্ণমেণ্টে।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ জুলাই।]

the opinion of the Advocate General, be forwarded to the Sub-Treasurer, Fort William, with reference to his letter No. 308 dated the 21st ultimo, and with a request that pending the passing of a new Law he will act upon the advice of the Advocate General as given in paragraphs 6 to 10 of his opinion.

Ordered, further, that a copy of the Resolution and of the opinion of the Advocate General be forwarded to the Accountant General to the Government of India, for the issue of the necessary instructions to the Revenue Officers under his control.

Opinion of the Advocate General Mr. W. Ritchie, (dated the 19th February, 1859.)

I think the law now in force in India with reference to false coins is defective and that application should be made to the Legislature to pass an Act corresponding in substance with the Statute 2 W. 4 C. 34 which has never been introduced into this country and which provides for several cases wholly omitted by the 9 Geo. 4 C. 74 S. 73, 74 and 75 and Act XXXI. of 1839, the Acts now in force here with respect to offences against the Mint.

2. The Act 2, W. 4 C. 34 (S. 13) provides expressly for the course to be adopted with reference to coin counterfeit or diminished otherwise than by reasonable wearing in the possession of innocent persons and authorizes the teller of Her Majesty's Exchequer and Receiver of Revenue as well as other persons to break and deface such coins. Such Provision as well as that contained in S. 14 authorizing the seizure of counterfeit coin, in the mode therein pointed out would be extremely useful in this country.

3. Moreover the provisions in the English Act as to impairing, diminishing and lightening the coin (S. 5) as to having in possession three or more pieces of counterfeit coin with intent to utter (S. 8) as to the possession or use of coining tools (S. 10) are not contained in either of the Indian Acts and might be introduced here with advantage. By electro-plating and other chemical processes the coin may be impaired, diminished or lightened without being either "clipped, filed, drilled, defaced or debased within the strict legal construction of the Act of 1839." These words were probably intended to embrace all modes then known of diminishing or lightening the coin and the last two are of a very comprehensive nature. But it may be well doubted whether some processes of sweating the coin now resorted to fall within the meaning even of the words defaced or debased.

[*Government Gazette, 26th July*, 1859.]

জুরর সাহেবের গত মাসের ২১ তারিখের ৩০৮ নম্বরের পত্রের উপলক্ষে ঐ নির্দ্ধারণের ও আডবোকেট জেনরল সাহেবের মতের এক কেতা নকল, তাঁহার নিকটে পাঠান যায় ও নূতন আইন যত কাল জারী না হয় তত কাল তিনি আডবোকেট জেনরল সাহেবের পত্রের ৬ অবধি ১০ পর্য্যন্ত সকল দফাতে যে পরামর্শ হইয়াছে তদনুসারে কর্ম্ম করেন এমত আদেশ হয়।

আরো এই হুকুম হইল। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আকৈণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের অধীনে রাজস্বের যে সকল কার্য্যকারক আছেন তাঁহারদিগকে আবশ্যক মতের উপদেশ দেওয়া যায়, এই কারণে ঐ নির্দ্ধারণের ও আডবোকেট জেনরল সাহেবের মতের এক কেতা নকল ঐ সাহেবের নিকটে পাঠান যায়।

আডবোকেট জেনরল শ্রীযুত ডবলিউ রিচি সাহেবের মত। (১৮৫৯ সাল ১৯ ফেব্রুআরি।)

কৃত্রিম টাকার বিষয়ে যে আইন এইক্ষণে ভারতবর্ষে চলন আছে তাহা আমার বিবেচনাতে পূর্ণ নহে, ও চতুর্থ উলিয়ম রাজার দ্বিতীয় বৎসরের ৩৪ অধ্যায়ের বিধানের মর্ম্মানুযায়ি কোন আইন জারী হয় ব্যবস্থাপক সাহেবেরদের নিকটে এমত প্রার্থনা করা উচিত। সেই বিধান এই দেশে কখন চলন হয় নাই। কিন্তু টাকশালের বিপরীত অপরাধের যে২ আইন এই দেশে চলন হইয়াছে সেই২ আইনেতে অর্থাৎ চতুর্থ জর্জ রাজার ৯ বৎসরের ৭৪ অধ্যায়ের ৭৩ ও ৭৪ ও ৭৫ ধারাতে ও ১৮৩৯ সালের ৩১ আইনে যে২ কথা ছাড়া হইয়াছে এমত অনেক কথার বিধান উক্ত ৩৪ অধ্যায়ের বিধানে হইয়াছে।

২। কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা নিত্য ব্যবহারেতে যাহা সম্ভাবনামতে ঘষা হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের কমী মুদ্রা নির্দ্দোষ ব্যক্তিরদের নিকটে থাকিলে, তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবেক ইহার স্পষ্ট বিধান চতুর্থ উলিয়ম রাজার ২ বৎসরের ৩৪ অধ্যায়ের আইনের ১৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ও তাহাতে শ্রীশ্রীমতীর রাজভাণ্ডারের মুদ্রা যিনি গণ্য করেন ও রাজস্ব যিনি গ্রহণ করেন তাঁহাকে ও অন্য ব্যক্তিদিগকে সেই প্রকারের মুদ্রা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ও বিকৃত করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে। তদ্রূপ বিধান ও সেই আইনের ১৪ ধারার লিখিতমতে কৃত্রিম মুদ্রা জব্দ করিবার যে বিধান ঐ ১৪ ধারাতে আছে তাহা এই দেশে চলন হইলে অনেক কার্য্য দর্শিতে পারে।

৩। আরো ইঙ্গলণ্ডীয় আইনের ৫ ধারাতে মুদ্রা ক্ষয় ও কমী করিবার ও হালকা করিবার বিষয়ে, ও ৮ ধারাতে কৃত্রিম মুদ্রা চালাইবার অভিপ্রায়ে তদ্রূপ তিন কি অধিক মুদ্রা নিকটে রাখিবার বিষয়ে, ও ১০ ধারাতে মুদ্রা জব্দ করিবার অস্ত্রশস্ত্র নিকট রাখিবার কি তাহা লইয়া কার্য্য করিবার বিষয়ে যে২ বিধান আছে, তাহা ভারতবর্ষের চলিত উক্ত দুই আইনেতে নাই, তাহাও চলন করাইলে অনেক লাভ দর্শিতে পারে। ১৮৩৯ সালের আইনের যথার্থ অর্থের মতে টাকা ছাটা না হইয়া কি উকাতে ঘষা না হইয়া কি ছিদ্র না করিয়া কি বিরূপ কি মেকি না হইয়াও" ইলেকট্রো প্লেট করণ দ্বারা কিম্বা কিমিয়া বিদ্যার অন্য নিয়মেতে টাকা ক্ষয় হইতে পারে কি কমী কি হালকা করা যাইতে পারে। তৎকালে মুদ্রা যে২ কৌশলে কমী কি হালকা করা যাইত তাহা সমুদয় আইনের ঐ কথার মধ্যে ধরিবার অভিপ্রায় থাকিতে পারে, ও শেষোক্ত দুই শব্দের অতি বিস্তারিত অর্থ হইতে পারে। কিন্তু টাকাহইতে রূপা বাহির করিবার যে সকল কৌশল এইক্ষণে চলিতেছে তাহার মধ্যে কোন২ কৌশল ঐ বিরূপ কি মেকি করার মধ্যে ধরা যাইতে পারে কি না ইহার সন্দেহ হইতে পারে।

4 In some respects I think it would be desirable to go further than the English Act 2 W. 4 C. 34, and to provide an express punishment; (1) for the uttering or tendering with guilty knowledge coins unlawfully impaired, diminished or lightened; (2) for the buying or receiving, selling or putting off such coin at a lower rate than it by its denomination imports; (3) for the possession with intent to utter, or without lawful excuse of such coins.

৪। আমি বোধ করি যে চতুর্থ উলিয়ম রাজার ২ বৎসরের ৩৪ অধ্যায়ের ইঙ্গলণ্ডীয় আইনঅপেক্ষা কিছু বিস্তারিত ভাবের আইন করা উচিত, ও (১) যে সকল মুদ্রা বেআইনীমতে ক্ষয় করা যায় কি কমী কি হালকা করা যায় তাহা চালাইবার কিম্বা দোষযুক্ত জানমতে দিতে প্রস্তাব করিবার, ও (২) মুদ্রার যত মূল্য বুঝায় তাহার কম মূল্যেতে সেই মুদ্রা ক্রয় কি গ্রহণ কি বিক্রয় করিবার কি দিবার ও (৩) সেই মুদ্রা চালাইবার অভিপ্রায়ে কি ন্যায্য ওজর না থাকিতেও নিকটে রাখিবার বিশেষ দণ্ড নিরূপণ করা উচিত।

5. The first of these offences is I doubt not a misdemeanor at common law. The second I also think is a misdemeanor at common law, and was punishable as a felony by the 8 and 9 W. 3, C. 26, which was repealed by the 2 W. 4 C. 34, and not in this respect re-enacted. The third is not an offence either at common law or by Statute though procuring such coin with the intention of passing it as good coin is in my opinion a misdemeanor at common law. It would aid much I think in bringing offenders against the coin to justice if all these offences were subjected to specific punishment as misdemeanors.

৫। ইহার মধ্যে প্রথম যে অপরাধ তাহা কামনলামতে অর্থাৎ দেশাচারমতে অপরাধ হয়, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় অপরাধও কামনলামতে অপরাধ হয় আমি এমন বোধ করি। তৃতীয় উলিয়ম রাজার ৮ ও ৯ বৎসরের ২৬ অধ্যায়ের আইনমতে তাহার ফেলোনি বলিয়া দণ্ড হইতে পারিত, কিন্তু সেই আইন চতুর্থ উলিয়ম রাজার ২ বৎসরের ৩৪ অধ্যায়ের আইনেতে রদ হইয়া ছিল, ও সেই ভাবেতে তাহা পুনরায় চলন হয় না। তৃতীয় যে অপরাধের কথা লিখিয়াছি তাহা কামনলামতে কিম্বা আইনমতেও অপরাধ হয় না। তথাপি সেই প্রকারের মুদ্রা ভাল মুদ্রা বলিয়া চালাইবার অভিপ্রায়ে প্রাপ্ত হওয়া, আমার বিবেচনাতে কামনলামতে অপরাধ হয়। ঐ সকল দোষের অপরাধ বলিয়া স্পষ্টরূপে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইলে বোধ করি মুদ্রাতে যাহারা অপরাধ করে তাহারদের বিচার হইয়া দণ্ড হইবার সাহায্য হয়।

6. The powers of the Revenue or other Officers of Government to break up or destroy genuine coins which have been unlawfully tampered with but which are presented by innocent holders are very ill defined at common law; and special provisions for breaking up counterfeit coin or coin unlawfully diminished have been so often introduced by Statute* that an inference arises that some statutary authority is necessary in order to afford a complete protection to the officers so dealing with coins.

৬। অকৃত্রিম মুদ্রা বেআইনীমতে কমীপ্রভৃতি করিবার উদ্যোগ হইয়া যদি নির্দ্দোষি ব্যক্তিরদের হাতে পড়িয়া তাহারদেরহইতে সরকারে দাখিল করা যায়, তবে সেই টাকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে কি নষ্ট করিতে সরকারী রাজস্বসম্পর্কীয় কি অন্য কার্য্যকারকেরদের যে ক্ষমতা তাহা কামনলামতে উত্তমরূপে নির্দ্দিষ্ট করা যায় নাই। ও কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা যে মুদ্রা বেআইনীমতে কমী করা গিয়াছে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বিশেষ বিধান অনেকবার আইনের দ্বারা * করা গিয়াছে ইহাতে এই অনুভব হয়, যে কার্য্যকারক সাহেবেরা মুদ্রা লইয়া সেই প্রকারের কার্য্য করেন তাঁহারদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার জন্যে কোন আইনমতে ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক।

7. My own opinion certainly is that any Officer of Government to whom counterfeit coin is tendered, even by an innocent holder is fully justified without any Legislative authority in cutting or breaking in two such coin, returning the pieces to the holder if no suspicion attach to him, or to any one who can be traced through him.

৭। আমার নিতান্ত এই মত। সরকারের কোন কার্য্যকারককে কৃত্রিম মুদ্রা দাখিল করা গেলে, যে জন সেই মুদ্রা দিয়াছিল সে নিজে নির্দ্দোষ হইলেও সরকারের সেই কার্য্যকারক আইনমতের কোন ক্ষমতা না পাইয়াও অবশ্য সেই মুদ্রা কাটিয়া কি ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করিতে পারেন ও যে জন দিয়াছিল তাহার উপর কোন শোধে না থাকিলে তাহাকে সেই২ খণ্ড দিবেন কিম্বা তাহার দ্বারা যে লোক ঐ মুদ্রা দিয়াছিল তাহার সন্ধান পাইতে পারিলে তাহাকে দিবেন।

8. But the question is more difficult as to genuine coin which has been unlawfully tampered with. I incline to think however that if such coin has been actually "fraudulently clipped, filed, drilled, defaced or debased" within the meaning of Act

৮। কিন্তু মুদ্রা অকৃত্রিম হইয়া তাহা কমীপ্রভৃতি করা গেলে, সেই প্রকারের মুদ্রা লইয়া যাহা করিতে হইবেক তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন। কিন্তু আমার বিবেচনা এই, সেই মুদ্রা যদি ১৮৩৯ সালের ৩১ আইনের অর্থমতে নিতান্ত প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক ছটা হই-

* See 6 and 7 W. 3 C. 17 and 18, 8 and 9 W. 3 C. 26 S. 5, 56 Geo. 3 C. 6817, 9 Geo. 4 C. 74 and 75, 2 W. 4 C. 34 S. 13 and 14.

* তৃতীয় উলিয়ম রাজার ৬ ও ৭ বৎসরের ১৭ ও ১৮ অধ্যায় ও তৃতীয় উলিয়ম রাজার ৮ ও ৯ বৎসরের ২৬ অধ্যায়ের আইনের ৫ ধারা ও তৃতীয় জর্জ রাজার ৫৬ বৎসরের ৬৮১৭ অধ্যায় ও চতুর্থ জর্জ রাজার ৯ বৎসরের ৭৪ ও ৭৫ অধ্যায় ও চতুর্থ উলিয়ম রাজার ২ বৎসরের ৩৪ অধ্যায়ের ১৩ ও ১৪ ধারা দেখ।

XXXI. of 1839 (which would include the cases of plugging referred to by Mr. Harvey) the Government Officers would be safe in cutting or breaking in two such coins returning the pieces (without loss of any of the particles) to the innocent holder. I cannot see that the latter could sustain any damage that the law would recognise by the Act as he could not himself make use of the coin as a genuine coin after being apprised of its having been unlawfully dealt with, without a crime: and the value of the coin for any lawful purpose would not be diminished by its being broken in two.

9. Whether the course be strictly justifiable in the present state of the law or not, which is very doubtful, I strongly advice its immediate adoption at the Treasury and by all Revenue Officers as a protection to the public against the circulation of coin illegally depreciated which there is a strong moral obligation on the Government to afford.

10. When the coin has been diminished or impaired otherwise than by any of the five modes specified in Act XXXI. of 1839 e. g. by sweating through a chemical process which does not deface or debase the standard much greater difficulty will exist. Where it is quite certain that diminution is owing to some chemical or unlawful process, wilfully applied, I incline to think, the Government Officers breaking it in two will be practically safe. For any subsequent uttering such coin with knowledge of its character would in my view be a misdemeanor at common law, though not a statutable offence and therefore it is difficult to see what legal damage the innocent holder in receiving back the pieces could sustain. But extreme caution will be necessary in dealing with such cases because if the lightening or diminution of the coin can be attributed to fair wear and tear or to lawful means the burden of negativing which would be on the Officer breaking it, I think it clear that he would be exposed to an action by the innocent holder.

(True Copy,)

(Signed) T. JONES,

Register, Bengal Secretariat.

গিয়াছে কি উকা দিয়া ঘষা গিয়াছে কি ছিদ্র করা গিয়াছে কি বিরূপ কি মেকি করা গিয়াছে, (ও হার্বি সাহেব টাকাতে মেক দিবার যে কথা লিখিয়াছেন তাহাও ইহার মধ্যে আইসে) তবে সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরা সেই প্রকারের মুদ্রা কাটিয়া কি ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করিয়া তাহার কোন টুকরা না হারাইয়া নির্দ্দোষ যে ব্যক্তি তাহা দিয়াছিল তাহাকে ফিরিয়া দিলে তাঁহারদের ইহাতে কোন আপদ হইতে পারে না। আরও উক্ত আইনমতে ঐ নির্দ্দোষ ব্যক্তির ক্ষতি আইনমতে ধরা যাইতে পারে তাহার এমত কোন ক্ষতিও যে হয় তাহা আমি দেখিতে পাই না, কেননা সেই মুদ্রা লইয়া বেআইনীমতের কিছু কার্য্য হইয়াছে এই কথা ঐ ব্যক্তিকে কহা গেলে পর, সে যদি অকৃত্রিম মুদ্রা বলিয়া তাহা চালাইতে চেষ্টা করে তবে তাহার অপরাধ হয়। ও সেই মুদ্রা দুই ভাগ করিয়া ভাঙ্গা গেলেও তাহা লইয়া অন্য যে কোন কার্য্য ন্যায্যমতে হইতে পারে তাহার নিমিত্তে তাহার মূল্যের কিছু খর্ব্বতা হয় না।

৯। এইক্ষণে যে আইন চলন আছে তাহা বুঝিয়া উক্ত প্রকারের কর্ম্ম নির্দ্দোষমতে হইতে পারে কি না ইহার অনেক সন্দেহ হয়। কিন্তু বেআইনীমতে কমী করা গিয়াছে যে মুদ্রা তাহা চলন হইলে সাধারণ লোকেরদের ক্ষতি হয় ও সেই ক্ষতিহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত কর্ত্তব্য। অতএব সেই রক্ষা হইবার জন্যে ট্রেজুরীতে ও রাজস্বসম্পর্কীয় সকল কার্য্যকারকহইতে ঐ নিয়মমতে অগোণে কার্য্য হইতে লাগে, আমি অতিদৃঢ়মতে এই পরামর্শ দিতেছি।

১০। মুদ্রা কমী কি ক্ষয় করিবার যে পাঁচ কৌশল ১৮৩৯ সালের ৩১ আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্ভিন্ন যদি অন্য কোন প্রকারে মুদ্রা কমীপ্রভৃতি করা যায়, অর্থাৎ কিমিয়া বিদ্যার কোন নিয়মমতে যদি টাকার রূপা লওয়া যায় তবে তাহা বিকৃত কি মেকি না হওয়াতে উক্ত প্রকারের কার্য্য করা কঠিন হয়। কিমিয়া বিদ্যার কিম্বা বেআইনীমতের কোন উপায়েতে জানিয়াশুনিয়া কার্য্য হইয়া টাকা কমী করা গিয়াছে ইহা যদি নিশ্চয়মতে জানা যায়, তবে বোধ করি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারকেরা তাহা ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ করিলে, সেই কার্য্যপক্ষে তাহারদের নিরাপদ হয়। কেননা সেই টাকার দোষ জানিয়া কেহ তৎপরে তাহা চালাইলে যদিও আইনমতে অপরাধী না হয় তথাপি আমার বিবেচনাতে কামনলামতে অপরাধ হয়। অতএব নির্দ্দোষ যে ব্যক্তি তাহা দাখিল করিয়াছিল সে তাহার ভাঙ্গা টুকরা ফিরিয়া পাইলে তাহার আইনসিদ্ধ কোন ক্ষতি হইতে পারে আমার এমন বোধ হয় না। কিন্তু এমন স্থলে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। কেননা উপযুক্তমতে ব্যবহার হইয়া কিম্বা ন্যায়মতের কোন উপায়ে ঐ টাকা হালকা কি কমী হইয়াছে এই অনুভব যদি হইতে পারে তবে সেই প্রকারে কমীপ্রভৃতি না হইয়াছে ইহার প্রমাণ করিবার ভার যে সাহেব ঐ টাকা ভাঙ্গিয়া ফেলেন তাঁহার করিতে হইবেক, ও নির্দ্দোষ যে ব্যক্তি ঐ টাকা দাখিল করিয়াছিল সে ঐ সাহেবের নামে নালিশ করিতে পারিবেক ইহার কিছু সন্দেহ বোধ হয় না।

(যথার্থ নকল।)

টি জোন্স। রেজিষ্টর।

বাঙ্গাল সেক্রেটেরিয়াট।

JOHN ROBINSON, *Bengalee Translator.*

[*Government Gazette, 26th July,* 1859.]

ORDER BY THE SUDDER DEWANNY ADAWLUT.

APPOINTMENT.

The 15th July, 1859.

Baboo Chunder Prosono Dutt, Officiating Moonsiff of Kuddumgatchee, Zillah 24-Pergunnahs, to be Moonsiff of that Chowkey.

A. W. Russell, *Register*.

বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের হুকুম।

৪১৫৮ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৭ জুন।

শ্রীযুত ই গ্রে সাহেব (Mr. E. Grey,) রাজস্বসম্পর্কীয় জরিপী কার্য্যের প্রথম অর্থাৎ উত্তরাংশের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। শ্রীযুত গ্রে সাহেব পূরণিয়া ও ভাগলপুর ও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর ও মালদহ ও মুঙ্গের ও বীরভূম ও মুরশিদাবাদ ও যশোহর ও ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ ও রাজশাহী ও পাবনা ও বগুড়া জিলাতে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনমতে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছেন।

শ্রীযুত এচ বি সিমসন সাহেব (Mr. H. B. Simson,) বেহারের মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত এ স্মিথ সাহেব (Mr. A. Smith,) শেরঘাটী এলাকাখণ্ডের কর্ম্মের ভার পাইয়াছেন। ও তিনি বেহার জিলাতে ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতামতে ও ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার ও ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত আর এফ হচিনসন সাহেব (Mr. R. F. Hutchinson,) সারণের সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্ম্ম করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৫ জুন।

জেল ইনসপেক্টর শ্রীযুত ডাক্তর এফ জে মৌআট সাহেব (Dr. F. J. Mouat,) ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৫৮ সালের আপ্রিল মাসের ২৮ তারিখের নির্দ্ধারণমতে, আগামি আগষ্ট মাসের ৯ তারিখঅবধি তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ২৯ জুন।

জলেশ্বরের নিমক চৌকীর অতিরিক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এচ ডবলিউ জে বাম্বর সাহেব (Mr. H. W. J. Bamber,) অচিন্তিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণমতে দশ দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ২৮ জুন।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের গত মে মাসের ১২ তারিখের ৫২ নম্বরের পত্রহইতে গৃহীত এই কথা সকলের জানিবার জন্যে প্রকাশ হইতেছে।

বাঙ্গলা দেশের অচিন্তিত কার্য্যকারক এই সাহেব চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে অধিক ছুটী পাইয়াছেন। অর্থাৎ

কলিকাতার প্রসিডেন্সী কালেজের প্রকৃতবিদ্যার প্রফেসর শ্রীযুত ডবলিউ গ্রাপেল সাহেব (Mr. W. Grapel,) ছয় মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ জুলাই।]

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ১৫ জুলাই।

জিলা চব্বিশপরগনার কমগাছীর একটিং মুনসেফ শ্রীযুত বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত ঐ চৌকীর মুনসেফ হইবেন।

এ ডবলিউ রসেল। রেজিষ্টর।

১১৫২ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ২৫ জুন।

পরীক্ষক বোর্ডের সাহেবেরা এই রিপোর্ট করিয়াছেন। শ্রীযুত এ স্মিথ সাহেব (Mr. A. Smith,) গবর্ণমেণ্টের ১৮৫১ সালের ১৯ নবেম্বর তারিখের নির্দ্ধারিত নিয়মমতের প্রধান শ্রেণীর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪২০৮ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৭ জুন।

শ্রীযুত ডবলিউ জে হর্শল সাহেব (Mr. W. J. Herschel,) দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ২৯ জুন।

এই২ মহাশয়গণ মালদহে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন। অর্থাৎ

শ্রীযুত এম লিটল সাহেব (Mr. M. Little.)

শ্রীযুত বাবু জগবন্ধু বাঁড়ুয্যা।

শ্রীযুত সৈয়দ আবদুল মজীদ।

শ্রীযুত ই ডবলিউ মলনী সাহেব (Mr. E. W. Molony,) পাবনাতে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির সেক্রেটারী হইবেন।

এই২ মহাশয়েরা পাবনাতে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন। অর্থাৎ

শ্রীযুত জি এল টি হারিস সাহেব (Mr. G. L. T. Harris.)

শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীযুত বাবু রাধাগোবিন্দ দাস।

১৮৫৯ সাল ৩০ জুন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট ডবলিউ ফের সাহেব (Lieutenant W. Phaire,) ছোট নাগপুরের কমিস্যনর সাহেবের দ্বিতীয় আসিষ্টাণ্টের কর্ম্ম করিবেন।

১৮৫৯ সাল ১ জুলাই।

শ্রীযুত ই সাণ্ডিস সাহেব (Mr. E. Sandys,) চাটিগাঁয়ে বিদ্যাধ্যাপনের কমিটির মেম্বর হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ২৮ জুন।

ভারতবর্ষের নিমিত্তে রাজ্যের শ্রীযুত রাইট অনরবিল সেক্রেটারী সাহেবের গত মে মাসের ১২ তারিখের ৫২ নম্বরের পত্রহইতে গৃহীত এই কথা সকলের জানিবার জন্যে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ দফা। বারাসতের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত ডবলিউ সি কষ্টলি সাহেব (Mr. W. C. Costley,) ও আরাকাণের কমিস্যনর সাহেবের মারিন আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ডবলিউ পর্টর সাহেব (Mr. W. Porter,) আপন২ কর্ম্মে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি পাইয়াছেন।

২ দফা। বাঙ্গলা দেশের সিবিলসম্পর্কীয় এই কার্য্য-

কারক সাহেবেরা চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে নীচের লিখিত কালের নিমিত্তে অধিক ছুটী পাইয়াছেন।

শ্রীযুত জি এ পেপর সাহেব (Mr. G. A. Pepper.) } ছয় মাসের।

শ্রীযুত এচ সি ওএক সাহেব (Mr. Herwald C. Wake.) } ছয় মাসের।

শ্রীযুত টি বি লেন সাহেব (Mr. T. Blomefield Lane.) } ছয় মাসের।

৪২৬৬ নম্বর।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১ জুলাই।

গোয়ালপাড়ার চিকিৎসক শ্রীযুত জি রিডসডেল সাহেব (Mr. G. Ridsdale,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণমতে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে দুই মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৬ জুলাই।

গঙ্গার ও দারজিলিঙ্গের রাস্তার কর্ম্মে নিযুক্ত ওবরসিয়র সারজণ্ট শ্রীযুত আর সি আটকিনসন সাহেব (Overseer Serjeant R. C. Atkinson,) পবলিক ওর্কস ডিপার্টমেণ্টের বিধির ১৬ অধ্যায়ের ৩ ধারার ১০ দফামতে ও সৈন্যসম্পর্কীয় ১৮৫৫ সালের আইনের ২ খণ্ডের ৪৫ ধারার লিখিত বিধিমতে তিন মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ৮ জুলাই।

দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের পদে কোন লোককে নিযুক্ত করিতে হইলে ইহার পরে এই২ বিধিমতে কার্য্য করিতে হইবেক।

রেজিষ্টরের কোন কর্ম্ম যখন একেবারে খালী হয় তখন জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে, সেই কথার সম্বাদ অগোণে গবর্ণমেণ্টে দেন।

সেই পদ কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে খালী হইলে, ও এক জনের সেই পদ একেবারে ত্যাগ করিবার পরে যাবৎ গবর্ণমেণ্টহইতে অন্য লোককে সেই পদে নিযুক্ত করা না যায়, তাবৎ সেই কর্ম্ম করিবার জন্যে জিলার জজ সাহেব ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারার, কিম্বা বিষয়বিশেষে ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

সরকারী কর্ম্মের দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্য্যকারক সাহেবেরদিগকে বাঙ্গলাভাষাতে প্রধান শ্রেণীর নিয়মমতে যেরূপ পরীক্ষা দিবার আজ্ঞা হয় কোন লোক জিলার চলিত ভাষাতে তত্তুল্য কঠিন পরীক্ষা দিয়া ঐ পদের কর্ম্মের নিমিত্তে আপনি উপযুক্ত আছেন ইহার প্রমাণ না দিলে তিনি দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের পদে মনোনীত হইবার যোগ্য কখন জ্ঞান হইবেন না।

কোন লোক যদি দলীলদস্তাবেজের কর্ম্মের নিমিত্তে আপনাকে যোগ্য করিতে চাহেন, তবে আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরদের ও অন্যেরদের পরীক্ষার জন্যে এক২ এলাকায় ছয়২ মাসের যে পরীক্ষা হইয়া থাকে সেই পরীক্ষার কালে তিনি জিলার চলিত ভাষাতে পরীক্ষা দিবার জন্যে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

১২২০ নম্বর।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সা ৮ জুলাই।

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি ও হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর নীচের লিখিত যে কথার ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের অধীন সকল কার্য্যকারক সাহেবকে মনোযোগ করিতে আজ্ঞা হইতেছে।

ভারতবর্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর তাবৎ রাজ্যেতে শান্তি ও সুস্থির ভাব পুনরায় স্থাপন হওয়াতে শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি ও হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর কৃতজ্ঞতাপূর্ব্বক এই আদেশ করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বিশেষ যে অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক দেশের সুরক্ষা করিয়াছেন তজ্জন্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিবার এক দিন নিরূপণ করা যায়।

২। যুদ্ধের শেষ হইয়াছে। রাজবিদ্রোহি ব্যাপার দমন করা গিয়াছে। রাজ্যের শত্রুরা অবাধ্য হইয়া শেষ যে স্থলে যুদ্ধ করিয়াছে সেই স্থলে অস্ত্রশস্ত্রের শব্দ আর শুনা যায় না। রণস্থলে বহু দল সৈন্যেরদের উপস্থিত থাকার আর প্রয়োজন নাই সুনিয়মের পুনরায় স্থাপন হইয়াছে। ও শান্তিজন্য কর্ম্ম সর্ব্বত্র পুনরায় চলিতেছে।

৩। শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজপ্রতিনিধি ও হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর এই আজ্ঞা করিতেছেন। উক্ত সকল মহামঙ্গলের জন্যে জুলাই মাসের ২৮ তারিখ বৃহস্পতিবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিবার দিন বলিয়া মান্য হয়। সেই দিনে ভারতবর্ষের তাবৎ দেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভক্ত সকল প্রজার ছুটী হইবেক।

৪। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর খ্রীষ্টীয় সকল প্রজাকে হজুর কৌন্সেলে শ্রীলশ্রীযুক্ত বিশেষমতে এই আদেশ করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর তাঁহারদের প্রতি যে মহামঙ্গল করিয়াছেন তজ্জন্যে তাঁহারা সকলে সভাস্থ হইয়া পরমেশ্বরকে স্তব ও ধন্যবাদ করেন।

৫। শ্রীযুত লার্ড পাদরি সাহেবের অধীন যত মণ্ডলী আছে সেই সকল মণ্ডলীতে সেই দিনে পাঠ হইবার জন্যে প্রার্থনার লিপি প্রস্তুত করিতে উক্ত শ্রীযুতকে আদেশ হইবেক।

৪৩১৭ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ২৭ জুন।

শ্রীযুত সৈয়দ সখাওৎ হুসেন হুগলীর অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন হইবেন।

১৮৫৯ সাল ৬ জুলাই।

শ্রীযুত লৈওনেল ইঞ্জেলস সাহেব (Mr. Lionel Ingels,) আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব-আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

নীচের লিখিত কার্য্যকারক সাহেবেরা ১৮৫৮ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারামতে ক্ষেপা লোকেরদের আশ্রয় বাড়ীর দর্শক হইবেন। অর্থাৎ

পাটনায় ও ঢাকাতে।

ঐ২ এলাকার ... { কমিস্যনর সাহেব। মাজিষ্ট্রেট সাহেব। সুপরিণ্টেণ্ডিং চিকিৎসক সাহেব।

মুরশিদাবাদে।

রাজশাহীর কমিস্যনর সাহেব।

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট সাহেব।

ইউরোপীয় ৫ পল্টনের চিকিৎসক শ্রীযুত ডাক্তর জে এ ডনবার সাহেব (Dr. J. A. Dunbar.)

ভবানীপুরে।

রাজধানীর এলাকার সুপরিণ্টেণ্ডিং চিকিৎসক সাহেব

১৮৫৯ সাল ৭ জুলাই।

আজিমগড় এলাকাখণ্ডে আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত সি এফ উইণ্টল সাহেব (Mr. C. F. Wintle,) আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্টেরদের পদের পঞ্চম শ্রেণীহইতে উঠিয়া চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত সি এম আর্ম্মষ্ট্রং সাহেব (Mr. C. M. Armstrong,) গাজীপুরে আফীমের পঞ্চম শ্রেণীর সব-ডেপুটী এজেণ্ট হইবেন।

[*Government Gazette, 26th July, 1859.*]

১৮৫৯ সাল ৮ জুলাই।

শ্রীযুত সি টি বকলাণ্ড সাহেব (Mr. C. T. Buckland,) মুরশিদাবাদের সিবিল ও সেশন জজ হইবেন।

শ্রীযুত এ আর তামসন সাহেব (Mr. A. R. Thompson,) বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় সেক্রেটারী হইবেন।

শ্রীযুত লার্ড এচ ইউ ব্রোন সাহেব (Lord H. U. Browne,) বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটারী হইবেন।

শ্রীযুত এচ এ কাক্রেল সাহেব (Mr. H. A. Cockerell,) দ্বিতীয় অর্থাৎ দক্ষিণাংশের জরিপী কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। শ্রীযুত কাক্রেল সাহেব দিনাজপুর ও পূরণিয়া ও মালদহ ও রাজশাহী ও বগুড়া ও রঙ্গপুর জিলাতে ১৮২২ সালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইনমতে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়াছেন।

শ্রীযুত সি জে মাকেঞ্জি সাহেব (Mr. C. J. Mackenzie,) ছিলটের মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীযুত জে বি ওঅর্গান সাহেব (Mr. J. B. Worgan,) শাসিরাম এলাকাখণ্ডের কর্ম্মের ভার পাইয়াছেন ও শাহাবাদে তিনি ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতামতে ও ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার ও ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত আর বি কাক্রেল সাহেব (Mr. R. V. Cockerell,) হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিবেন।

১৮৫৯ সাল ৯ জুলাই।

শ্রীযুত ডবলিউ রাইট সাহেব (Mr. W. Wright,) ভাগলপুরের দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর ও বিবাহের রেজিষ্ট্রার হইবেন।

শ্রীযুত বাবু অভয়কুমার দত্ত চাটিগাঁয়ের অতিরিক্ত প্রধান সদর আমীন হইবেন।

শ্রীযুত বাবু হরগৌরী বসু চব্বিশপরগনার সদর আমীন ও সেই জিলার সদর মোকামের মুনসেফ হইবেন।

রঙ্গপুরের বড় বাড়ীর মুনসেফ শ্রীযুত বাবু কালিদাস দত্ত মুনসেফেরদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুত এ কা সাহেব (Mr. A. Caw,) ১৮৫৯ সালের ১ আইনমতে কলিকাতার বন্দরের ডেপুটী শিপিং মাষ্টর হইবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ৬ জুলাই।

হাজীপুরে আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত এচ ডবলিউ কুক সাহেব (Mr. H. W. Cooke,) আপনার কর্ম্মের ভার পাটনার আফীনের সব-ডেপুটী এজেণ্ট শ্রীযুত কিং সাহেবের (Mr. King,) প্রতি অর্পণ করিয়া অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর সংশোধিত বিধির ৭ ধারার ১ প্রকরণমতে ছয় সপ্তাহের ছুটী পাইয়াছেন। তিনি যত কাল কর্ম্মে ফিরিয়া না আইসেন কি অন্য হুকুম না হয় তত কাল শ্রীযুত কিং সাহেব আপনার কর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মও করিবেন।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সৈয়দ আব্দুল মজীদ অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণমতে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে সাত দিনের ছুটী পাইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ৭ জুলাই।

নওয়াদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত টি কাম্বেল সাহেব (Mr. T. Campbell,) অচিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের ছুটীর বিধির ৫ ধারার ২ প্রকরণমতে চিকিৎসকের সর্টিফিকটক্রমে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ জুলাই।]

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ৯ জুলাই।

জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল শ্রীযুত ডাক্তর এফ জে মোঅট সাহেবকে (Dr. F. J. Mouat,) গত মাসের ১৫ তারিখে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহা আগষ্ট মাসের ৯ তারিখঅবধি আরম্ভ না হইয়া আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ৯ তারিখঅবধি আরম্ভ হইবেক।

৪৩৭০ নম্বর।

নিয়োগ।

১৮৫৯ সাল ৮ জুলাই।

শ্রীযুত এ জে আর বেনব্রিজ সাহেব (Mr. A. J. R. Bainbridge,) দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৮৫৯ সাল ১১ জুলাই।

প্রবেশনরি আসিষ্টাণ্ট ওবরসিয়র শ্রীযুত বদনচন্দ্র দাস উত্তর আসামে নিযুক্ত না হইয়া পাটনা এলাকায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৮৫৯ সাল ১২ জুলাই।

শ্রীযুত ডবলিউ মাকফরসন সাহেব (Mr. W. Macpherson,) বুদবুদ এলাকাখণ্ডের কর্ম্মের ভার পাইয়াছেন ও তিনি বর্দ্ধমানে ও বাঁকুড়াতে ১৮২১ সালের ৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতামতে ও ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২১ ধারার ও ১৮৫৪ সালের ১০ আইনের ১ ধারার নির্দ্দিষ্ট আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরের ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুত কাপ্তান এ কে কমর সাহেব (Captain A. K. Comber,) আসামের কমিস্যনর সাহেবের প্রথম শ্রেণীর প্রধান আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট এচ স্কন্স সাহেব (Lieutenant H. Sconce,) আসামের কমিস্যনর সাহেবের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত ডবলিউ ও এ বেকেট সাহেব (Mr. W. O. A. Beckett,) আসামের কমিস্যনর সাহেবের দ্বিতীয় আসিষ্টাণ্ট হইবেন।

শ্রীযুত এ মর্গান সাহেব (Mr. A. Morgan,) বাঁকুড়ার সিবিল আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসক হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত জে কোবর্ন সাহেব (Mr. J. Cockburn,) মুরশিদাবাদের ডাকাইতী নিবারণের কমিস্যনর সাহেবের তাবে কর্ম্ম করিবেন। ও তিনি সেই জিলাতে ১৭৯৭ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ৯ আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন।

ছুটী।

১৮৫৯ সাল ১৩ জুলাই।

রঙ্গপুরের এক্টিং জজ শ্রীযুত এফ এ বি গ্লবর সাহেব (Mr. F. A. B. Glover,) আপন সিরিশতার চলিত কর্ম্মের ভার ঐ জিলার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিয়া ছুটীর নূতন সংশোধিত বিধির ১২ ধারামতে এক মাসের ছুটী পাইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সাল ১৩ জুলাই।

আসামের কমিস্যনর সাহেবের সব-আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত এচ ড্রাইবর সাহেব (Mr. H. Driver,) গোহাটীতে আপনার কর্ম্মের ভার গত মাসের ২২ তারিখে গ্রহণ করেন। অতএব গত মে মাসের ২৬ তারিখে তাঁহাকে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল রহিত হইয়াছে।

মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুত সৈয়দ আবদুল মজীদ গত মাসের ২৯ তারিখে আপনার কর্ম্ম পুনরায় গ্রহণ করেন অতএব বর্ত্তমান মাসের ৬ তারিখে তাঁহাকে যে ছুটী দেওয়া যায় তাহার অবশিষ্ট কাল রহিত হইয়াছে।

এ আর ইয়ং।
বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS. — গবর্ণমেণ্টের ইশ্‌তিহার।

নং ৬৫০।

ইশ্‌তেহার।

জেলা হিজলীর কমী বা বেশী হউক মোওয়াজী ৮,০০,০০০/ মোন নেমক উক্ত এজেন্সীর হাশীয়ার লিখিত তিন ঘাটের গোলাহায়হইতে মোং সালিখার সরকারী গোলায় চোলাই করিয়া আনিবার কারণ টেণ্ডরের দরখাস্ত লওয়া যাইবেক। কিন্তু অক্টোবর মাসের প্রথম কোটালে এবং সন ১৮৬০ সালের ১ ফিব্রুআরির মধ্যে উক্ত নেমক সালিখা মোকামে আনিয়া দাখিল করিতে হইবেক। সন ১৮৫৯ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখে বেলা দুই প্রহরের পর কোন টেণ্ডরের দরখাস্ত লওয়া যাইবেক না।

২ দফা। দরখাস্তকারি ব্যক্তিরা যে দরে ও যে নিয়মে ঐ নেমক উক্ত মোকামে চোলাই করিয়া আনিতে স্বীকার করিবেক তাহা ঐ টেণ্ডরের দরখাস্তে লিখিয়া দিতে হইবেক।

৩ দফা। উক্ত তিন ঘাটে উক্ত নেমক কান্‌ট্রাক্টদারকে ওজন দেওয়া যাইবেক এবং কান্‌ট্রাক্টদারের নিজ খরচায় সেই স্থানে সুলুপ বা কিস্তী বোঝাই হইবেক। আর সালিখা মোকামে উক্ত নেমক সরকারী খরচায় সুলুপ বা কিস্তী হইতে উঠাইয়া লইয়া ওজন করা যাইবেক।

বিমোজীব হুকুম সাহেবান আলিশান বোর্ড রিবিনিউ। ফোর্ট উলিয়ম সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ১৫ জুলাই।

	মোন
কৃষ্ণনগর	২,৮৫,০০০/
রামনর	৪,২০,০০০/
পুরীঘাটা	৯৫,০০০/

ই টি টুবর। সেক্রেটারী।

LAND ADVERTISEMENT. — ভূমিবিষয়ক ইশ্‌তিহার।

জিলা যশোহর।

সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারাক্রমে ইহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নীচের লিখিত মহালাত বক্রী রাজস্ব আদায় কারণ সন ১৮৫৯ সালের ১৬ আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৬ সালের ১ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার জিলা যশোহরের শ্রীযুত কালেক্টর সাহেবের হুজুরে বিনা ওজরে নীলামে ধরা যাইবেক ইতি সন ১৮৫৯ সাল তারিখ ২০ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৬৬ সাল তারিখ ৫ শ্রাবণ।

তৌজীর নম্বর দ্বিতীয় শ্রেণী ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল।

৭৭ আবাদকারি স্বত্ব পরগনে গোকুলনগর মোতালকে সুন্দরবন তালুক সুখময় মুখোপাধ্যায় ইজারা সন ১২৫৪ লাগাএত সন ১২৭৩ সাল মেয়াদ সদর জমা ২০৬২।৫৪

৪৪০৯ আবাদকারি স্বত্ব চক ঝরঝরিয়া মোতালকে সুন্দরবন আবাদকার কৃষ্ণানন্দ ঘোষ ইজারা ১২৫৯ লাগাএত ১২৮২ সাল রসদী সদর জমা ১২৬৫ সাল ৫৪৪ ।৵৫

৪৬৮৩ আবাদকারি স্বত্ব চকঃ চিলা চাঁদ পাই মোতালকে সুন্দরবন বন্দবস্তগ্রহীতা শুভানন্দ ঘোষ ও পার্ব্বতীচরণ ঘোষ সন ১২৬৫ সালহইতে সন ১২৭২ সালপর্য্যন্ত রসদী সদর জমা সন ১২৬৫ সাল ১২২৯ ৶১

৪৬৮৫ আবাদকারি স্বত্ব ২২০ নং লাটের মধ্যগত চকঃ দেলুটী ও মাগুরা মোতালকে সুন্দরবন আবাদকার চন্দ্রমোহন দত্ত চৌধুরী সন ১২৬৫ সালহইতে সন ১২৭২ সালপর্য্যন্ত রসদী সদর জমা ১২৬৫ সাল ১০৪০৵৬

F. TUCKER, *Collector.*

MISCELLANEOUS ADVERTISEMENTS. — সাধারণ ব্যক্তিদের ইশ্‌তিহার।

সুপ্রিম কোর্ট।

রিসীবর আফিস।

ইজারা।

আশুতোষ দেদিগর	বাদী।
রাজকুমারী দাসীদিগর	প্রতিবাদিনীগণ।

সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন ১৮৫৯ সালের ২৯ জুলাই শুক্রবার বেলা দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময় সুপ্রিম কোর্টের রিসীবর শ্রীযুত জেমস ওয়েলচ সাহেব তাঁহার আফিসে মৃত কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাসের ইষ্টেটের দক্ষ জেলা চব্বিশপরগনার শামিল নীচের লিখিত গ্রামহায়ের ইজারার ডাক লইবেন যাঁহারা ইজারা লওনেচ্ছুক হয়েন ঐ সময়ে রিসীবর আফিসে উপস্থিত হইবেন।

পরগনে কলিকাতা মহল মানরুশার অন্তঃপাতি তরফ হাদিয়ার মৌজে নিজ হাদিয়া ও মৌজে শেখাদহ।

ঐ পরগনার মহল শ্রীবাটীর অন্তঃপাতি মৌজে কুমার পুখরিয়া।

আরং বৃত্তান্ত রিসীবর আফিসে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

কোর্ট হোউস রিসীবর আফিস তারিখ ১২ জুলাই ১৮৫৯ সাল।

[*Government Gazette, 19th July, 1859.*]

NOTICE.

Plundered by the Rebel Nana during the mutiny at Bithoor, Zillah Cawnpoor, the undermentioned Government Promissory Notes lastly endorsed to Ujoodhya Baee Thuttee by Chummunloll and Samloll.

Former No.	110 of 1841-42,	New No.	46[illegible]74 of 1854-55,	for Co.'s Rs.		800	0	0
„ No.	16257 of Do.	„ No.	4[illegible]376 of Do.	„	„	500	0	0
„ No.	12046 of 32594, of Do.	„ No.	46[illegible]50 of Do.	„	„	3000	0	0
„ No.	857 of 5237, of Do.	„ No.	46[illegible]75 of Do.	„	„	600	0	0

Payment of the above Notes and of Interest thereupon has been stopped at the Loan Office and Duplicates will be applied for.

UJOODHYA BAEE THUTTEE,
Proprietor.
PER RUGHOONAUTH RAO MOOKHTAR.

Cawnpoor, 21st June, 1859.

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণ লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১০ আইন ও ১১ আইন এবং ১৪ আইন ইঙ্গরেজী বাঙ্গলাসহ শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা নীচের লিখিত মূল্য প্রেরণ করিলেই পাইবেন এবং ডাকে পাঠাইতে হইলে তাহার মাসুল আলাহিদা দিতে হইবেক ইতি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইন মূল্য	৫॥০ টাকা।
১৮৫৯ সালের ১০আইন ঐ	২॥০
১৮৫৯ সালের ১১ আইন ঐ	২৲
১৮৫৯ সালের ১৪ আইন ঐ	॥০
এককালীন সমুদয় আইন লইলে তাহার মূল্য	৯৲

বিজ্ঞাপন।

যেহেতু নিম্ন লিখিত ১৮৫৯ সালের আইনসমূহের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া সর্ব্ব সাধারণ মানবের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অথচ ঐ সমুদয় আইন এক জিলদে উত্তম অক্ষর ও কাগজে গবর্ণমেন্টের গেজেটের সহিত ঐক্যতা করিয়া এপর্য্যন্ত কেহই মুদ্রাঙ্কিত করেন নাই, অতএব অতিউত্তম কাগজে ও অক্ষরে গবর্ণমেণ্ট গেজেটের বাঙ্গলা অনুবাদের ঐক্যতায় নিম্ন লিখিত আইন সমস্ত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের আপিসে প্রস্তুত আছে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

	মূল্য
১৮৫৯ সালের ৮। ৯। ১০। ১১ ১৪ আইন এবং ১৭৯৩ সালহইতে যে সকল আইন রদ হইয়াছে তাহার নিষ্টি এক জিলদে	৩॥০
১৮৫৯ সালের ৯। ১০ আইন এক জিলদে	১৲
১৮৫৯ সালের ১১। ১৪ আইন এক জিলদে	৸০
১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও রদী আইনের নিষ্টি এক জিলদে	২॥০

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত আইনত্রয় অতিউৎকৃষ্ট বিলায়তি কাগজে ও অনুপম সম্পষ্ট অক্ষরে গেজেটের অবিকল অনুবাদ শ্রী গোবিন্দচন্দ্র সেন ও শ্রী হৃদকমল দাস উভয়ের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে গ্রাহক মহোদয়গণ মহামান্য সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুত সেং আর, টি, এলন সাহেবের আফিশে তাঁহার হেড রাইটর শ্রীযুত বাবু কালীমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সমীপে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ইতি।

১৮৫৯ সালের ৯। ১১। ১৪ আইন মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মূল্য	১।০
ঐ সনের ১০ আইন মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মূল্য	১।০
ঐ সনের ৮ আইন মুদ্রিত হইতেছে তাহার মূল্য	১৸০
১৭৯৩ সালহইতে ১৮৫৯ সালপর্য্যন্ত যে সকল আইন ও কনোষ্ট্রকসন যে সকল আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে তাহা মুদ্রিত হইতেছে মূল্য	৸০

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র সেন।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের বঙ্গানুবাদ সদর দেওয়ানী আদালতের নজির অনুবাদক শ্রী প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র হালদারকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১।০ টাকা, গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা কলিকাতার যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রিট ১। ২ নম্বর বাটী অনুবাদ যন্ত্রালয়ে, কি একাউণ্টেন্ট জেনরলের আফিশে প্রথমোক্ত, অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল শ্রীযুত বাবু চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আফিশে শেষোক্ত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

[গবর্ণমেণ্ট গেজেট। ১৮৫৯। ২৬ জুলাই।]

শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত জে সি মরে সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

CALCUTTA PUBLIC LIBRARY

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

CALCUTTA, TUESDAY, AUGUST 2, 1859.

কলিকাতা মঙ্গলবার ১৮৫৯ সাল ২ আগষ্ট।

DRAFTS OF ACTS.

LEGISLATIVE COUNCIL OF INDIA.

THE 16TH JULY, 1859.

THE following Bill was read a second time in the Legislative Council of India on the 16th July 1859, and was referred to a Select Committee, who are to report thereon after the 20th of October next :—

A Bill to consolidate and amend the law relating to Stamp Duties.

[Preamble.]

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law relating to Stamp Duties : It is enacted as follows :—

[Repeal of Regulations.]

I. From the day of 1859, Regulation XII. 1826 *(for raising and levying Stamp Duties within the Town of Calcutta)* with the corresponding Regulation enacted on the 14th June 1827 and registered in the Supreme Court at Calcutta on the 12th July 1827, and Regulation X. 1829 of the Bengal Code *(for consolidating into one Regulation, with modifications, the existing enactments relating to the collection of Stamp Duties)*, Regulation XIII. 1816 of the Madras Code *(for modifying and amending the Rules before enacted regarding stamped paper and stamped Cadjans ; and for consolidating the Fees payable on the institution of suits, and on exhibits and summonses for witnesses, with the duty levied by means of Stamps)*, and Regulation XVIII. 1827 of the Bombay Code *(for levying a Stamp Duty on certain Papers within the Territories subordinate to the Presidency of Bombay)*—are repealed except in so far as they rescind other Regulations or parts of other Regulations, and except as regards

আইনের মুসাবিদা।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সাল ১৬ জুলাই।

আইনের এই মুসাবিদা ইঙ্গরেজী ১৮৫৯ সালের ১৬ জুলাই তারিখে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌন্সেলে দ্বিতীয়বার পাঠ হইয়া বিশেষ কমিটির প্রতি অর্পিত হয়। আগামি অকটোবর মাসের ২০ তারিখের পর তাঁহারা সেই মুসাবিদার রিপোর্ট করিবেন।

ইষ্টাম্পের মামুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করিবার আইনের মুসাবিদা।

[হেতুবাদ।]

ইষ্টাম্পের মামুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধনকরা বিহিত। এই কারণে এইং বিধি হইল।

[কএক আইন রদ হইবার কথা।]

১ ধারা। ১৮২৬ সালের ১২ আইন, (অর্থাৎ কলিকাতা শহরের মধ্যে ইষ্টাম্প্ কাগজের দ্বারা মামুল উৎপন্ন করিবার ও আদায় করিবার আইন) ও তদনুযায়ি যে আইন ১৮২৭ সালের ১৪ জুন তারিখে হইয়া ১৮২৭ সালের ১২ জুলাই তারিখে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্টরী করা যায় তাহা, ও বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়জাত মামুলের বিষয়ি নির্দ্দিষ্ট আইনসকলের কতক২ শব্দ-রণপূর্ব্বক একত্র করিয়া এক আইনে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে আইন) ও মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ১৩ আইন (অর্থাৎ, ইষ্টাম্প কাগজের ও ইষ্টাম্পকরা কাজানের বিষয়ে পূর্ব্বে যে বিধি হইয়াছিল তাহা মতান্তর ও সংশোধন করিবার, ও মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে যে রসুম দিতে হয়, ও দলীলদস্তাবেজের ও সাক্ষিরদের সমনপত্রের উপর যে রসুম দিতে হয় তাহার সঙ্গে ইষ্টাম্প কাগজের দ্বারা আদায়করা মামুল একত্র করিবার আইন ও বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৮ আইন (অর্থাৎ বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশে কোন২ কাগজের উপর ইষ্টাম্পের মামুল আদায় করিবার আইন) এই সকল আইন ১৮৫৯ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি রদ হইবেক। কিন্তু উক্ত সকল আইনের যে২ কথাতে অন্য কোন আইন কি আইনের কোন ভাগ রদ হইল সেই কথা বহাল থাকিবেক, ও সেই তা-

matters which may have taken place before that day.

[Stamp duty payable under Schedule A.]

II. For every Instrument or Writing which shall be executed on or after the said day and which shall be of any of the kinds specified as requiring Stamps by the Schedule A annexed to this Act, there shall be payable to Government a Stamp Duty of the amount indicated in the said Schedule to be proper for such Instrument or Writing.

[What Stamps to be used.]

III. The Governor General in Council may prescribe from time to time by an order in Council the Stamps to be used under the provisions of this Act.

[Receipt Stamps how to be denoted.]

IV. The duties of one anna imposed by this Act on Receipts, and on Drafts or Orders for the payment of money at sight or on demand may respectively be denoted by a Stamp impressed upon the paper whereon any such Instrument is written or by an adhesive Stamp affixed thereto.

[Obliteration of adhesive Stamp when used.]

V. In any case where an adhesive Stamp shall be used for the purpose aforesaid on any Receipt or upon any Draft or Order respectively, chargeable with the duty of one anna by this Act, the person by whom such Receipt shall be given or such Draft or Order signed or made, shall, before the Instrument shall be delivered out of his hands, custody, or power, cancel or obliterate the Stamp so used, by writing thereon his name or the initial letters of his name so and in such a manner as to show clearly and distinctly that such Stamp has been made use of, and so that the same may not be again used; and if any person who shall write or give any such Receipt or Discharge or make or sign any such Draft or Order with any adhesive Stamp thereon and shall not *bonâ fide* in manner aforesaid effectually cancel or obliterate such Stamp, he shall forfeit a sum not exceeding one hundred Rupees.

[Stamps on Foreign Bills of Exchange, &c.]

VI. The duties imposed by this Act on Foreign Bills of Exchange shall be paid on account of Bills drawn within but payable out of the British Territories of India, and on account of Bills drawn out of but paid or negotiated within the British Territories in India; and the payment of duties imposed as aforesaid on Bills drawn out of the British Territories in India shall be denoted by affixing adhesive Stamps or in such other manner as the Governor General of India in Council may direct. If an adhesive Stamp shall be used, the person by whom the Bill is negotiated, or to whom it is payable, shall cancel or obliterate the Stamp according to

রিখের পূর্ব্বে যে কোন ব্যাপার ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে উক্ত সকল আইন বহাল থাকিবেক ইতি।

[A চিহ্নিত তফসীলমতে ইষ্টাম্পের মাসুল দিবার কথা।]

২ ধারা। এই আইনের শেষে A চিহ্নের যে তফসীল দেওয়া যাইতেছে তাহাতে ইষ্টাম্প দিতে হইবেক বলিয়া যে সকল নিদর্শনপত্র কি লিপি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্রূপের যেং নিদর্শনপত্র কি লিপি উক্ত তারিখে কি তাহার পরে করা যায় তাহার উপর ইষ্টাম্পের মাসুল গবর্ণমেণ্টে দিতে হইবেক, অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্রের কি লিপির যত মাসুল উপযুক্ত বলিয়া উক্ত তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত দিতে হইবেক ইতি।

[যে প্রকারের ইষ্টাম্পের ব্যবহার হইবেক তাহার কথা।]

৩ ধারা। এই আইনের বিধানমতে যে প্রকারের ইষ্টাম্পের ব্যবহার হইবেক তাহা, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম করিয়া সময়েং নির্দ্দিষ্ট করিবেন ইতি।

[রসীদের ইষ্টাম্পের যে চিহ্ন তাহার কথা।]

৪ ধারা। এই আইনমতে রসীদের উপর, কিম্বা দৃষ্টিমাত্র কি দাওয়াহওয়ামাত্র যাহার টাকা দিতে হইবেক এমত ড্রাফটের কি অর্ডরের অর্থাৎ চ্যাকের উপর এক আনার যে মাসুল দিবার হুকুম হইতেছে তাহার চিহ্ন এই। যাহাতে ইষ্টাম্প বসান থাকে এমত কাগজে তদ্রূপ নিদর্শন লিখিতে হইবেক কিম্বা আটাল এক ইষ্টাম্প কাগজে বসাইতে হইবেক ইতি।

[আটাল ইষ্টাম্প বসান গেলে তাহার অক্ষর কাটিবার কথা।]

৫ ধারা। এই আইনমতে যে কোন রসীদের কি যে কোন ড্রাফটের কি চ্যাকের উপর এক আনা মাসুল লাগে তাহাতে যদি পূর্ব্বোক্ত কারণে আটাল ইষ্টাম্প বসান যায়, তবে যে জন সেই রসীদ দেয় কি সেই ড্রাফট কি চ্যাক দেয় কি তাহাতে সহী করে সেই জন, ঐ লিপি আপনার হাত কি জিম্মা কি এখ্তিয়ারহইতে হস্তান্তরে দিবার আগে, যে আটাল ইষ্টাম্প বসাইয়াছে তাহা বাতিল করিবেক কি তাহার অক্ষর কাটিবেক অর্থাৎ তাহার উপর আপনার নাম কিম্বা আপন নামের আদি অক্ষর এমতে লিখিবেক যে, ঐ ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে ইহা পরিষ্কাররূপে ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ হয় ও তাহা পুনরায় বসান যাইতে না পারে। ও কোন লোক সেই প্রকারের কোন রসীদ কি ফারখৎ লিখিয়া কি দিয়া কিম্বা সেই প্রকারের কোন ড্রাফট কি চ্যাক দিয়া কি তাহাতে সহী করিয়া তাহাতে কোন আটাল ইষ্টাম্প দিলে পর যদি প্রকৃত ভাবে সেই ইষ্টাম্প পূর্ব্বোক্তমতে সফলরূপে বাতিল না করে কি তাহার অক্ষর না কাটে তবে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[বিদেশীয় হুণ্ডীপ্রভৃতির উপর ইষ্টাম্পের কথা।]

৬ ধারা। বিদেশীয় হুণ্ডীর উপর যে মাসুল এই আইনমতে ধার্য্য হয় সেই মাসুল ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত দেশের মধ্যে লিখিত হইয়া ঐ দেশের বাহিরে যে হুণ্ডীর টাকা সাধা যাইতে পারিবেক, কিম্বা ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত দেশের বাহিরে লিখিত হইয়া ঐ দেশের মধ্যে সাধা কি ক্রয়বিক্রয় হয়, সেই হুণ্ডীর উপর লাগিবেক। ও ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়েরদের অধিকৃত দেশের বাহিরে যে হুণ্ডী লেখা যায় তাহার উপর আটাল ইষ্টাম্প বসাইতে হইবেক কিম্বা অন্য যে প্রকারে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আজ্ঞা করেন সেই প্রকারে পূর্ব্বোক্তমতের ধার্য্যকরা মাসুল দেওয়া যাইবার চিহ্ন থাকিবেক। আটাল ইষ্টাম্প যদি বসান যায় তবে যে জন সেই হুণ্ডী দেয় কিম্বা তাহার টাকা যাহাকে দেনা হয় সেই জন ইহার

the provisions of the last preceding Section, and subject to the same penalty in case of default.

[Penalty for use of adhesive Stamp which has been removed from a Receipt, &c.]

VII. If any person shall affix or use any adhesive Stamp which to his knowledge shall have been gotten off or removed from any paper whereon any Receipt or any Draft or Order shall have been written, to or for any Receipt, Draft, or Order, or any paper whereon any such Receipt, Draft, or Order shall be or be intended to be written, or if any person shall do or practise or be concerned in any fraudulent act, contrivance, or device whatever not specially provided for by this or some other Act, with intent to defraud the Government of any duty imposed by this Act upon Receipts or upon Drafts or Orders, every person so offending in any of the said several cases shall forfeit a sum not exceeding two hundred Rupees.

[Effect of a writing not duly stamped.]

VIII. No Instrument or Writing for which such duty shall be payable under Section II. of this Act shall be received as creating, transferring, or extinguishing any right or obligation, or as evidence in any Civil proceeding in any Court of Justice whether established by Royal Charter or otherwise, or shall be registered in any public Office or authenticated by any public Officer, unless such Instrument or Writing be upon a Stamp of a value not less than that indicated to be proper for it by the said Schedule.

[Deeds inadvertently executed on unstamped or insufficiently stamped paper may be stamped on payment of penalty.]

IX. *First.*—Deeds, Instruments, and Writings executed on unstamped paper by individuals from accident, ignorance, inadvertence, error, or from other unavoidable cause; or Deeds which may have come into the possession of persons subsequently to execution, not executed on paper bearing the prescribed Stamp, may be impressed with the requisite Stamps on application being made to the Collector after payment of the penalties hereinunder stated, or such mitigated penalty in lieu thereof as the Government or any Board or Officer authorized by Government may prescribe.

[Penalty if inadvertently executed and brought to be stamped within thirty days of execution.]

Second.—If the Deed have been executed in ignorance or through inadvertence, or under circumstances exonerating the party from blame or suspicion of an attempt to evade payment of the prescribed duty, then if brought within thirty days of the date of execution, on payment of treble the

পূর্ব্বের ধারার বিধানমতে ঐ ইষ্টাম্প বাতিল করিবেক কিম্বা তাহার অক্ষর কাটিবেক। তাহা না করিলে তাহার ঐ ধারার নিমিত্ত দণ্ড হইবেক ইতি।

[আটাল যে ইষ্টাম্প কোন রসীদপ্রভৃতিহইতে উঠাইয়া লওয়া গিয়াছে তাহা রসাইবার দণ্ড।]

৭ ধারা। কোন রসীদ কিম্বা কোন ড্রাফ্‌ট কি চ্যাক যে কাগজে লেখা গিয়াছে সেই কাগজহইতে আটাল ইষ্টাম্প পাওয়া গিয়াছে কি উঠাইয়া লওয়া গিয়াছে, ইহা জানিয়া যদি কেহ সেই ইষ্টাম্প কোন রসীদে কি ড্রাফ্‌টে কি চ্যাকেতে বসায় কিম্বা লাগায় কিম্বা তদ্রূপ কোন রসীদ কি ড্রাফ্‌ট কি চ্যাক যে কাগজে লেখা যাইবেক কি লিখিবার মানস আছে এমত কাগজে বসায় কি লাগায় কিম্বা রসীদের উপর কিম্বা ড্রাফ্‌টের কি চ্যাকের উপর এই আইনেতে যে কোন মাসুল ধার্য্য হয় তাহা গবর্ণমেণ্টহইতে ঠগাইয়া লইবার মানসে, যদি কেহ কোন প্রতারণার কার্য্য কিম্বা অন্য যে কোন কৌশল কি উপায় নিবারণের বিশেষ বিধি এই আইনেতে কি অন্য কোন আইনেতে হয় নাই এমত কোন কার্য্য কি কৌশলপ্রভৃতি করে কি চালায় কি তাহাতে লিপ্ত হয় তবে উক্ত নানা বিষয়ের মধ্যে কোন বিষয়ে যে কোন লোকের অপরাধ হয় তাহার দুই শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[উপযুক্তমতে ইষ্টাম্প না হইলে তাহার ফল।]

৮ ধারা। এই আইনের ২ ধারামতে যে কোন নিদর্শনপত্রের কি লিপির ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হয়, উক্ত তফসীলে সেই নিদর্শনপত্রের কি লিপির নিমিত্তে উপযুক্ত বলিয়া যত মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে যদি সেই নিদর্শনপত্র কি লিপি লেখা যায়, তবে তাহাতে কোন স্বত্ব কি নির্ব্বন্ধ সৃষ্ট হইল কি হস্তান্তর কি লোপ করা গেল বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হইবেক না, অথবা রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত কোন আদালতে কিম্বা অন্য কোন আদালতে দেওয়ানীর কোন কার্য্যেতে প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক না, কিম্বা সরকারী কোন দপ্তরখানায় রেজিষ্টরী করা যাইবেক না, কিম্বা সরকারী কোন কার্য্যকারকের দ্বারা মাতবর বলিয়া তাহাতে দস্তখৎ করা যাইবেক না ইতি।

[অনবধানতাতে যদি কোন দলীল ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে কিম্বা অনুচিত মতের ইষ্টাম্পকরা কাগজে লেখা যায় তবে জরীমানা দিলে তাহাতে ইষ্টাম্প দিতে পারিবার কথা।]

৯ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—কোন দলীল কি নিদর্শনপত্র কি লিপি যদি দৈবাৎ কিম্বা অজ্ঞানতা কি অনবধানতা কি ভুলক্রমে কিম্বা অনিবার্য্য অন্য কারণে ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা গিয়া থাকে, কিম্বা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা হইয়া দস্তখৎ হইলে পর কোন দলীল যদি কোন লোকের স্থানে পাওয়া যায়, তবে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া, ইহার পরে যে জরীমানা লেখা যাইতেছে তাহা কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে তাহার কম অন্য যে জরীমানা গবর্ণমেণ্ট, কিম্বা গবর্ণমেণ্টহইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন বোর্ড কি কার্য্যকারক সাহেব নির্দ্দিষ্ট করেন, সেই জরীমানা দিলে পর, ঐ কাগজে প্রয়োজনমতের ইষ্টাম্প ছাপান যাইতে পারিবেক।

[অনবধানতাতে তদ্রূপে লেখা হইয়া ত্রিশ দিনের মধ্যে ইষ্টাম্প করিতে উপস্থিত করা গেলে ঐ দণ্ডের কথা।]

দ্বিতীয় প্রকরণ।—সেই দলীল যদি অজ্ঞানতা কিম্বা অনবধানতাক্রমে লেখা যায়, কিম্বা ভাবগতিক বুঝিয়া যদি মাসুল না দিবার উদ্যোগ করণের দোষ কি সন্দেহ লোকের উপর না পড়ে, তবে দস্তখৎ হইবার তারিখঅবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে, যদি ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা গেল তবে মামুলের

amount of duty, or treble the difference if on stamped paper of an inferior denomination.

[Penalty if brought within three months of execution or six months of promulgation of Act.]

Third.—If not brought to be stamped within the said period of thirty days from the date of execution, and the party be nevertheless exempt from all suspicion of attempt to evade the payment of duty, then, provided a period of three months have not elapsed since the date of execution, or if brought within six months from the date of the promulgation of this Act, on payment of five times the amount, or five times the difference if on stamped paper of an inferior denomination.

[Penalty if execution on not duly stamped paper be not satisfactorily explained.]

Fourth.—If the party be unable to satisfy the Collector or the Board or other superior authority as aforesaid, that the execution of the Deed on paper not duly stamped proceeded from accident, ignorance, inadvertence, error, or other cause exempt from suspicion of evasion, the party shall, provided the Deed be voluntarily brought within three months from the date of execution, be entitled to have the prescribed Stamp affixed on payment of a penalty equal to ten times the value, and the decision of the Board or Officer aforesaid whether declaring the paper liable or not liable to suspicion of evasion, shall be conclusive and final.

[Deeds not brought within six months shall not be stamped.]

Fifth.—Deeds and Instruments executed on unstamped paper and not presented to be stamped within six months from the date of the promulgation of this Act, or within three months from the date of execution, shall not be entitled to the benefit of being stamped.

[What sum reasonable under a Writing bearing an optional stamp.]

X. No larger sum shall be recoverable in any Court of Justice by reason of any Instrument or Writing for which an optional Stamp is indicated to be proper by the said Schedule, than the largest sum for which, if specially stated in an Instrument or Writing of the same denomination, the Stamp actually used under the option so given would be of sufficient value. And no such Instrument or Writing shall be held by any Court of Justice to be valid in respect to any sum of money larger than that for which the Stamp on the said Instrument or Writing would be sufficient.

[Duty on issue of Bank Notes. Proviso.]

XI. Bank Notes payable to bearer shall not be subject to any of the duties specified in Schedule A of this Act, but any person or Company who shall issue such Notes for circulation or re-issue the same after the first issue, shall be liable to pay to the Go-

তিনগুণ দিতে হইবেক, কিম্বা কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইলে যত কম হয় তাহার তিনগুণ দিতে হইবেক।

[দস্তখৎ হইবার পর তিন মাসের মধ্যে কিম্বা আইন জারী হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে এ দণ্ডের কথা।]

তৃতীয় প্রকরণ।—দস্তখৎ হইবার তারিখঅবধি উক্ত ত্রিশ দিন মিয়াদের মধ্যে ইষ্টাম্প হইবার জন্যে উপস্থিত না করা গেলে ও মাসুল না দিবার উদ্যোগ করণের কোন সন্দেহ যদি লেখকের উপর না পড়ে, তবে দস্তখৎ হইবার তারিখঅবধি তিন মাস গত না হইলে, কিম্বা এই আইন জারী হইবার তারিখঅবধি ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত করা গেলে, যদি ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা যায় তবে মাসুলের পাঁচগুণ দিতে হইবেক, কিম্বা কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইলে যত কম হয় তাহার পাঁচগুণ দিতে হইবেক।

[উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে না লিখিবার কারণ খাতিরজমামতে ব্যক্ত না হইলে ঐ দণ্ডের কথা।]

চতুর্থ প্রকরণ।—দলীল অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে যে লেখা হইয়াছে তাহা দৈবাৎ হইল, কিম্বা অজ্ঞানতা কি অনবধানতা কি ভুলক্রমে হইল, কিম্বা মাসুল না দিবার উদ্যোগের সন্দেহ যাহাতে হইতে না পারে এমত অন্য কারণে হইল, এই কথা যদি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা বোর্ডের কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের উপরিস্থ অন্য কার্য্যকারকের খাতিরজমামতে প্রকাশ হইতে না পারে, তবে দস্তখৎ হইবার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে স্বেচ্ছামতে সেই দলীল উপস্থিত করা গেলে, নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্পের মূল্যের দশগুণ টাকা দিলে তাহাতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প ছাপান যাইতে পারিবেক। আর ঐ কাগজের মাসুল না দেওয়ার উদ্যোগের সন্দেহ থাকার কি না থাকার বিষয়ে বোর্ডের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যকারক সাহেবের যে নিষ্পত্তি হয়, তাহা সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত হইবেক।

[দলীল ছয় মাসের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে ইষ্টাম্প না ছাপাইবার কথা।]

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কোন দলীল ও নিদর্শনপত্র ইষ্টাম্প না হওয়া কাগজে লেখা গিয়া যদি তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপাইবার জন্যে এই আইন জারী হইবার তারিখঅবধি ছয় মাসের মধ্যে কিম্বা দস্তখৎ হইবার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে উপস্থিত না করা যায়, তবে তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপান যাইতে পারিবেক না ইতি।

[যে লিপির স্বেচ্ছামতের ইষ্টাম্পের মূল্য নিরূপণ হয় তাহার উপযুক্ত ইষ্টাম্প কি হয়, ইহার কথা।]

১০ ধারা। যদি উক্ত তফসীলেতে কোন নিদর্শনপত্রের কি লিপির ইষ্টাম্প স্বেচ্ছামতে দেওয়া গেলে উপযুক্ত প্রকাশ হয়, তবে তত্তুল্য প্রকারের নিদর্শনপত্রেতে কি লিপিতে টাকা বিশেষমতে নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, তাহার নিমিত্তে, সেই স্বেচ্ছামতে অত্যধিক যত টাকার ইষ্টাম্প নিতান্ত দেওয়া গেলে উপযুক্ত বোধ হয়, তাহার অধিক টাকা সেই নিদর্শনপত্রের কি লিপির নিমিত্তে কোন আদালতে আদায় হইতে পারিবেক না। আর উক্ত নিদর্শনপত্রে কি লিপিতে যে ইষ্টাম্প থাকে তাহা যত টাকার লিপির উপযুক্ত হইত তাহার অধিক টাকার নিমিত্তে ঐ নিদর্শনপত্র কি লিপি কোন আদালতে মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি।

[ব্যাঙ্ক নোট জারী হইলে তাহার মাসুলের কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

১১ ধারা। যে ব্যাঙ্ক নোটের টাকা বাহককে দেনা হয় তাহার উপর এই আইনের A চিহ্নের তফসীলের কোন মাসুল লাগিবেক না। কিন্তু যে কোন লোক কি কোম্পানি সেই প্রকারের নোট চালাইবার জন্যে জারী করেন কিম্বা একবার জারী হইলে পর পুন-

vernment a duty at the rate of five annas per centum of the total value of the Notes issued and in circulation for the year last past. Provided always that the Governor General in Council may compound with any person or Company for the Stamp Revenue derivable from Promissory Notes or Post Bills issued by such persons or Company, and that nothing in Sections VIII. and X. of this Act shall apply to Promissory Notes or Post Bills in regard to which such composition shall have been notified in the Government Gazette.

রায় জারী করেন, সেই লোক কি কোম্পানি পূর্ব্ব মনে যে সকল নোট জারী করিয়াছিলেন ও চালাইয়াছিলেন তাহার সমুদয়ের মূল্যের উপর ফি শত টাকার প্রতি পাঁচ আনার হিসাবে গবর্ণমেণ্টে মাসুল দিবেন। পরন্তু কোন লোকের কি কোম্পানির জারীকরা প্রমিসরি নোট কি পোষ্ট বিলহইতে ইষ্টাম্পদ্বারা যত রাজস্ব পাওয়া যায় তাহার নিমিত্তে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ঐ লোকের কি কোম্পানির সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, ও যে প্রমিসরি নোটের কি পোষ্ট বিলের বিষয়ে সেই প্রকারের বন্দোবস্তহওয়ার কথা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয় তাহার উপর এই আইনের ৮ ও ১০ ধারার কোন কথা খাটিবেক না ইতি।

[Expense of providing Receipt Stamp.]

XII. The expense of providing the proper Stamp whereon to write any Receipt shall, unless it be otherwise agreed on by the parties, be borne by the party giving the Receipt.

[রসীদে ইষ্টাম্প দিবার খরচের কথা।]

১২ ধারা। রসীদ যাহাতে লেখা যাইবেক এমত লিখিবার ইষ্টাম্পদ্বারা কাগজের খরচ, যে জন রসীদ লিখিয়া দেয় তাহার দিতে হইবেক। কিন্তু যদি উভয় পক্ষের মধ্যে অন্যমতের করার হয় তবে সেই করারমতে হইবেক ইতি।

[Stamp duty payable under Schedule B.]

XIII. Except within the limits of the local jurisdiction of the Courts established by Royal Charter, no Instrument or Writing of any of the kinds specified as requiring Stamps in the Schedule B annexed to this Act, shall be filed, exhibited, or recorded in any Court of Justice with respect to which Court such Instrument or Writing is required by Schedule B to have a Stamp, or shall be received or furnished by any Public Officer, unless such Instrument or Writing be upon a Stamp prescribed as aforesaid by the Governor General of India in Council, and of a value not less than that indicated to be proper for it by the said Schedule B.

[B চিহ্নের তফসীলের মতে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক তাহার কথা।]

১৩ ধারা। রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত আদালতের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে না হইয়া অন্য কোন আদালতসম্পর্কে যদি কোন নিদর্শনপত্রে কি লিপিতে এই আইনের B চিহ্নিত তফসীলের মতে ইষ্টাম্প দেওয়ার হুকুম হয়, তবে ইষ্টাম্প লাগিবেক বলিয়া ঐ তফসীলের নির্দ্দিষ্ট কোন প্রকারের নিদর্শনপত্র কি লিপি হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লেখা না হইলে, কিম্বা ঐ B চিহ্নিত তফসীলে ঐ নিদর্শনপত্রের কি লিপির উপযুক্ত বলিয়া যে ইষ্টাম্প ব্যক্ত হইয়াছে তাহার কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইলে, তাহা ঐ আদালতে দাখিল করা যাইতে পারিবেক না ও দলীল বলিয়া উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক না ও আদালতের কাগজপত্রের শামিল করা যাইতে পারিবেক না ও সরকারী কোন কার্য্যকারক তাহা গ্রাহ্য করিতে কি দিতে পারিবেন না ইতি।

[Effect of provision contained in the Schedules. Power of exemption. Power to lower rates of Stamp duty.]

XIV. Every provision contained in the Schedules annexed to this Act shall be of the same force as if it were contained in the body of the Act. Provided that the Governor General in Council may by an Order in Council exempt in any part of India from Stamp duty the Instruments or Writings specified in Schedule B annexed to this Act. Provided also that the Governor General in Council may by an Order in Council direct that in any District not subject to the General Regulations lower rates of Stamp duty shall be taken on all or any of the Instruments and Writings specified in Schedule A annexed to this Act except Bills of Exchange or other Instruments classed as Bills of Exchange and Receipts, and may prescribe such lower rates of duty.

[তফসীলের মধ্যে যে২ বিধান লেখা থাকে তাহার ফলের কথা ও বর্জ্জিত করিবার ক্ষমতার কথা ও ইষ্টাম্পের মাসুলের হার কম করিবার ক্ষমতার কথা।]

১৪ ধারা। এই আইনের তফসীলের লিখিত প্রত্যেক বিধান আইনের মূলপাঠে লেখা থাকিবার মতে বলবৎ হইবেক। কিন্তু এই আইনের B চিহ্নিত তফসীলে যে২ নিদর্শনপত্র কি লিপি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার উপর ভারতবর্ষের কোন২ স্থানে ইষ্টাম্পের মাসুল না লাগে, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম করিয়া এমত বিধান করিতে পারিবেন। ও হুণ্ডী ছাড়া কিম্বা হুণ্ডীর ও রসীদের সঙ্গে একি শ্রেণীতে অন্য যে নিদর্শনপত্র লেখা আছে তাহাছাড়া এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট অন্য সকল কি কোন নিদর্শনপত্রের ও লিপির উপর সাধারণ আইন যে২ জিলাতে না চলে তাহার কোন জিলাতে, ইষ্টাম্পের মাসুল কম হারে লওয়া যায়, হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে হুকুম করিয়া এমত আদেশ করিতে পারিবেন, ও সেই কম হারের মাসুল নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন ইতি।

[Appointment of Officers for collection of Revenue. Licensed Stamp venders.]

XV. The local Executive Government may appoint Officers for the collection of the Stamp Revenue,

[রাজস্ব আদায় করিবার কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা ও অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত ইষ্টাম্পবিক্রেতার কথা।]

১৫ ধারা। ইষ্টাম্পহইতে যে রাজস্ব হয় তাহা আদায় করিবার জন্যে, স্থানবিশেষের কর্ত্তৃত্ব কার্য্যনির্ব্বাহক

and may prescribe the duties of such Officers and may assign Districts to such Officers, and may license or cause to be licensed venders of Stamps, and may direct how and under what conditions Stamps may be supplied to such venders for sale.

গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকারকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ও সেই কার্য্যকারকেরদের কর্ম্ম বা কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে ও তাহারদের এলাকা নিরূপণ করিতে পারিবেন। ও ইষ্টাম্প কাগজবিক্রেতাদিগকে অনুমতিপত্র দিতে কি দেওয়াইতে পারিবেন, ও ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় হইবার জন্যে যে প্রকারে ও যে নিয়মমতে এ বিক্রেতাদিগকে দেওয়া যাইবেক, তাহার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ইতি।

[Licenses and Schedules to be stuck up in Stamp vender's shop.]

[ইষ্টাম্পবিক্রেতার দোকানে হুকুম তপত্র ও তফসীল লটকাইবার কথা।]

XVI. Every vender of Stamps shall at all times have his license together with the Schedules annexed to this Act in the vernacular language of the District stuck up in a conspicuous situation in the place where he sells the Stamps, on pain of a fine not exceeding fifty Rupees.

১৬ ধারা। ইষ্টাম্পের বিক্রেতা প্রত্যেক জন যে ঘরে ইষ্টাম্প বিক্রয় করে, তাহার কোন প্রকাশ স্থানে আপনার অনুমতিপত্র, ও এই আইনের তফসীল, জিলার চলন ভাষাতে সর্ব্বদা লটকাইয়া রাখিবেক। না রাখিলে তাহার পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[Endorsement by vender on Stamp when issued.]

[ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় হইলে তাহার পৃষ্ঠে বিক্রেতার সহী করিবার কথা।]

XVII. Every vender of Stamps shall write on the back (at the bottom of the page) of each Stamp which he issues, the date of issue, the name of the person to whom it is issued, and his own ordinary signature, on pain of a fine not exceeding one hundred Rupees.

১৭ ধারা। ইষ্টাম্পের বিক্রেতা প্রত্যেক জন যে২ ইষ্টাম্প কাগজ কোন কাহাকে দেয়, তাহা দিবার তারিখ, ও যাহাকে দেওয়া গেল তাহার নাম, ও বিক্রেতার সাধারণমতের দস্তখৎ, ঐ কাগজের পৃষ্ঠের নীচ ভাগে লিখিবেক। না লিখিলে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[Penalty for false endorsement.]

[পৃষ্ঠে মিথ্যা কথা লিখিবার দণ্ড।]

XVIII. Any vender who shall knowingly write a false date or name on the back of any Stamp, shall be punished by a fine not exceeding five hundred Rupees, or imprisonment not exceeding three months, or both.

১৮ ধারা। কোন বিক্রেতা যদি কোন ইষ্টাম্প কাগজের পৃষ্ঠে জানিয়াশুনিয়া মিথ্যা তারিখ কি নাম লেখে তবে তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা, কিম্বা তিন মাসপর্য্যন্ত কয়েদ, কি এ উভয় দণ্ড হইবেক ইতি।

[Delay by Stamp vender in issuing Stamps.]

[ইষ্টাম্পবিক্রেতা ইষ্টাম্প দিবার বিলম্ব করিলে তাহার কথা।]

XIX. Every vender of Stamps shall, without delay, issue any Stamp which he has in his possession for sale on demand by any person tendering the value in any currency which the vender is duly authorized to receive in payment for Stamps, on pain of a fine not exceeding one hundred Rupees.

১৯ ধারা। ইষ্টাম্প বিক্রেতার কাছে বিক্রয় হইবার জন্যে যে ইষ্টাম্প কাগজ থাকে, এমত কোন কাগজ যদি কেহ লইতে চাহিয়া, সেই ইষ্টাম্প কাগজের নিমিত্তে বিক্রেতার যে প্রকারের মুদ্রা গ্রহণ করিবার অনুমতি আছে, চলিত এমত কোন মুদ্রাতে যদি তাহার মূল্য দেয়, তবে ইষ্টাম্প বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সেই কাগজ তাহাকে দিবেক। না দিলে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[Stamp vender accepting any consideration other than that authorized.]

[যাহা লইবার অনুমতি হয় তাহাভিন্ন ইষ্টাম্প বিক্রেতা কিছু গ্রহণ করিলে তাহার কথা।]

XX. Any vender who demands or accepts for any Stamp any consideration other than the value thereof in such currency as he is duly authorized to receive in payment for Stamps, shall be punished by a fine not exceeding one hundred Rupees.

২০ ধারা। ইষ্টাম্প কাগজের নিমিত্তে ইষ্টাম্প বিক্রেতার যে প্রকারের মুদ্রা গ্রহণ করিবার অনুমতি উপযুক্তমতে দেওয়া গিয়াছে সেই প্রকারের মুদ্রাতে ঐ কাগজের যে মূল্য হয় তাহাছাড়া, যদি সেই বিক্রেতা অন্য কিছু চাহে কি লয়, তবে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[Stamp vender accepting any consideration exceeding the value of the Stamp.]

[ইষ্টাম্প কাগজের যে মূল্য হয় তাহার অধিক কিছু লইলে তাহার কথা।]

XXI. Any vender who demands or accepts for any Stamp any consideration exceeding the value of such Stamp, shall be punished by imprisonment for a period not exceeding six months, or by a fine not exceeding ten times the value so demanded or accepted, or by both, and it shall be in the discretion of the Court or Officer passing the sentence to direct the value of the excess to be refunded out of such fine to any person from whom such excessive consideration may have been accepted.

২১ ধারা। যদি কোন ইষ্টাম্প বিক্রেতা কোন ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের অধিক কিছু সেই ইষ্টাম্প কাগজের নিমিত্তে চাহে কি লয়, তবে সে ছয় মাসপর্য্যন্ত কয়েদ হইবেক, কিম্বা যত চাহিয়াছে কি লইয়াছে তাহার দশগুণপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক, কি এ উভয় দণ্ড হইতে পারিবেক। ও যে আদালত কি কার্য্যকারক সাহেব ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি আপনার বিবেচনামতে এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন, যে ঐ মূল্যের অধিক কোন দ্রব্যাদি যাহার স্থানে লওয়া গিয়াছে তাহাকে ঐ জরীমানার টাকাহইতে ঐ দ্রব্যাদির মূল্য ফিরিয়া দেওয়া যায় ইতি।

[Illegal sale of old Stamps.]

[পুরাতন ইষ্টাম্প কাগজ বেআইনীমতে বিক্রয় করিবার কথা।]

XXII. Any vender or other person who after

২২ ধারা। হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল

any period which may have been appointed by the Governor General in Council for the commencement of the use of new Stamps sells any old Stamps, shall be punished by a fine not exceeding one hundred Rupees.

[Stamp vender refusing or omitting to render accounts.]

XXIII. If any vender refuses or omits to render any accounts required by the provisions of any bond he may have entered into, or to permit the Collector of the Stamp Revenue of the District or any Officer duly authorized by him to inspect his accounts, or to examine the store of Stamps in his possession, it shall be lawful for the said Collector to proceed against the said vender for the recovery of the value of the balance of Stamps standing against the vender in the books of the said Collector, or for the recovery of the balance of money standing against the said vender in the said books in the same manner as Collectors of Land Revenue are authorized by law to proceed against persons owing revenue or rent to Government.

[Delivery of Stamps &c. by vender on determination of his license.]

XXIV. Any vender who, upon the determination or resignation of his license, does not within such reasonable time as shall have been prescribed by the Collector of the Stamp Revenue of the District, make over to some Officer duly authorized to receive them, accounts of all his transactions in relation to Stamps, kept according to the provisions of any bond he may have entered into, together with any Stamps remaining, or which ought to be remaining in his hands, and any balance of cash which may be due from him to Government on the above-mentioned accounts, shall be liable to a fine not exceeding five hundred Rupees; provided always that no vender shall, by the payment of such fine, be exempt from any punishment provided by law for any embezzlement of which he may have been guilty, or from such proceeding as by Section XXIII. of this Act the Collector of the Stamp Revenue of the District is empowered to adopt for the recovery of the value of any Stamps or balance of cash remaining in the hands of or standing against such vender.

[On death of Stamp vender unsold Stamps &c. to be delivered by a duly authorized Officer.]

XXV. Upon the death of any vender, his executors or administrators, or in case there be no executor or administrator any other person in possession of his effects, shall, upon demand being made by a duly authorized Officer, make over within a reasonable time to such Officer any Stamps which the deceased vender may have received and not have issued at the time of his death, and any accounts of the transactions of the deceased vender in relation to Stamps which may have been kept according to the provisions of any bond such vender

[*Government Gazette, 2nd August, 1859.*]

বাহাদুর নূতন ইষ্টাম্প কাগজ চলন হইবার যে কোন সময় নিরূপণ করেন তাহার পর যদি কোন বিক্রেতা কি অন্য লোক কোন পুরাতন ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করে তবে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[ইষ্টাম্প বিক্রেতা হিসাব না দিলে কি দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।]

২৩ ধারা। কোন ইষ্টাম্প বিক্রেতা যে কোন একরারনামা লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মমতে যে হিসাব দিতে হয় তাহা যদি না দেয় কি দিতে স্বীকার না করে, কিম্বা জিলার ইষ্টাম্পের মাসুলের কালেক্টর সাহেবকে, কিম্বা তাঁহার স্থানে উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে, সেই হিসাব দেখিতে না দেয়, কিম্বা তাহার নিকটে যে সকল ইষ্টাম্প কাগজ থাকে তাহা দেখিতে না দেয়, তবে সরকারের মালগুজারী কি খাজানা যাহার দরুন নিকটে পাওনা থাকে তাহারদের নামে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা আইনমতে যেরূপে নালিশ করিতে পারেন, সেই প্রকারে উক্ত কালেক্টর সাহেবের খাতায় বিক্রেতার নামে যত ইষ্টাম্প কাগজ লেখা গেল তাহার বাকীর মূল্য পাইবার নিমিত্তে, কিম্বা উক্ত খাতায় ঐ বিক্রেতার নামে বাকী পাওনা যত টাকা লেখা আছে তাহা পাইবার নিমিত্তে, ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার নামে নালিশ করিতে পারিবেন ইতি।

[বিক্রেতার অনুমতিপত্রের মিয়াদ ফুরাইলে তাহার ইষ্টাম্পকাগজপ্রভৃতি দিবার কথা।]

২৪ ধারা। কোন বিক্রেতার অনুমতিপত্রের মিয়াদ ফুরাইলে, কিম্বা সে ঐ অনুমতিপত্র ত্যাগ করিলে, ঐ বিক্রেতার লিখিত একরারনামার নিয়মমতে ইষ্টাম্প সম্পর্কে আপন লেনা দেনার যে হিসাব রাখিয়াছে তাহা, ও তাহার কাছে যে কিছু ইষ্টাম্প কাগজ থাকে কি যত উচিত থাকা হয় তাহা, ও উক্ত বাবতে তাহার স্থানে গবর্ণমেণ্টের যত টাকা পাওনা থাকে তাহা, গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারকের হাতে, ঐ জিলার ইষ্টাম্পের কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে দিবেক। না দিলে, তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ বিক্রেতা কোন মামুল চুরীর দোষে দোষী হইলে তাহার যে দণ্ড আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্ত জরীমানা দেওয়াতে তাহার সেই দণ্ডহইতে মুক্তি হইবেক না। ও কোন ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য কিম্বা ঐ বিক্রেতার হাতে থাকা কিম্বা তাহার নামে লেখা যে টাকা পাওনা আছে তাহা আদায় করিবার জন্যে, এই আইনের ২৩ ধারামতে জিলার ইষ্টাম্পের মাসুলের কালেক্টর সাহেবের যে নালিশ করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাহইতেও সেই বিক্রেতা মুক্ত হইবেক না ইতি।

[ইষ্টাম্প বিক্রেতা মরিলে, যত ইষ্টাম্প কাগজপ্রভৃতি বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা উপযুক্তমতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারককে দিবার কথা।]

২৫ ধারা। কোন বিক্রেতা মরিলে, তাহার অছির কি সংসারাধ্যক্ষের, কিম্বা অছি কি সংসারাধ্যক্ষ না থাকিলে তাহার সম্পত্তি অন্য যে কোন লোকের হাতে থাকে তাহার স্থানে, উপযুক্তমতের ক্ষমতাপন্ন কার্য্যকারক চাহিলে, ঐ অছি কি সংসারাধ্যক্ষ কি অন্য ব্যক্তি যে সকল ইষ্টাম্প কাগজের কি হিসাবের দখল পাইয়াছে কি পাইতে পারে, এমত যে কোন ইষ্টাম্প কাগজ ঐ মৃত বিক্রেতা পাইয়া মরণকালপর্য্যন্ত বিক্রয় না করিয়াছিল সেই সকল কাগজ, ও সেই মৃত বিক্রেতার লিখিত একরারনামার নিয়মমতে ইষ্টাম্পের সম্পর্কে যে সকল লেনা দেনার হিসাব রাখিয়াছিল, তাহা উপ-

may have entered into, of which Stamps and accounts such executor, administrator, or other person may have the possession, or be able to obtain the possession, on pain of a fine not exceeding five hundred Rupees.

[Proceedings against sureties of Stamp vender.]

XXVI. In any of the cases specified in the preceding Sections, the Collector of the Stamp Revenue of the District may call upon the surety or sureties of the vender or any of them, to make good the value of the balance of Stamps standing against the vender in the books of the said Collector, or the balance of money standing against the said vender in the said books, and on his or their failure to do so, to proceed against all or any of them for the recovery of the value of the balance of Stamps or for the recovery of the balance of money as aforesaid, in the same manner as Collectors of Land Revenue are authorized by law to proceed against the sureties of persons owing revenue or rent to Government.

[Unlicensed sale of Stamps.]

XXVII. No person not being a licensed vender of Stamps duly appointed, shall sell any Stamp unless it has been in an authorized manner obtained for use and not for sale, under pain of a fine not exceeding one hundred Rupees; provided that nothing in this Section or in Sections XVII. and XVIII. of this Act shall be held to apply to any adhesive Stamp or Stamps.

[Soiled or spoiled Stamped paper.]

XXVIII. *First.*—Should it so happen that any Stamped paper, parchment, vellum, or the like, after having been obtained in the regular manner, shall have become soiled, spoiled, or unfit for use, either by consequence of any accident happening to the same, or because of error in the drawing up or copying any Instrument thereupon, which being discovered before such Instrument may be finally signed and executed, renders the Writing of no avail, or when by reason of the death or refusal of the party or parties whose signature may be necessary to effect the transaction intended by such Writing it remains incomplete and of no avail, or when by the refusal of any office or trust that may be granted by an Instrument it has failed of the purpose intended, or in the case of Promissory Notes, Bills of Exchange, or the like, if by non-delivery to the payee or person acting on his behalf, or from other cause, the same are never brought to use, in all such cases it shall be competent to the Board or other controlling authority duly appointed as above provided, upon delivery being made of the Stamped paper, parchment, vellum, or the like so soiled or spoiled, or rendered useless, to cause Stamps of equal value to be delivered as above provided to the owner of the article or articles so soiled or spoiled or his representative. But this rule shall

যুক্ত সাহেবের মধ্যে সেই কার্য্যকারককে দিবেক। না দিলে তাহার পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক ইতি।

[ইষ্টাম্প বিক্রেতার জামিনেরদের নামে নালিশ করিবার কথা।]

২৬ ধারা। ইহার পূর্ব্বের কএক ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থলে, উক্ত কালেক্টর সাহেবের খাতা বহীতে বিক্রেতার যত ইষ্টাম্প কাগজ লেখা থাকে তাহার বাকী কাগজের মূল্য কিম্বা ঐ বহীতে ঐ বিক্রেতার নামে যত টাকা পাওনা লেখা আছে তাহা দিবার জন্যে, জিলার ইষ্টাম্পের মামুলের কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার জামিনকে কি জামিনদিগকে কি তাহারদের কোন কাহাকে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও সে কি তাহারা তাহা না দিলে, গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী কি খাজানা যাহারদের স্থানে পাওনা থাকে তাহারদের জামিনেরদের নামে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা আইনমতে যেরূপে নালিশ করিতে পারেন, তেমনি ঐ বাকী ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের বাকী টাকা আদায়ের জন্যে, ঐ জামিনেরদের কি তাহারদের কোন কাহার নামে নালিশ করিতে পারিবেন ইতি।

[অনুমতিপত্র না পাইয়া ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করিবার কথা।]

২৭ ধারা। ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত উচিতমতের নিযুক্ত লোক না হইলে কেহ কোন ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করিতে পাইবেক না। করিলে তাহার এক শত টাকাপর্য্যন্ত জরীমানা হইবেক; কেবল যদি তাহা উপযুক্ত কার্য্যের নিমিত্তে পাওয়া গিয়াছে, বিক্রয়ের নিমিত্তে নয়, তবে বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু এই ধারার কি এই আইনের ১৭ ও ১৮ ধারার কথা কোন আটাল ইষ্টাম্পের উপর খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।

[ইষ্টাম্প কাগজ ময়লা কি মন্দ হইলে তাহার কথা।]

২৮ ধারা। প্রথম প্রকরণ।—কোন ইষ্টাম্প কাগজ কি বেলম কি পার্চমেণ্টইত্যাদি উপযুক্তমতে পাওয়া গেলে পর কোন দৈবঘটনাতে ময়লা কি নষ্ট হইলে, অথবা ঐ কাগজাদিতে যে বিষয় লেখা যায় কি নকল করা যায়, তাহাতে দস্তখৎ হওনের পূর্ব্বে, ঐ লেখাপড়াতে ঐ কাগজ ব্যর্থ হইবার মত কোন ভ্রান্তি প্রকাশ হওনপ্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইলে, অথবা ঐ লেখাপড়া সাব্যস্ত হওনের নিমিত্তে যে জনের কি জনেরদের দস্তখতের আবশ্যক তাহারদের মৃত্যুপ্রযুক্ত কি দস্তখৎ করিতে অনমত হওয়া প্রযুক্ত ঐ লেখাপড়া অসম্পূর্ণ এবং নিরর্থক হইলে, কিম্বা যে কোন পদ কিম্বা কর্ম্ম কোন লেখাপড়ার দ্বারা অর্পিত হয় ঐ পদ কি কর্ম্মের স্বীকার না করণপ্রযুক্ত ঐ লিখনের অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইলে, কিম্বা করারী তমঃসুক কি হুণ্ডীইত্যাদি তাহা শোধকরণিয়ার অথবা ঐ শোধকরণিয়ার স্থলাভিষিক্ত কোন জনের নিকটে না দেওন কি আর কোন কারণ প্রযুক্ত তাহা কখন ব্যবহারে না আসিলে, বোর্ডের সাহেবদিগের কি উপরের লিখিত মত নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তৃত্বকারি অন্য সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই প্রকারে ময়লা কি নষ্ট কি ব্যর্থহওয়া ইষ্টাম্প কাগজ কি পার্চমেণ্ট কি বেলমইত্যাদি তাঁহারদিগের নিকটে দাখিল হইলে তদ্তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ উপরের লিখিত মত ঐ ময়লা কি নষ্ট হওয়া ইষ্টাম্প কাগজ ইত্যাদির স্বামি অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত জনকে দিতে হুকুম করেন। কিন্তু যে হুণ্ডী দোকর তেকর পাঠান যায় তাহার মধ্যে কোন হুণ্ডী

not extend to Bills of Exchange drawn in sets, of which any one of the set may have been delivered to the payee.

[Application for Stamps of equal value how to be preferred.]

Second.—The owners of Stamped paper which may be damaged or soiled as aforesaid, shall prefer their application to the Collector of the District in which they may have purchased it, and if the Collector be of opinion that the application ought to be complied with, he shall transmit a report of the case to the Board or other Officer to whom he is subject, who shall be and are hereby authorized to direct the Collector to deliver to the party or his representative Stamped paper equivalent to that which may have been destroyed or soiled in the same manner and subject to the same conditions as above prescribed for delivery of Stamps to individuals. Provided, however, that no such indulgence shall be granted when the value of the soiled Stamps may not exceed ten Rupees, nor unless application be made within six weeks of the period when the material may have become soiled or otherwise damaged and rendered of no avail.

[Fraudulently counterfeiting or altering Stamps.]

XXIX. Any person who fraudulently counterfeits any Stamp, or who alters any Stamp with the intention that it shall pass for a Stamp of greater value, or makes or uses any die for either of the above purposes, or who fraudulently issues or exposes for sale any counterfeit Stamp or any Stamp altered as above described, or who fraudulently uses any counterfeit Stamp or any Stamp altered as aforesaid, shall be punished by imprisonment, with or without hard labor, for a term not less than two years nor more than seven years.

[Instrument found to bear a counterfeit Stamp.]

XXX. If any person shall discover that any Instrument or Writing in his possession which requires a Stamp is upon a counterfeit of a Stamp of adequate value, and shall forthwith inform the Collector in charge of the Stamp Revenue of the District in which the counterfeit was issued, and shall prove to the satisfaction of such Collector that such counterfeit was purchased from a licensed vender, he shall be entitled to be furnished gratis with a Stamp of the value requisite under this Act for a copy of the Instrument or Writing, but shall not be permitted to take such Stamp away from the Office of the Collector until such copy has been made upon it.

[Stamps on certain affidavits.]

XXXI. No Justice of the Peace or any Officer, before whom an affidavit not made for the immediate purpose of being filed, read, or used in any

টাকাদেওনিয়ার নিকটে পঁহুছিলে সে সুদীর সহিত ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না।

[সমান মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ পাইবার দরখাস্ত যে-রূপে দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।]

দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বোক্তমত নষ্ট কি ময়লাহওয়া ইষ্টাম্প কাগজের স্বামিরা যে২ জিলাতে ঐ কাগজ কিনিয়াছে ঐ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেক যদি ঐ কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় ঐ দরখাস্ত মঞ্জুরকরা উপযুক্ত বোধ হয় তবে তিনি যে বোর্ড কি অন্য সাহেবদিগের অধীন থাকেন ঐ সাহেবেরদের নিকটে ঐ বিষয়ের সম্বাদ পাঠাইবেন এবং বোর্ডইত্যাদির সাহেবদিগের এই প্রকরণের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব হইতেছে যে তাঁহারা যত ইষ্টাম্প কাগজ নষ্ট কি ময়লা হইয়াছিল তাহা ঐ দরখাস্তকরাণিয়া কি তাহার স্থলাভিষিক্ত জনকে সামান্য ব্যক্তিদিগকে ইষ্টাম্প কাগজ দিবার নিমিত্তে যে২ প্রকার ও নিয়ম আছে ঐ২ প্রকার ও নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া তত্তুল্য ইষ্টাম্প কাগজ দেন কিন্তু ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ঐ ময়লা ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ১০৲ দশ টাকার অধিক না হইলে ঐ কাগজাদি ময়লাহওয়ার কি অন্য কোন প্রকারে নষ্ট কি নিরর্থক হওয়ার সময়াবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে দরখাস্ত না করিলে এমত অনুগ্রহ করা যাইবেক না ইতি।

[প্রতারণা করিয়া ইষ্টাম্প কাগজ জাল করণের কি পরিবর্ত্ত করণের কথা।]

২৯ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া কোন ইষ্টাম্প কাগজ জাল করে, কিম্বা অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের ন্যায় চলিবার অভিপ্রায়ে কোন ইষ্টাম্প কাগজ পরিবর্ত্তন করে, কিম্বা উক্ত কোন কার্য্যের নিমিত্তে কোন ছেনি প্রস্তুত কি ব্যবহার করে কিম্বা যদি কোন ব্যক্তি জালকরা কি উপরের লিখিতমতে পরিবর্ত্তনকরা কোন ইষ্টাম্প কাগজ প্রতারণা করিয়া চালায় কি বিক্রয়ার্থে দেখায়, কিম্বা যদি কোন ব্যক্তি উক্তমতে জালকরা কি পরিবর্ত্তনকরা কোন ইষ্টাম্প কাগজ লইয়া প্রতারণামতে কার্য্য করে তবে সেই জন দুই বৎসরের অন্যূন ও সাত বৎসরের অনধিক কালপর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহিত কি তাহা বিনা কয়েদ হইবেক ইতি।

[জালকরা ইষ্টাম্প কাগজে নিদর্শনপত্র লেখা হইয়াছে দুষ্ট হইলে তাহার কথা।]

৩০ ধারা। যে নিদর্শনপত্রেতে কি লিপিতে ইষ্টাম্পের প্রয়োজন হয়, কোন লোকের নিকটে থাকা এমত নিদর্শনপত্র কি লিপি উপযুক্ত মূল্যের জালকরা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইয়াছে ইহা যদি সেই লোক জানিতে পায়, ও সেই জালকরা কাগজ যে জিলাতে পাওয়া গেল সেই জিলার ইষ্টাম্পের মামুলের জিম্মার ভার যে কালেক্টর সাহেবের প্রতি থাকে তাঁহাকে যদি সেই লোক ঐ কথা অগৌণে জানায়, ও সেই জালকরা কাগজ অনুমতিপত্রপ্রাপ্ত কোন বিক্রেতার স্থানে খরীদ করা গিয়াছে যদি ঐ কালেক্টর সাহেবের খাতিরজমামতে এই কথার প্রমাণ করে তবে সেই লোক ঐ নিদর্শনপত্রের কি লিপির নকল লিখিবার জন্যে এই আইনমতে আবশ্যক মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ বিনামূল্যে পাইতে পারিবেক। কিন্তু সেই ইষ্টাম্প কাগজে ঐ লিপির নকল যাবৎ না করা যায় তাবৎ সেই কাগজ কালেক্টর সাহেবের দপ্তরখানা-হইতে লইয়া যাইতে পাইবেক না ইতি।

[কোন২ আফিডেবিট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার কথা।]

৩১ ধারা। আইনপক্ষের কোন আদালতে অগৌণে দাখিল করিবার কি পাঠ করিবার কি ব্যবহার হইবার জন্যে যে আফিডেবিট করা যায়, তদ্ভিন্ন যদি কোন আ-